গদ্যাংশ অধ্যায় ১

অপরিচিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন– **১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের– **পিতা : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; মাতা : সারদা দেবী; পিতামহ : প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতা-মাতার– **চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র।**
- কবি পেরু ও মেক্সিকো ভ্রমণকালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন– **১৯২৪-এ।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ' হয়ে ওঠার পেছনে– **ভিক্টোরিয়ার ওকাম্পোর উৎসাহ ও উদ্দীপনা সাহায্য করেছিল।**
- ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ছিলেন– **আর্জেন্টিনার একজন বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী, লেখিকা ও সাহিত্য সমালোচক।**
- ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে 'বিজয়া' নামটি দেন– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**
- তিনি ব্যারিস্টারি পড়তে ইংল্যান্ড যান– **১৭ বছর বয়সে।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম নয়টি– **ভানুসিংহ ঠাকুর, আন্নাকালী পাকড়াশী, দিকশূন্য ভট্টাচার্য, নবীন কিশোর শর্মন, ষষ্ঠীচরণ দেবশর্মা, বাণীবিনোদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীমতী কনিষ্ঠা, শ্রীমতী মধ্যমা, অকপটচন্দ্র ভাস্কর।**
- তাঁর ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচ্য– **পারিবারিক জমিদারি তদারকির সূত্রে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসবাসের কাল।** [এ সময়ে 'সোনার তরী' কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো রচনা করেন।]
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে *বিশ্বকবি* উপাধি দেন– **ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।**
- *তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক*– **ছোটগল্পের জনক।**
- ১২৮৪ বঙ্গাব্দে মাত্র ষোলো বছর বয়সে 'ভিখারিনী' গল্প রচনার মাধ্যমে– **ছোটগল্প লেখক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে।**
- 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ 'Song offerings' এর জন্য নোবেল পুরস্কার পান– **নভেম্বর ১৯১৩ সালে।**
- কবি 'শান্তিনিকেতনে' স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন– **১৯০১ সালে।**
- কবি শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন– **১৯০১ সালে।**
- শান্তিনিকেতন থেকে তাঁর নোবেল পদক চুরি হয়ে যায়– **২৪ মার্চ ২০০৪ দিবাগত রাতে।**
- ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'নাইটহুড' বা 'স্যার' উপাধি পান– **৩ জুন ১৯১৫।**
- রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের লেখা– **১৩টি নাটকে অভিনয় করেছিলেন।**
- **১৮৯০ থেকে** তিনি কুষ্টিয়ার শিলাইদহ ও সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে দীর্ঘদিন থাকেন– **বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারি দেখাশোনা করার জন্য।**
- তিনি জমিদারি পরিদর্শনে শাহজাদপুরে আসেন– **১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে।**
- রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ আসেন– **১৮৯২ সালে।**
- তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. পান– **১৯১৩ সালে।**
- তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.লিট. পান– **১৯৩৬ সালে।**
- তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. লাভ করেন– **১৯৪০-এ।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা যান– **১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে।**

সাহিত্যকর্ম

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ– **কবিকাহিনী, কড়ি ও কোমল, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পূরবী, পুনশ্চ, পত্রপুট, জন্মদিনে, শেষ লেখা, উৎসর্গ, আকাশ-প্রদীপ।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত উপন্যাস– **বৌঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩), চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০), ঘরে-বাইরে (১৯১৬), চতুরঙ্গ (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৬), নৌকাডুবি, রাজর্ষি, শেষের কবিতা (১৯২৯), চার অধ্যায় (১৯৩৪), মালঞ্চ (১৯৩৪)।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত নাটক– **চিরকুমার সভা, ডাকঘর, রক্তকরবী, প্রায়শ্চিত্ত, তাসের দেশ, বৈকুণ্ঠের খাতা, কালের যাত্রা।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ– **বিচিত্র প্রবন্ধ, শিক্ষা, শব্দতত্ত্ব, কালান্তর, সভ্যতার সংকট, পঞ্চভূত, মানুষের ধর্ম।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণকাহিনি– **জাপানযাত্রী, রাশিয়ার চিঠি, পথের সঞ্চয়, পারস্যে, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত আত্মজীবনী– **জীবনস্মৃতি (১৯১২), ছেলেবেলা (১৯৪০), আত্মপরিচয় (১৯৪৩)।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস– **চোখের বালি (১৯০৩)।**
- ১৯২৫ সালে প্রকাশিত 'পূরবী' কাব্যটি উৎসর্গ করেন– **ভিক্টোরিয়াকে।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ– **গল্পগুচ্ছ, তিনসঙ্গী, সে, লিপিকা, কৈশোরক।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কাব্যনাটক– **চিত্রাঙ্গদা, বসন্ত, বিদায় অভিশাপ, বিসর্জন, বাল্মীকি প্রতিভা (গীতিনাট্য)।**
- তাঁর প্রথম কবিতাটির নাম ছিল– **হিন্দুমেলার উপহার।**
- প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম– **কবিকাহিনী (১৮৭৮)।**
- দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ– **বনফুল (১৮৮০)।**
- প্রথম প্রকাশিত গীতিনাট্যের নাম– **বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১)**
- প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম– **বৌঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)।**
- 'গীতাঞ্জলি' কাব্য প্রকাশিত হয়– **১৯১০ সালে।**
- 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ Song Offerings প্রকাশিত হয়– **১৯১২ সালে।**
- Song Offerings এর ভূমিকা লেখেন– **ইংরেজ কবি W. B. Yeats.**
- তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ– **শেষ লেখা (১৯৪১)।**
- ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠির সমাহার– **ছিন্নপত্র (১৯১২)।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম– **জীবনস্মৃতি (১৯১২)।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বশেষ গল্পের নাম– **মুসলমানীর গল্প।**
- তিনি কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন– **আট বছর বয়সে।**
- রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় আসেন– **১ম ১৮৯৮ সালে এবং ২য় বার ১৯২৬ সালে।**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বক্তৃতা দেন– **১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি; কার্জন হলে।**
- তাঁর প্রথম বক্তৃতার শিরোনাম ছিল– **The Meaning of Art.**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- তিনি কার্জন হলে দ্বিতীয় বক্তৃতা দান করেন– **১৯২৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি।** **বক্তৃতার শিরোনাম : The Rule of the Giant.**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেসব পত্রিকা সম্পাদনা করেন– **সাধনা (১৮৯৪), ভারতী (১৮৯৮), বঙ্গদর্শন (১৯০১), তত্ত্ববোধিনী (১৯১১)।**
- রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা শুরু করেন– **'পুনশ্চ' কাব্য রচনার মাধ্যমে।**
- 'বনফুল' কাব্য প্রথম রচিত হলেও প্রকাশিত হয়– **১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে।**
- 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক ভেঙে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন– **'পরিত্রাণ' নাটক।**
- তিনি নিজের আঁকা ছবিগুলো সম্পর্কে বলেছেন– **শেষ বয়সের প্রিয়া।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডি. লিট. ডিগ্রি দেওয়ার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন– **এ. এফ. রহমান (প্রথম বাঙালি উপাচার্য)।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯২ সালে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসে রচনা করেন– **'সোনার তরী' কাব্য।**

গল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- 'অপরিচিতা' প্রথম প্রকাশিত হয়– **প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 'সবুজপত্র' পত্রিকার ১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪) কার্তিক সংখ্যায়।**
- 'অপরিচিতা' গল্পটি লেখা হয়েছে– **উত্তম পুরুষের জবানিতে।**
- 'অপরিচিতা' গল্পটি মনস্তাপে ভেঙে পড়া এক ব্যক্তিত্বহীন যুবকের– **স্বীকারোক্তির গল্প, তার পাপস্খালনের অকপট কথামালা।**
- ভাষারীতি – সাধুরীতি।
- দৈর্ঘ্যে বা গুণের হিসেবে– **সাতাশ বছর বয়সের জীবনটা বড় নয়।**
- সাতাশ বছর বয়সের একটু– **বিশেষ মূল্য।**
- অনুপমের আসল অভিভাবক– **মামা।**
- মামাকে ভাগ্য দেবতার প্রধান এজেন্ট বলা হয়েছে– **মতামতের জন্য।**
- 'গজানন' শব্দের অর্থ– **গজ (হাতি) আনন যার/ গণেশ।**
- 'আন্দামান দ্বীপ' যে সাগরের সীমানাভুক্ত– **বঙ্গোপসাগরের।**
- অনুপম তার মামাকে– **ফল্গুর বালির সাথে তুলনা করেছেন।**
- বিনুদার ভাষাটা– **অত্যন্ত আঁট।**
- আমরা যেখানে 'চমৎকার' বলি, সেখানে বিনুদা বলেন– **চলনসই।**
- 'অপরিচিতা' গল্পে 'পণ' বলতে বোঝানো হয়েছে– **প্রতিজ্ঞা।**
- অনুপমের শিক্ষাগত যোগ্যতা– **এম.এ.।**
- ছেলেবেলায় অনুপমের সুন্দর চেহারা নিয়ে পণ্ডিত মশায় তাকে তুলনা করতেন– **শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সঙ্গে।**
- 'না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।' উক্তিটি– **শম্ভুনাথবাবুর।**
- 'ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে' উক্তিটি– **হরিশের।**
- অনুপমের থেকে তার মামা বড়জোর– **ছয় বছরের বড়।**
- 'ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।' এ বক্তব্যে ফুটে উঠেছে– **একজন চমৎকার পাত্রীর বর্ণনা।**
- মামার কাছে মেয়ের চেয়ে বাপের খবরটা– **গুরুতর।**
- অনুপমের মামার মন নরম হলো– **হরিশের সরস রসনার গুণে।**
- 'অপরিচিতা' গল্পে 'বিবাহের ভূমিকা-অংশটা' বলতে বোঝানো হয়েছে– **মেয়ের খোঁজখবর।**
- মামার ধারণা কলিকাতার বাইরে বাকি পৃথিবীটা– **আন্দামান দ্বীপের অন্তর্গত।**
- গল্পের কথকের মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল– **যৌতুক ছাড়াই বিয়ে করার।**
- বিনুদাদা ফিরে এসে মেয়ে সম্পর্কে বললেন– **খাঁটি সোনা বটে।**
- বিয়ে উপলক্ষে কন্যাপক্ষকে আসতে হলো– **কলকাতায়।**
- 'অপরিচিতা' গল্পের কন্যার পিতার নাম– **শম্ভুনাথ সেন।**
- কন্যার পিতা পাত্রকে দেখেন– **বিয়ের তিন দিন পূর্বে।**
- অনুপমের দৃষ্টিতে দেনা-পাওনার বিষয়টি ছিল– **স্থূল।**
- আশ্চর্য পাকা লোক বলে মামা অনুপমদের সংসারে– **প্রধান গর্বের সামগ্রী।**
- মামা অনুপমদের সংসারে– **গর্বের বস্তুহিসেবে গণ্য হন।**
- 'তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না।' এই তিনিটা– **মামা।**
- ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করার ইচ্ছা নেই– **শম্ভুনাথবাবুর।**
- অপমানে মামার মুখ– **লাল হয়ে উঠল।**
- অনুপমের বাবা ওকালতি করে– **প্রচুর টাকা উপার্জন করেছিলেন।**
- অনুপমের বন্ধু হরিশ কাজ করে– **কানপুর।**
- বিয়ের সময় কল্যাণীর বয়স ছিল– **পনেরো।**
- 'অপরিচিতা' গল্পে পণ বিশেষ্যটির পূর্বে– **ধনুক-ভাঙা বিশেষণটি বসেছে।**
- 'অপরিচিতা' গল্পে– **আন্দামান দ্বীপের কথা উল্লেখ আছে।**
- অনুপমের মামা বিশেষ কাজে– **কোন্নগর পর্যন্ত গিয়েছিল।**
- কল্যাণীকে আশীর্বাদের জন্য পাঠানো হয়েছিল– **অনুপমের পিসতুতো ভাই বিনুদাদাকে।**
- অনুপম যখন কল্যাণীর পাশে আসে তখন অনুপমের বয়স– **চব্বিশ।**
- অনুপম তিন বছর ধরে কানপুরে– **কল্যাণীর জন্য অপেক্ষা করছে।**
- 'অপরিচিতা' গল্পের নায়ক অনুপম বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের যুদ্ধ সংলগ্ন সময়ের– **বাঙালি যুবক।**
- ট্রেনের ভেতর আলোর নিচে– **সবুজ রঙের পর্দা টানা।**
- মানুষের মাঝে অন্তরতম এবং অনির্বচনীয় হচ্ছে– **গলার স্বর।**
- স্টেশনের লণ্ঠনটি ছিল– **একচক্ষু।**
- অনুপম যে ক্লাসের টিকিটের আশায় ছিল, যেটায় ভিড় হবে না– **ফার্স্ট ক্লাস।**
- কল্যাণীরা যে ক্লাসের গাড়িতে ছিল– **সেকেন্ড ক্লাসের।**
- কল্যাণীর পক্ষে মাতৃ-আজ্ঞা হলো– **মাতৃভূমি।**
- শম্ভুনাথ সেকরার কাছে– **এক জোড়া এয়ারিং পরখ করতে দিয়েছিল।**
- 'অপরিচিতা' গল্পে যে নদীর উল্লেখ আছে– **ফল্গুনদী।**
- মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা স্বরূপ উপস্থিত হলেন– **অনুপমের মামা।**
- 'দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো।' উক্তিটি– **অনুপমের।**
- 'শিগগির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে।' উক্তিটি– **কল্যাণীর।**
- স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে কল্যাণী– **ইংরেজি ভাষায় কথা বলে।**
- রেলওয়ের কর্মচারীর সঙ্গে কল্যাণী– **হিন্দি ভাষায় কথা বলেছিল।**
- অনুপমের আশীর্বাদ হয় বিবাহের– **তিন দিন পূর্বে।**
- কল্যাণীর বিবাহ না করার কারণ– **মাতৃ-আজ্ঞা।**
- বরযাত্রীর দল দক্ষযজ্ঞের– **পালা সেরে বের হয়ে গেল।**
- শম্ভুনাথবাবু গামছায় বেঁধে– **গহনা নিয়েছিলেন।**
- 'অপরিচিতা' গল্পে যেসব রঙ ও ফুলের কথা উল্লেখ আছে– **রঙ : লাল, সবুজ ও কালো। এবং ফুল : বকুল, রজনীগন্ধা ও শিমুল।**
- 'অপরিচিতা' গল্পে পুরুষ ও মেয়ে চরিত্র সংখ্যা ও নাম– **ছেলে চরিত্র সাতটি (অনুপম, মামা, হরিশ, বিনুদাদা, সেকরা, শম্ভুনাথ, শম্ভুনাথের উকিল বন্ধু)। মেয়ে চরিত্র দুইটি (অনুপমের মা ও কল্যাণী)।**
- 'অপরিচিতা' গল্পে যে যে দেব-দেবীর নাম উল্লেখ আছে– **অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, প্রজাপতি, পঞ্চশর, সরস্বতী।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. অনুপমের বিয়েতে বাড়ির সেকরাকে সঙ্গে আনা হয়েছিল কেন?
Ⓐ বরযাত্রী হিসেবে Ⓑ বাড়ির লোক বলে
Ⓒ গহনা পরখ করতে Ⓓ গাড়ি চালাতে Ans Ⓒ

02. অনুপমের মামার সঙ্গে মা একযোগে হাসলেন কেন?
Ⓐ বিয়ের খবর শুনে Ⓑ পাত্রীপক্ষের দুরবস্থা কল্পনা করে
Ⓒ পাত্রীপক্ষের দুর্দশা দেখে Ⓓ বিয়েতে ছেলের খুশি দেখে Ans Ⓑ

03. বিয়েবাড়িতে প্রবেশ করে কে খুশি হলেন না?
Ⓐ মামা Ⓑ বিনুদাদা Ⓒ হরিশ Ⓓ অনুপম Ans Ⓐ

04. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের বিয়ের আয়োজন কী রকমের ছিল?
Ⓐ সাদামাঠা Ⓑ নিতান্ত মধ্যম রকমের
Ⓒ নিম্নমানের Ⓓ জমকালো Ans Ⓑ

05. 'অপরিচিতা' গল্পে কার মুখে কোনো কথা নেই?
Ⓐ লেখকের Ⓑ কল্যাণীর
Ⓒ শম্ভুনাথের Ⓓ বিনুদাদার Ans Ⓒ

06. 'বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।' উক্তিটি কার?
Ⓐ শম্ভুনাথ বাবুর Ⓑ বিনুদাদার
Ⓒ বিশ্বম্ভর বাবুর Ⓓ অনুপমের মামার Ans Ⓐ

07. 'তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না।' এই তিনিটা কে?
Ⓐ শম্ভুনাথ বাবু Ⓑ অনুপমের মামা
Ⓒ হরিশ Ⓓ বিনুদাদা Ans Ⓑ

08. অনুপমের মামা ধনীর কন্যা পছন্দ করতেন না কেন?
Ⓐ আহ্লাদি হয় বলে Ⓑ মাথা উঁচু করে চলে বলে
Ⓒ অহংকারী বলে Ⓓ রাগী বলে Ans Ⓑ

09. বিয়ের আসরে মামা অনুপমের সামনে কী রূপে অবস্থান করছিলেন?
Ⓐ সংসারের কান্ডারি Ⓑ মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা
Ⓒ একমাত্র অভিভাবক Ⓓ সাক্ষাৎ যমদূত Ans Ⓑ

10. কল্যাণী স্টেশনে খাবারওয়ালাকে ডেকে কী কিনেছিল?
Ⓐ চানাচুর Ⓑ চানা Ⓒ চানা-মুঠ Ⓓ চাটনি Ans Ⓒ

11. অনুপমের মামা বিবাহ সম্বন্ধে কথা তুলতে পারেন না কেন?
Ⓐ অভিমানে Ⓑ কষ্টে
Ⓒ রাগে Ⓓ লজ্জায় Ans Ⓓ

12. 'অপরিচিতা' গল্পের নায়কের কাছে রেলগাড়ির কোন্ ক্লাসের টিকিট ছিল?
Ⓐ সেকেন্ড ক্লাস Ⓑ ফার্স্ট ক্লাসের
Ⓒ ভিআইপি Ⓓ থার্ড ক্লাসের Ans Ⓑ

13. কার চোখের পলক পড়ছিল না?
Ⓐ অনুপমের Ⓑ হরিশের Ⓒ মেয়েটির Ⓓ মায়ের Ans Ⓓ

14. শম্ভুনাথবাবু কোন প্রসঙ্গের আলোচনায় একেবারেই যোগ দিলেন না?
Ⓐ যৌতুকের Ⓑ কৌলিন্যের
Ⓒ ভালো-মন্দের Ⓓ ধন-মানের Ans Ⓓ

15. রেলের কামরার দুটি বেঞ্চ রিজার্ভ করার কথা বলা হয়েছিল কার জন্য?
Ⓐ জমিদার বাবুর Ⓑ জেনারেল সাহেবের
Ⓒ ইংরেজ জেনারেল সাহেবের Ⓓ বড় লাট সাহেবের Ans Ⓒ

16. মেয়ের বাবা পশ্চিমে কী অবস্থায় থাকেন?
Ⓐ রাজার হালে Ⓑ জমিদারের মতো
Ⓒ প্রজার মতো Ⓓ গরিব গৃহস্থের মতো Ans Ⓓ

17. মামার মন ভার হওয়ার পেছনে অন্তর্নিহিত কারণটি হলো—
Ⓐ কৌলিন্যপ্রথা Ⓑ যৌতুকপ্রথা
Ⓒ কন্যার বয়স বেশি হওয়া Ⓓ বর্ণপ্রথা Ans Ⓒ

18. শম্ভুনাথ সেন পেশায় কী ছিলেন?
Ⓐ উকিল Ⓑ মোক্তার
Ⓒ মাস্টার Ⓓ ডাক্তার Ans Ⓓ

19. অনুপম কার নিষেধ অমান্য করে কানপুর এসেছে?
Ⓐ মামার Ⓑ মায়ের Ⓒ মাস্টার Ⓓ বিনুদার Ans Ⓐ

20. অনুপমের হাত জোড়ে মাথা হেঁট করায় কার হৃদয় গলেছে?
Ⓐ মামার Ⓑ মায়ের Ⓒ শম্ভুনাথ বাবুর Ⓓ কল্যাণীর Ans Ⓒ

21. কল্যাণী বিয়ে করবে না কেন?
Ⓐ উচ্চ শিক্ষার জন্য Ⓑ মাতৃ-আজ্ঞায়
Ⓒ লগ্নভ্রষ্ট হওয়ায় Ⓓ বয়স হওয়ায় Ans Ⓑ

22. 'জায়গা আছে' এটি নায়কের জীবনে কী হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে?
Ⓐ চিরজীবনের গানের ধুয়া Ⓑ চিরজীবনের অনির্বাণ আশা
Ⓒ জীবনের অক্ষয় নিদর্শন Ⓓ জীবনের পরম প্রত্যাশা Ans Ⓐ

23. কত বছর ধরে অনুপম কল্যাণীর পাশে অবস্থান করছে?
Ⓐ এক Ⓑ তিন Ⓒ চার Ⓓ পাঁচ Ans Ⓑ

24. বছরের পর বছর অনুপম কোথায় অবস্থান করছে?
Ⓐ মায়ের Ⓑ মামার পাশে
Ⓒ বন্ধুর পাশে Ⓓ কল্যাণীর পাশে Ans Ⓓ

25. 'অপরিচিতা' গল্পে 'হাঁফ' শব্দটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ অর্ধ Ⓑ সংগীতের বিশেষ রাগ Ⓒ হাল্কা Ⓓ দম Ans Ⓓ

26. বিয়ের আসরে অনুপম সম্পর্কে কী প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল?
Ⓐ আদর্শপাত্র Ⓑ কথা বলার মতো সে কেউ না
Ⓒ সুপাত্র Ⓓ মাকাল ফল Ans Ⓑ

27. 'আদমশুমারি' বলতে কী বোঝ?
Ⓐ আদম হাওয়া Ⓑ বিয়ের একটা অংশ
Ⓒ বাহক সংখ্যা Ⓓ লোকগণনা Ans Ⓓ

28. 'খাসা' শব্দটি কোন ভাষা হতে বাংলা ভাষায় এসেছে?
Ⓐ আরবি Ⓑ তুর্কি Ⓒ উর্দু Ⓓ হিন্দি Ans Ⓐ

29. 'মাকাল ফল' কথাটি কোন বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়?
Ⓐ উৎকৃষ্ট ফল Ⓑ গুণহীন Ⓒ জ্ঞানবান Ⓓ জ্ঞানহীন Ans Ⓑ

30. 'গণ্ডূষ' শব্দটির অর্থ কী?
Ⓐ এক কোষ জল Ⓑ এক ঘটি জল
Ⓒ এক কলসি জল Ⓓ এক গ্লাস জল Ans Ⓐ

31. 'দক্ষযজ্ঞ' বলতে 'অপরিচিতা' গল্পে কোনটি বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ বিয়ের বাজনা Ⓑ হট্টগোল
Ⓒ দক্ষের পূজা Ⓓ শিবপূজা Ans Ⓑ

32. গানের যে অংশ দোহাররা বারবার পরিবেশন করে তাকে কী বলে?
Ⓐ লয় Ⓑ অন্তরা Ⓒ স্থায়ী Ⓓ ধুয়া Ans Ⓓ

33. 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনটি?
Ⓐ স্বাধীনচেতা Ⓑ পরমুখাপেক্ষী
Ⓒ দুর্বল ব্যক্তিত্ব Ⓓ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব Ans Ⓓ

34. 'মনু' কে?
Ⓐ মানব Ⓑ রাজা
Ⓒ কবিরাজ Ⓓ ধর্মীয় বিধানদাতা Ans Ⓓ

35. বাংলায় টি.এস. এলিয়টের প্রথম অনুবাদক—
Ⓐ বিষ্ণু দে Ⓑ বুদ্ধদেব বসু
Ⓒ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Ⓓ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত Ans Ⓒ

36. 'অপরিচিতা' গল্পের তাৎপর্যপূর্ণ দিক কোনটি?
Ⓐ নারীর যথাযথ মূল্যায়ন Ⓑ পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতা
Ⓒ পুরুষের আধিপত্য Ⓓ নারী শিক্ষার প্রসার Ans Ⓑ

37. কার রাতে ভালো ঘুম হয় না?
Ⓐ বিনুর Ⓑ কল্যাণীর Ⓒ অনুপমের Ⓓ হরিশের Ans Ⓒ

38. 'অন্নপূর্ণা' বলতে কোন দেবীকে বোঝায়?
Ⓐ শ্যামা Ⓑ সরস্বতী Ⓒ মনসা Ⓓ দুর্গা Ans Ⓓ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

গদ্যাংশ

অধ্যায় ২

বিলাসী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **জন্ম :** শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ (বাংলা : ৩১ ভাদ্র ১২৮৩) হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে।
- **পৈতৃক নিবাস :** মামুদপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
- **পিতা :** মতিলাল চট্টোপাধ্যায়।
- **মাতা :** ভুবনমোহিনী দেবী।
- **ডাকনাম :** ন্যাড়া।
- **ছদ্মনাম :** অনিলা দেবী, অপরাজিতা দেবী, অনুরূপা দেবী, শ্রী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত শর্মা, পরশুরাম (রাজশেখর বসুর ছদ্মনামও পরশুরাম), সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
- **কর্মজীবন/পেশা :** কিছুকাল কলকাতা হাইকোর্টে অনুবাদকের কাজ করেন। পরবর্তীতে জীবিকার তাগিদে ১৯০৩ সালে রেঙ্গুনে গিয়ে বর্মা (বর্তমান মিয়ানমার) রেলওয়ের অডিট অফিসে দুই বছর চাকরি করেন। এরপর ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে বর্মার পাবলিক ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টস অফিসে চাকরি নেন। এখানে দশ বছর চাকরি করেন তিনি। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে বাংলায় চলে আসেন।
- **ডিগ্রি লাভ :** তিনি ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট ডিগ্রি লাভ।
- তাঁর রচনায় মানব চরিত্র ও সমাজ সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়– **সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাবলীল ও মনোরম প্রকাশভঙ্গি।**
- শরৎচন্দ্রের রচনার ভাষা ছিল– **অনাড়ম্বর ও প্রাঞ্জল।**
- তাঁর রচনায় বাস্তবরূপে চিত্রিত হয়েছে– **বাঙালি নারীর সংস্কারাবদ্ধ জীবন, নারীদের প্রতি সামাজিক নির্যাতন এবং সমাজের বৈষম্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।**
- শরৎচন্দ্রের যে উপন্যাস নিয়ে বাংলা ও হিন্দিতে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে– **দেবদাস।**
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি লিখেছেন– **'অনিলা দেবী' ছদ্মনামে।**
- ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল তাঁর– **'পথের দাবী' উপন্যাসটি।**
- শরৎচন্দ্রের আত্মচরিত্রমূলক (আত্মজৈবনিক) শ্রেষ্ঠ উপন্যাস– **শ্রীকান্ত (খণ্ড ৪টি)।**
- তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হয়– **১৯২৬ সালে।**
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান এবং হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন– **১৯২১ সালে।**
- বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কিশোর চরিত্র– **ইন্দ্রনাথ।**
- রাজলক্ষ্মী, ইন্দ্রনাথ, অন্নদা, শ্রীকান্ত যে উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র– **শ্রীকান্ত।**
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম মুদ্রিত রচনার নাম– **মন্দির ছোটগল্প।**
- বাঙালি নারীর প্রতিকৃতি অঙ্কনে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন– **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।**
- শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' গল্পটি প্রকাশিত হয়– **ভারতী পত্রিকায়।**
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের যে শাখায় সবচেয়ে জনপ্রিয়– **উপন্যাস।**
- শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' গল্পটি যে গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত– **ছবি।**
- মেজদিদি গল্পটির প্রধান চরিত্র– **হেমাঙ্গিনী ও কাদম্বিনী।**
- ত্রিভুজ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের– **গৃহদাহ উপন্যাসে (নারী চরিত্র : অচলা)।**
- 'দত্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপ যে নাটকটি– **বিজয়া।**
- 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ যে নাটকটি– **ষোড়শী।**
- 'পল্লী সমাজ' উপন্যাসের নাট্যরূপ যে নাটকটি– **রমা।**

সাহিত্যকর্ম

- **উপন্যাস :** বড়দিদি, বিরাজ বৌ ও দত্তা ষড়যন্ত্র করে বামুনের মেয়েকে চরিত্রহীন বললে শ্রীকান্ত ও পরিণীতার মধ্যে গৃহদাহ শুরু হয়ে যায়। পরবর্তীতে দেবদাস শেষের পরিচয়ের চন্দ্রনাথকে দেনাপাওনার বিষয়ে পল্লীসমাজের পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে শেষ প্রশ্ন করে বৈকুণ্ঠের উইল সম্পর্কে জানতে পারে।
- **ছোটগল্প :** মন্দির, বিলাসী ও অনুরাধা রামের সুমতী পাবার আশায় বিন্দুর ছেলে মহেশকে নিয়ে অভাগীর স্বর্গে গেল।
- **প্রবন্ধ :** স্বদেশ ও সাহিত্য প্রবন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর তরুণের বিদ্রোহের মূল বিষয় ছিল স্বরাজ সাধনায় নারী এবং ভবিষ্যৎ বঙ্গ সাহিত্যে নারীর মূল্য।
- **নাটক :** ষোড়শী (১৯২৮, 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ), রমা (১৯২৮, 'পল্লী সমাজ' উপন্যাসের নাট্যরূপ), বিজয়া (১৯৩৫, 'দত্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপ)।

গল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **উৎস :** শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিলাসী' গল্পটি 'ছবি' (১৯২০) গল্পগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। এই গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ) বৈশাখ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
- **সারসংক্ষেপ :** 'বিলাসী' গল্পটি 'ন্যাড়া' নামের এক যুবকের জবানিতে বিবৃত হয়েছে। গল্পের কাহিনিতে শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। 'বিলাসী' গল্পে ব্যতিক্রমধর্মী দুই মানব-মানবীর চরিত্রের অসাধারণ প্রেমের মহিমা বর্ণিত হয়েছে, যা জাতিগত বিভেদের সংকীর্ণ সীমা ছাপিয়ে উঠেছে। গল্পে সংঘটিত একের পর এক ঘটনা এবং বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সংঘাতের মাধ্যমেই কাহিনি অগ্রসর হয়। ঘটনার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে কাহিনিতে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। 'বিলাসী' গল্পের প্রধান চরিত্র কর্মনিপুণ, বুদ্ধিমতী ও সেবাব্রতী বিলাসী শরৎসাহিত্যের অন্যান্য উজ্জ্বল নায়িকাদের মতোই একজন। যে প্রেমের জন্যে নির্দ্বিধায় বেছে নিয়েছে স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ আর তার প্রেমের মহিমাময় আলোয় ধরা পড়েছে সমাজের অনুদারতা ও রক্ষণশীলতা, জীবনের নিষ্ঠুর ও অশুভ চেহারা।
- **কথক বা বর্ণনাকারীর অবস্থান :** লেখক কোন অবস্থান থেকে কাহিনি বলছেন, সেটা অনেক সময় কাহিনি বর্ণনায় ভূমিকা পালন করে। লেখক সর্বদর্শী অবস্থান থেকেও কাহিনি বর্ণনা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি সবগুলো চরিত্র ও ঘটনা নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে বর্ণনা করেন। যেমনটি দেখা যায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু' উপন্যাস এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাসি-পিসি' গল্পে। পক্ষান্তরে গল্পটি উত্তম পুরুষের ভাষ্যেও বর্ণিত হতে পারে। এক্ষেত্রে গল্পে আমি, আমাকে ইত্যাদি সর্বনাম এসে যায়। এরকম ক্ষেত্রে কখনো-কখনো লেখক নিজেই কাহিনির একটা চরিত্রের ভূমিকা নেন, হয়ে ওঠেন কথক। 'বিলাসী' গল্পে লেখক সেই ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বর্তমান সংকলনের 'অপরিচিতা, আহ্বান ও তাজমহল'- গল্পে উত্তম পুরুষের ভাষ্য গৃহীত হয়েছে।
- **পটভূমি ও পারিপার্শ্বিকতা :** গল্পের ক্ষেত্রে পটভূমি বিবেচনাও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন 'হৈমন্তী' গল্পটির পটভূমিতে রয়েছে কেবল একটি পারিবারিক পরিমণ্ডল। পক্ষান্তরে 'বিলাসী' গল্পের পটভূমিতে রয়েছে এই শতকের প্রথম দিককার পল্লিগ্রামের হিন্দুসমাজ। ছোটগল্পের পটভূমির গুরুত্ব বুঝতে হলে গল্পের বিষয়বস্তু ও তাৎপর্য বোঝার ক্ষেত্রে স্থানিক ও কালিক পটভূমি সম্পর্কে জানা জরুরি।
- **প্রথম লাইন–** পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই।
- **শেষ লাইন–** আমি শুধু এই বলিব যে, বড়লোকের নন্দগোপালটির মতো দিবারাত্রি চোখে চোখে এবং কোলে কোলে রাখিলে যে সে বেশটি থাকিবে, তাহাতে কোনোই সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মত বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মতো দু-এক পা হাঁটিতে দিলেই প্রায়শ্চিত্ত করার মত পাপ হয় না।
- **ভাষারীতি :** সাধুরীতি।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

০১. বিলাসী

- 'তাহার বয়স আঠারো কী আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না' কে কার সম্পর্কে বলেছে- **গল্পকথক ন্যাড়া বিলাসীকে লক্ষ্য করে।**
- বিলাসীর সাথে ন্যাড়ার প্রথম সংলাপ- **রাস্তা পর্যন্ত তোমায় রেখে আসবো কি?**
- 'যাক, তাহার দুঃখের কাহিনী আর বাড়াইব না' যার দুঃখের কাহিনি- **বিলাসীর।**
- 'ঠাকুর এসব ভয়ঙ্কর জানোয়ার, একটু সাবধানে নাড়াচাড়া করো' উক্তিটি- **ন্যাড়ার প্রতি বিলাসীর।**
- 'বাবুরা, আমাকে একটি বার ছেড়ে দাও আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল-কুকুরে খেয়ে যাবে, রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না' উক্তিটি- **বিলাসীর।**
- 'দেখ এমন করে মানুষ ঠকায়ো না'। উক্তিটি- **বিলাসীর।**
- 'মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল তারপরে একেবারে চুপ করিয়া গেল' এই মেয়েটি- **বিলাসী।**
- 'আমার মাথার দিব্যি রইল, এসব তুমি আর কখনও কোরো না' কে কাকে দিব্যি দিল এবং উক্তিটি কোন গল্পের- **বিলাসী ন্যাড়াকে এবং 'বিলাসী' গল্পের।**
- 'তুমি না আগলালে সে রাত্রিতে তারা আমায় মেরে ফেলতো।' কে কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে- **ন্যাড়ার প্রতি বিলাসী।**
- 'বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকা দিয়াছে জানো?' উক্তিটি- **বিলাসীর।**
- 'একলা যেতে ভয় করবে না তো?' কে, কাকে এ কথা বলেছে- **বিলাসী, ন্যাড়াকে।**

০২. মৃত্যুঞ্জয়

- বাপ-মা, ভাই-বোন কেহই ছিল না, ছিল শুধু গ্রামের এক প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান, আর তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পোড়োবাড়ি, আর ছিল জ্ঞাতি খুড়া' কার সম্পর্কে বলা হয়েছে- **মৃত্যুঞ্জয়।**
- 'আমাদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝেই স্কুলের পথে দেখা হইত' ন্যাড়ার ভাষ্যমতে ছেলেটি- **মৃত্যুঞ্জয়।**
- "অন্ন পাপ বাপ রে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে?" কার সম্পর্কে বলা হয়েছে- **মৃত্যুঞ্জয় সম্পর্কে।**
- 'তাহার হাতের উল্টা পিঠ দিয়া ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছিল' এখানে কার হাতের কথা বলা হয়েছে- **মৃত্যুঞ্জয়ের।**
- 'সে তাহার নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য, সুতরাং মন্তলোক' উক্তিটি কে কার সম্পর্কে করেছেন- **মৃত্যুঞ্জয় সম্পর্কে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।**
- 'কাগজ তো ইঁদুরেও আনতে পারে' বিলাসী গল্পে –এই উক্তিটি- **মৃত্যুঞ্জয়ের।**
- অকালকুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে' উক্তিটি- **মৃত্যুঞ্জয় সম্পর্কে করা হয়েছে।**
- 'সবাই করে- এত দোষ কী?' উক্তিটি- **মৃত্যুঞ্জয়ের।**
- 'এরা যে বলে একটাই এসে ঢুকেছে। একটাই দেখতে পাওয়া গেছে' উক্তিটি- **মৃত্যুঞ্জয়ের।**
- জাত বিসর্জন দিয়ে একেবারে পুরোদস্তুর সাপুড়ে হয়ে গেছে কে? - মৃত্যুঞ্জয়।

০৩. ন্যাড়া/লেখক

- 'যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়।' উক্তিটি- **গল্পকথকের (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।**
- 'সাপের বিষ যে বাঙালির বিষ নয় তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম' উক্তিটির লেখকের নাম- **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।**
- 'স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম' উক্তিটি- **ন্যাড়ার।**
- 'বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করতে পারলাম না' উক্তিটি- **ন্যাড়ার।**
- ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মত।' উক্তিটি- **ন্যাড়ার।**
- "কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, বয়স যাই হোক, খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই।" কে কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে- **বিলাসীর প্রতি ন্যাড়ার উক্তি।**
- "টিকিয়া থাকা চরম সার্থকতা নয় এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে।" উক্তিটি- **লেখকের।**
- "অন্দরের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?" উদ্ধৃতাংশটির রচয়িতা- **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।**

০৪. ন্যাড়ার আত্মীয়

- "দুঃখটা তাহার তুচ্ছ করিয়া দেখানও আমার উদ্দেশ্য নহে।" উক্তিটি ন্যাড়া যার সম্পর্কে করেছে- **জনৈক আত্মীয়া সম্পর্কে।**
- "ওরে বাপরে! আমি একলা থাকতে পারব না।" উক্তিটি- ন্যাড়ার এক আত্মীয়ার।
- 'তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছে, তখন সরকারের কী?' এখানে সহমরণে যেতে চাচ্ছে- ন্যাড়ার এক আত্মীয়া।
- "হোক কাজ, তুমি বসো।" উক্তিটি কোন রচনার এবং কার- **বিলাসী রচনার ন্যাড়ার আত্মীয়ার উক্তি।**
- "তাহাদের ঘরে কী স্ত্রী নাই? তাহারা কী পাষাণ?" জিজ্ঞাসা কার- **ন্যাড়ার আত্মীয়ের।**

০৫. জ্ঞাতি খুড়া

- 'গেল, গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল' উক্তিটি- **মৃত্যুঞ্জয়ের খুঁড়ার।**
- 'গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে তো বনে গিয়া বাস করিলেই ত হয়।' উক্তিটি- **মৃত্যুঞ্জয়ের জ্ঞাতি খুড়ার।**
- "না পেলে এক ফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হল একটা ভূজ্যি উচ্ছুগ্যু।" উক্তিটি- **জ্ঞাতি খুড়ার।**

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. প্রত্যেক সদ্ব্রাহ্মণের হাতে কী দেওয়া হয়েছিল?
Ⓐ একটি কাঁসার বাটি Ⓑ একটি কাঁসার থালা
Ⓒ একটি কাঁসার গেলাস Ⓓ একটি কাঁসার জগ **Ans C**

02. কায়স্থের ছেলে মৃত্যুঞ্জয় জাত বিসর্জন দিয়ে কত বছরের মধ্যে পুরোদস্তুর সাপুড়ে হয়ে ওঠে?
Ⓐ এক বছর Ⓑ দুই বছর
Ⓒ তিন বছর Ⓓ চার বছর **Ans A**

03. মৃত্যুঞ্জয় কীসের লোভ সামলাতে পারত না?
Ⓐ খাবারের Ⓑ নগদ টাকার
Ⓒ মাছের Ⓓ মিষ্টির **Ans B**

04. বিলাসী শাস্ত্রমতে কোথায় গিয়েছে?
Ⓐ স্বর্গে Ⓑ যমালয়ে
Ⓒ নরকে Ⓓ দেবালয়ে **Ans C**

05. মৃত্যুঞ্জয় কার কাছ থেকে মন্ত্রৌষধি পেয়েছিল?
Ⓐ বিলাসীর কাছ থেকে Ⓑ শ্বশুরের কাছ থেকে
Ⓒ ঠাকুরের কাছ থেকে Ⓓ বই পড়ে **Ans B**

06. মৃত্যুঞ্জয়ের বাগানের অর্ধেক অংশ কে নিজের বলে দাবি করত?
Ⓐ খুড়া Ⓑ ন্যাড়া
Ⓒ সাপুড়ে Ⓓ ভূদেব বাবু **Ans A**

07. 'বিলাসী' গল্পে ন্যাড়া তার এক আত্মীয়ের কাহিনি উল্লেখ করে কী বোঝাতে চেয়েছেন?
Ⓐ স্বামীর গুরুত্ব Ⓑ প্রেমের মহিমা
Ⓒ স্বেচ্ছাচারিতা Ⓓ মেকি স্বামীপ্রেম **Ans D**

08. 'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয় প্রসঙ্গে 'সুনাম' কথাটি দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ দুর্নাম Ⓑ সম্মান Ⓒ খ্যাতি Ⓓ প্রতাপ **Ans A**

09. মৃত্যুঞ্জয় কোন বংশের ছেলে?
Ⓐ মালো Ⓑ মিত্তির Ⓒ দত্ত Ⓓ আচায **Ans B**

10. কোন উক্তিটির মাধ্যমে বিলাসীর আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশিত হয়েছে?
Ⓐ আমরা কেন মিছামিছি লোক ঠকাতে যাই
Ⓑ এসব তুমি আর কখনও কোরো না
Ⓒ বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকা দিয়েছে জানো
Ⓓ বাবুরা আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও **Ans C**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

11. বিলাসীকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনে কী কারণ ছিল?
Ⓐ অন্যায়ের শাস্তি প্রদান Ⓑ মানসিক সংকীর্ণতা
Ⓒ মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে শত্রুতা Ⓓ ধর্মীয় নির্দেশ পালন **Ans B**

12. সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা কোনটি?
Ⓐ সাপ ধরা Ⓑ বিষ ছাড়ানো Ⓒ শিকড় বিক্রি Ⓓ খেলা দেখানো **Ans C**

13. 'একলা যেতে ভয় করবে না তো?' উক্তিটি কার?
Ⓐ ন্যাড়ার Ⓑ মৃত্যুঞ্জয়ের Ⓒ আত্মীয়ার Ⓓ বিলাসীর **Ans D**

14. কার গোখরো সাপ পোষার শখ ছিল?
Ⓐ ন্যাড়ার Ⓑ বিলাসীর Ⓒ বুড়া মালোর Ⓓ মৃত্যুঞ্জয়ের **Ans A**

15. খরিশ গোখরোটি ধরতে মৃত্যুঞ্জয়ের কত সময় লেগেছিল?
Ⓐ মিনিট তিনেক Ⓑ মিনিট পাঁচেক
Ⓒ মিনিট সাতেক Ⓓ মিনিট দশেক **Ans D**

16. মৃত্যুঞ্জয় নামটি কীভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো?
Ⓐ মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর ফলে Ⓑ অসুস্থতা থেকে বাঁচার ফলে
Ⓒ মৃত্যুঞ্জয়কে সাপে কাটার ফলে Ⓓ বিলাসীকে বিয়ে করার ফলে **Ans A**

17. বিলাসীর আত্মহত্যাটা পরিহাসের বিষয় হলো কেন?
Ⓐ বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়ের জন্য আত্মহত্যা করেছে বলে
Ⓑ বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে ছিল বলে Ⓒ মৃত্যুঞ্জয় অন্নপাপ করেছিল বলে
Ⓓ সমাজ ভালোবাসার মূল্য দিতে জানে না বলে **Ans D**

18. মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়া কর্তৃক মৃত্যুঞ্জয়ের দুর্নাম অধিক হারে প্রচারের উদ্দেশ্য কী ছিল?
Ⓐ মৃত্যুঞ্জয়কে সৎপথে ফিরিয়ে আনা Ⓑ ধর্মীয় বিধিবিধান সুপ্রতিষ্ঠিত করা
Ⓒ মৃত্যুঞ্জয়ের যাবতীয় সম্পত্তি লাভ করা Ⓓ চৌদ্দ পুরুষের জাত রক্ষা করা **Ans C**

19. বিলাসীর আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে-
Ⓐ ভালোবাসার পরাজয় Ⓑ ভালোবাসার জয়
Ⓒ সমাজের জয় Ⓓ সমাজের পরাজয় **Ans B**

20. 'বিলাসী' গল্পের লেখক কেন্দ্রীয় চরিত্রের কোন দিকটিকে প্রধানরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন?
Ⓐ মানবতাবোধ Ⓑ সেবাপরায়ণতা
Ⓒ প্রেমের মহিমা Ⓓ চারিত্রিক দৃঢ়তা **Ans C**

21. ন্যাড়া কী দেখে বুঝতে পারল যে, মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসী সুখে আছে?
Ⓐ তাদের জীবনপ্রণালি দেখে Ⓑ তাদের বিত্ত-বৈভব দেখে
Ⓒ তাদের কথাবার্তা দেখে Ⓓ তাদের মুখে প্রসন্নতা দেখে **Ans D**

22. মৃত্যুঞ্জয় সাপুড়ে জীবন গ্রহণ করল কেন?
Ⓐ বিলাসীকে বিয়ে করার কারণে Ⓑ সাপ ধরা তার শখ ছিল বলে
Ⓒ সাপুড়ে জীবন ভালো লাগত বলে Ⓓ গ্রামছাড়া হয়েছিল বলে **Ans A**

23. সাপের সংখ্যা যে একাধিক কে এমন ধারণা করেছিল?
Ⓐ মৃত্যুঞ্জয় Ⓑ বিলাসী Ⓒ ন্যাড়া Ⓓ গোয়ালা **Ans B**

24. সাপে কামড়ানোর কত মিনিট পর মৃত্যুঞ্জয় বমি করল?
Ⓐ আট-দশ মিনিট পর Ⓑ দশ-বারো মিনিট পর
Ⓒ চৌদ্দ-পনের মিনিট পর Ⓓ পনেরো-কুড়ি মিনিট পর **Ans D**

25. 'বিলাসী' কেন আত্মহত্যা করেছিল?
Ⓐ স্বামীর শোকে Ⓑ প্রতিবাদস্বরূপ
Ⓒ নিন্দার ভয়ে Ⓓ অভিমান করে **Ans A**

26. 'আমি তার গায়ে হাত দিতে পারি নাই' ন্যাড়া বিলাসীর গায়ে হাত দিতে না পারার কারণ কী?
Ⓐ শক্তি নেই বলে Ⓑ মৃত্যুঞ্জয়ের নিষেধ বলে
Ⓒ পাপ কাজ বলে Ⓓ বিবেকের তাড়নায় **Ans D**

27. ন্যাড়া কতদিন সন্ন্যাস জীবন যাপন করেছিল?
Ⓐ বছরখানেক Ⓑ বছর দুয়েক
Ⓒ বছর তিনেক Ⓓ বছর চারেক **Ans A**

28. 'কলি কি সত্যিই উল্টাইতে বসিল?' উক্তিটি কার?
Ⓐ মৃত্যুঞ্জয়ের Ⓑ ন্যাড়ার Ⓒ বিলাসীর Ⓓ খুড়ার **Ans D**

29. 'বিলাসী' গল্পে তৎকালীন সমাজের কোন দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে?
Ⓐ জাতিভেদ প্রথা Ⓑ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি
Ⓒ নিষ্ঠুরতা Ⓓ পরোপকারী **Ans A**

30. 'বিলাসী' গল্পের রক্ষণশীল সমাজের পরিচয় কোন চরিত্রের মধ্যে ফুটে ওঠেছে?
Ⓐ মৃত্যুঞ্জয় Ⓑ ন্যাড়া Ⓒ বিলাসী Ⓓ খুড়া **Ans D**

গদ্যাংশ অধ্যায় ৩

আমার পথ
কাজী নজরুল ইসলাম

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কাজী নজরুল ইসলাম ২৪ মে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল)- **বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা : কাজী ফকির আহমেদ, মাতা : জাহেদা খাতুন।**
- কাজী নজরুল ইসলামের ডাকনাম- **দুখু মিয়া।**
- কাজী নজরুল ইসলামের ছদ্মনাম- **ধূমকেতু, ব্যাঙাচি।**
- কাজী নজরুল প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন- **গ্রামের মক্তব থেকে।**
- তিনি বাংলা সাহিত্যে- **'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে সমধিক পরিচিত।**
- সত্য প্রকাশের দুরন্ত সাহস নিয়ে নজরুল আমৃত্যু- **সকল অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার, প্রতিবাদী।**
- বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম কীভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন- **এক হাতে বাঁশি আরেক হাতে রণতূর্য নিয়ে।**
- তিনি ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে সেনাবাহিনীর- **৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগ দেন।**
- নজরুলের সাহিত্যজীবনের সূচনা হয়- **করাচি।**
- কাজী নজরুল ইসলাম দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন- মাত্র তেতাল্লিশ (১৯৪২ সালের ১০ অক্টোবর) বছর বয়সে।
- স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে- **১৯৭২ সালের ২৪ মে তাঁকে সপরিবারে বাংলাদেশে আনা হয়।**
- কাজী নজরুল ইসলাম গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন- **দশ বছর বয়সে।**
- তাঁর সম্পাদনায় অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম- **ধূমকেতু (১৯২২)।**
- কাজী নজরুল ইসলাম বারো বছর বয়সে লেটোর দলে যোগ দিয়ে যে ধরনের গান রচনা করতেন- **পালাগান।**
- কাজী নজরুল ইসলাম আসানসোলে এক রুটির দোকানে চাকরি নেন- **মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে।**
- তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়- **১৯৭৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারিতে (মৃত্যুর ছয় মাস আগে)।**
- কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় সংবর্ধনা দেওয়া হয়- **১৯২৯ এর ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার অ্যালবার্ট হলে।**
- কাজী নজরুল ইসলামকে প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলকাতার অ্যালবার্ট হলে সভাপতির ভাষণে আখ্যায়িত করেন- **প্রতিভাবান বাঙালি কবি হিসেবে।**
- তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম (আকদ হিসেবে)- **সৈয়দা খাতুন (নার্গিস)।**
- তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম- **আশালতা সেনগুপ্ত (প্রমীলা)।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIC
CamScanner

গদ্যাংশ অধ্যায় ৪

মানব-কল্যাণ
আবুল ফজল

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **জন্ম** : আবুল ফজলের জন্ম ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা জুলাই চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায়। পিতা : ফজলুর রহমান।
- **শিক্ষাজীবন** : চট্টগ্রাম সরকারি নিউ স্কিম মাদ্রাসা থেকে মেট্রিক (১৯২৩)।
- **সাহিত্যকীর্তি** : আবুল ফজল মূলত চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক। অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ, স্বদেশ ও ঐতিহ্যপ্রীতি, মানবতা ও শুভবোধ তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এছাড়া জাতির বিভিন্ন সংকট ও ক্রান্তিলগ্নে তাঁর নির্ভীক ভূমিকার জন্য তিনি 'জাতির বিবেক' বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।
- **পুরস্কার/ সম্মাননা** : উপন্যাসে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬২), প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার (১৯৬৩) ও 'রেখাচিত্র' গ্রন্থের জন্য আদমজী পুরস্কার (১৯৬৬), নাসিরুদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৮০) লাভ করেন। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।
- **বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠা** : আবুল ফজল সমাজ ও সমকাল সচেতন সাহিত্যিক এবং প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী হিসেবে সমধিক খ্যাত। ছাত্রজীবনেই যুক্ত হন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে; এবং অন্যদের সাথে প্রতিষ্ঠা করেন মুসলিম সাহিত্য সমাজ (১৯২৬)। সমাজের কর্ণধার হিসেবে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন গড়ে তোলেন, যার মূলকথা ছিল, 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।
- তিনি কর্মজীবন শুরু করেছেন– **স্কুল শিক্ষক হিসেবে।**
- তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন– **সমাজ ও সমকাল-সচেতন সাহিত্যিক ও প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী হিসেবে।**
- তিনি মন্ত্রীর পদমর্যাদায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন– **১৯৭৭ সালের ২৩ জুন পর্যন্ত।**
- তিনি অন্যদের সাথে প্রতিষ্ঠা করেন– **মুসলিম সাহিত্য সমাজ (১৯২৬)।**
- তাঁর প্রবন্ধে গভীর ও স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়– **সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে।**
- তিনি ছাত্রজীবনে যে আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন– **বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন।**
- তিনি যে আখ্যা লাভ করেছিলেন– **মুক্তবুদ্ধির চির সজাগ প্রহরী।**
- সাহিত্যচর্চায় অসাধারণ অবদানের জন্য তিনি *স্বাধীনতা পুরস্কার* পান– **২০১২ সালে।**
- তিনি *প্রেসিডেন্ট প্রাইড অফ পারফরম্যান্স সাহিত্য* পুরস্কার লাভ করেন– **১৯৬৩ সালে।**
- **শিখা** পত্রিকার ৫ম সংখ্যা সম্পাদনা করেন– **আবুল ফজল।**
- স্বদেশপ্রীতি, অসাম্প্রদায়িক জীবন চেতনা, সত্যনিষ্ঠা, মানবতা ও কল্যাণবোধ– **আবুল ফজলের সাহিত্যকর্মের মূল প্রতিপাদ্য।**
- রবীন্দ্রনাথের গান পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থি এই বক্তব্য উপস্থাপন করে পাকিস্তান সরকার রেডিও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে– **আবুল ফজল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।**
- আবুল ফজলের পিতা ফজলুর রহমান ছিলেন– **চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদের ইমাম।**

সাহিত্যকর্ম

- **উপন্যাস** : রাঙা প্রভাতে প্রদীপ ও পতঙ্গ চৌচির হয়ে গেল।
- **গল্পগ্রন্থ** : মৃতের আত্মহত্যার কথা শুনে মাটির পৃথিবী শ্রেষ্ঠ গল্প নির্বাচিত হলো।
- **প্রবন্ধ** : লেখক তাঁর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বিচিত্র কথা লিখেছেন। লিখেছেন তাঁর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা, মানবতন্ত্র, সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন এবং সমকালীন চিন্তা নিয়ে।
- **নাটক** : প্রগতি স্বয়ম্বরা অনুষ্ঠানে কায়েদে আজমকে বরমাল্য পরালেন।
- **আত্মকাহিনি/দিনলিপি** : রেখা (রেখাচিত্র) তার রোজনামচায় (লেখকের রোজনামচা) দুর্দিনের দিনলিপি লিখেছে।

গল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **উৎস** : আবুল ফজল ১৯৭২ সালে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রবন্ধটি প্রথমে 'মানবতন্ত্র' গ্রন্থে সংকলিত হয়।
- **সারসংক্ষেপ** : 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধে লেখক মানব-কল্যাণ ধারণাটির তাৎপর্য বিচারের চেষ্টা করেছেন। প্রাবন্ধিকের ভাষায়, 'একমুষ্টি ভিক্ষা দেওয়াকেও আমরা মানব-কল্যাণ মনে করে থাকি। মনুষ্যত্ববোধ আর মানব-মর্যাদাকে যে এতে ক্ষুণ্ন করা হয় তা সাধারণত উপলব্ধি করা হয় না।' সাধারণভাবে অনেকে দুস্থ মানুষকে করুণাবশত দান-খয়রাত করাকে মানব-কল্যাণ মনে করেন। কিন্তু লেখকের মতে, এমন ধারণা খুবই সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক। আবুল ফজলের মতে, মানব-কল্যাণ হলো মানুষের সার্বিক মঙ্গলের প্রয়াস। এ কল্যাণের লক্ষ্য সকল অবমাননাকর অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় মানুষের উত্তরণ ঘটানো। শক্তি প্রয়োগ বা সামরিক শাসন দিয়ে মানুষকে তাঁবেদার কিংবা চাটুকার বানাতে পারা যায় কিন্তু মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সব ধর্ম আর ধর্ম প্রবর্তকেরা বারংবার নির্দেশ দিয়েছেন মানুষের ভালো করো, মানুষের কল্যাণ করো, সুখ-শান্তি দান করো। লেখকের বিশ্বাস, মুক্তবুদ্ধির সহায়তায় পরিকল্পনামাফিক পথেই কল্যাণময় পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। আর তা করা হলেই মানব-কল্যাণ হয়ে উঠবে মানব-মর্যাদার সহায়ক।
- **প্রথম লাইন**– মানব-কল্যাণ– এ শিরোনাম আমার দেওয়া নয়।
- **শেষ লাইন**– তা করা হলেই মানব-কল্যাণ হয়ে উঠবে মানব-মর্যাদার সহায়ক।
- **ভাষারীতি** : চলিত রীতি।

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'ওপরের হাত সব সময় নিচের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ' কথাটি কে বলেছিলেন?
Ⓐ আবুল ফজল Ⓑ ইসলামের নবি Ⓒ গৌতম বুদ্ধ Ⓓ জনৈক ঋষি **Ans B**

02. 'নিচের হাত' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?
Ⓐ পরোপকারী Ⓑ মহৎ হৃদয় Ⓒ গ্রহীতা Ⓓ দাতা **Ans C**

03. 'ওপরের হাত' বলতে কাকে বুঝিয়েছেন?
Ⓐ মহৎ হৃদয়কে Ⓑ গ্রহীতাকে Ⓒ দাতাকে Ⓓ শুভাকাঙ্ক্ষীকে **Ans C**

04. দান বা ভিক্ষা গ্রহণকারীর মাঝে কোনটি প্রতিফলিত হয়?
Ⓐ বিষণ্ণতা Ⓑ সততা Ⓒ মৌনতা Ⓓ দীনতা **Ans D**

05. ভিক্ষা গ্রহণকারীর দীনতা কোথায় প্রতিফলিত হয়?
Ⓐ মুখমণ্ডলে Ⓑ অন্তর মাঝে Ⓒ সর্ব অবয়বে Ⓓ হৃদয়ের গভীরে **Ans C**

06. ভিক্ষা গ্রহণকারীর দীনতা প্রতিফলিত অবস্থাকে লেখক কী বলে অভিহিত করেছেন?
Ⓐ নির্মোহ Ⓑ সাদামাটা Ⓒ নগণ্য Ⓓ বীভৎস **Ans D**

07. মনুষ্যত্ব আর মানব-মর্যাদার দিক থেকে অনুগ্রহকারী আর অনুগৃহীতের মধ্যে পার্থক্য কেমন?
Ⓐ আকাশ-পাতাল Ⓑ সামান্য Ⓒ সীমাহীন Ⓓ নগণ্য **Ans A**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

08. কোনটি জাতির যৌথ জীবন আর যৌথ চেতনার প্রতীক?
Ⓐ জনগণ Ⓑ পরিবার
Ⓒ সমাজ Ⓓ রাষ্ট্র Ans Ⓓ

09. জাতিকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে তোলা কার দায়িত্ব?
Ⓐ রাষ্ট্রের Ⓑ জনগণের
Ⓒ সরকারের Ⓓ প্রত্যেকের Ans Ⓐ

10. 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধানুসারে রাষ্ট্রের বৃহত্তর দায়িত্ব কোনটি?
Ⓐ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা
Ⓑ জাতীয় রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানো
Ⓒ জাতিকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে তোলা
Ⓓ জাতির অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা Ans Ⓒ

11. লেখকের মতে, কখন রাষ্ট্র আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়?
Ⓐ যখন রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পায়
Ⓑ যখন জনগণ তাদের আত্মগৌরব বিস্মৃত হয়
Ⓒ যখন বিদেশি পণ্য আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে
Ⓓ যখন হাতপাতা আর চাটুকারিতাকে প্রশ্রয় দেয় Ans Ⓓ

12. লেখক কোন কাজকে মানব-কল্যাণ বলে মনে করেন না?
Ⓐ করুণার বশবর্তী হয়ে দান-খয়রাতকে Ⓑ অপরকে সাহায্য সহযোগিতাকে
Ⓒ অপরের ব্যথায় ব্যথিত হওয়াকে Ⓓ পরের কল্যাণে ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগকে Ans Ⓐ

13. কীভাবে মনুষ্যত্ববোধ ও মানব-মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়?
Ⓐ মানব-কল্যাণের প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পারায়
Ⓑ অসহায়কে একমুষ্টি ভিক্ষা না দেওয়ায়
Ⓒ বেশি বেশি দান-খয়রাত না করায়
Ⓓ অধিক পরিমাণে সম্পদ সঞ্চিত করে রাখায় Ans Ⓐ

14. লেখকের মতে, একটি রাষ্ট্র কীভাবে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করতে পারে?
Ⓐ হাতপাতা বা চাটুকারিতাকে প্রশ্রয় না দেওয়ার মাধ্যমে
Ⓑ রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে
Ⓒ বিদেশি পণ্য আমদানির মাধ্যমে
Ⓓ দেশের জনগণকে আত্মমর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে Ans Ⓐ

15. অনুগ্রহকারী এবং অনুগৃহীতের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত কেন?
Ⓐ সম্পর্কহীন হওয়ায় Ⓑ আপাত সাদৃশ্য থাকায়
Ⓒ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বলে Ⓓ তাৎপর্যহীন বলে Ans Ⓒ

16. করুণার বশবর্তী হয়ে দান-খয়রাতের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কী?
Ⓐ মনুষ্যত্বের উন্নয়ন Ⓑ মনুষ্যত্বের বিকাশ
Ⓒ মানব-মর্যাদা বৃদ্ধি Ⓓ মনুষ্যত্বের অবমাননা Ans Ⓓ

17. 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধে বর্ণিত ভিক্ষুক কার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছিল?
Ⓐ প্রাবন্ধিকের কাছে Ⓑ ইসলামের নবির কাছে
Ⓒ জনৈক ধনী ব্যক্তির কাছে Ⓓ একজন ব্যবসায়ীর কাছে Ans Ⓑ

18. নবি ভিক্ষুককে কী কিনে দিয়েছিলেন?
Ⓐ অর্থ Ⓑ গরু
Ⓒ কাপড় Ⓓ কুড়াল Ans Ⓓ

19. মানুষকে কোন পথে বেড়ে উঠতে হবে?
Ⓐ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নের পথে Ⓑ মানবিক বৃত্তি বিকাশের পথে
Ⓒ সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের পথে Ⓓ রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের পথে Ans Ⓑ

20. ইসলামের নবি ভিক্ষুককে কুড়াল কিনে দিয়েছিলেন কেন?
Ⓐ পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জনের জন্য
Ⓑ শ্রমজীবী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য
Ⓒ কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহের জন্য
Ⓓ আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য Ans Ⓓ

21. লেখকের মতে, সমস্যা যত বড় আর যত ব্যাপকই হোক না কেন, কীভাবে তার মোকাবিলা করতে হবে?
Ⓐ দলগতভাবে Ⓑ পরিকল্পিতভাবে
Ⓒ সমষ্টিগতভাবে Ⓓ সাহস ও বুদ্ধিমত্তার সাথে Ans Ⓓ

22. সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামিমুক্ত উদার মানসিকতার চর্চাকে কী বলে?
Ⓐ মুক্তবুদ্ধি Ⓑ উদারতা
Ⓒ অসাম্প্রদায়িকতা Ⓓ মানবিকতা Ans Ⓐ

23. অনেকে দুস্থ মানুষকে করুণাবশত দান-খয়রাত করাকে মানব-কল্যাণ বলে মনে করেন কেন?
Ⓐ উদার মনোভাবের কারণে Ⓑ সংকীর্ণ মনোভাবের কারণে Ans Ⓑ
Ⓒ রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে Ⓓ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে

24. 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের মূল কথা কী?
Ⓐ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যার মোকাবিলা
Ⓑ মানব-কল্যাণ ধারণাটির তাৎপর্য বিচার
Ⓒ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় মানুষের উত্তরণ
Ⓓ বিজ্ঞানের অভাবনীয় আবিষ্কারের ব্যবহার Ans Ⓒ

25. সকল অবমাননাকর অবস্থান থেকে কীভাবে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় মানুষের উত্তরণ ঘটানো সম্ভব?
Ⓐ মানুষের সার্বিক মঙ্গল সাধনের মাধ্যমে
Ⓑ সেবাধর্মী সংস্থা বৃদ্ধির মাধ্যমে
Ⓒ দান-খয়রাতের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে
Ⓓ পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে Ans Ⓐ

26. 'সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক' বলতে প্রাবন্ধিক কোনটিকে নির্দেশ করেছেন?
Ⓐ কল্যাণময় পৃথিবী রচনা করাকে
Ⓑ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করাকে
Ⓒ করুণাবশত দান-খয়রাত করাকে
Ⓓ পারস্পরিক সাহায্য করাকে Ans Ⓒ

27. 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কোন বিষয়টির ওপর বেশি জোর দিয়েছেন?
Ⓐ বেশি বেশি দান করা Ⓑ অপরের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করা
Ⓒ মানুষকে সাহায্য করা Ⓓ আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করা Ans Ⓓ

28. ইসলামের নবি ভিক্ষুককে ভিক্ষার পরিবর্তে কুড়াল কিনে দেওয়ার মধ্যে যে দিকটি ফুটে উঠেছে
Ⓐ উপহার দেওয়ার Ⓑ ভালো পরামর্শদাতা
Ⓒ ভিক্ষুককে স্বাবলম্বী করা Ⓓ ভিক্ষুককে অপছন্দ করা Ans Ⓒ

29. লেখকের মতে, মানব-কল্যাণ কী?
Ⓐ মানুষের সম্যক মঙ্গলের প্রয়াস Ⓑ মানুষের সার্বিক মঙ্গলের প্রয়াস
Ⓒ মানুষের স্বাপ্নিক মঙ্গলের প্রয়াস Ⓓ মানুষের ব্যক্তিক মঙ্গলের প্রয়াস Ans Ⓑ

30. 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের মূল কথা কী?
Ⓐ নতুন দৃষ্টিকোন থেকে সমস্যার মোকাবিলা।
Ⓑ বিজ্ঞানের অভাবনীয় আবিষ্কারের ব্যবহার।
Ⓒ মানব-কল্যাণ ধারণাটির তাৎপর্য বিচার।
Ⓓ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় মানুষের উত্তরণ। Ans Ⓓ

31. 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধটির রচয়িতার নাম কী?
Ⓐ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস Ⓑ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
Ⓒ মুহম্মদ জাফর ইকবাল Ⓓ আবুল ফজল Ans Ⓓ

32. অনুগ্রহ বা আনুকূল্য পেয়েছে এমন ব্যক্তিকে কী বলে?
Ⓐ গ্রহীতা Ⓑ অনুগ্রহকারী
Ⓒ অনুগৃহীতা Ⓓ দাতা Ans Ⓒ

33. সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামিমুক্ত উদার মানসিকতার চর্চাকে কী বলে?
Ⓐ মানবিকতা Ⓑ উদারতা
Ⓒ অসাম্প্রদায়িক Ⓓ মুক্তবুদ্ধি Ans Ⓓ

34. 'র‍্যাশনাল' শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?
Ⓐ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন Ⓑ মানবিকতাসম্পন্ন
Ⓒ জাতীয়তাবোধসম্পন্ন Ⓓ আচরণগত Ans Ⓐ

35. অনুগৃহীত শব্দের অর্থ কী?
Ⓐ সামান্য গ্রহণ Ⓑ উপকৃত
Ⓒ গ্রহণ করা Ⓓ নিগৃহীত Ans Ⓑ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

গদ্যাংশ

অধ্যায় ৫ মাসি-পিসি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মগ্রহণ করেন– ১৯ মে ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে। তাঁর পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদাসুন্দরী দেবী।
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ি– ঢাকার বিক্রমপুরে।
- তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম– **প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক নাম– মানিক এবং জন্মপঞ্জিকায় নাম– অধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।**
- তিনি পড়াশোনা করেন– বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে।
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *অতসীমামী* গল্পটি লেখার সময় তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের– বিএসসির ছাত্র ছিলেন।
- তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে লিখে গেছেন– জীবনের বাকি আটাশ (২৮) বছর।
- তিনি চাকরি ও ব্যবসায়িক কাজে নিজেকে জড়ান– মাত্র বছর তিনেক।
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন– বিজ্ঞানমনস্ক সমাজবাস্তবতার শিল্পী।
- তিনি সার্থকতা দেখিয়েছেন– মনোজগৎ তথা অন্তর্জগতের রূপকার হিসেবে।
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান ছিলেন– উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখক হিসেবে।
- তাঁর রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল– মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতা, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, নিয়তিবাদ ইত্যাদি।
- তাঁর বহু রচনায় ফুটে উঠেছে– ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ ও মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্বের প্রভাব।
- তাঁর লেখনীতে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে– মার্কসিজমের প্রভাব।
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক ছিলেন– 'নবারুণ' পত্রিকার।
- বিক্রমপুর অঞ্চলটি অবস্থিত– **মুন্সিগঞ্জ জেলায়।**
- তিনি মার্কসবাদী– **লেখক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।**
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায়– **১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।**

সাহিত্যকর্ম

- 'অতসীমামী' প্রথম– **বিচিত্রা (সম্পাদক ফজল শাহাবুদ্দীন) পত্রিকায় প্রকাশিত হয় পৌষ সংখ্যায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে।**
- তাঁর সাহিত্যকর্মের সংখ্যা– **৩৯টি উপন্যাস ও ৩০০টি ছোটগল্প।**
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ– **হলুদ নদী সবুজ বন।**
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধুদের সাথে বাজি ধরে 'অতসীমামী' গল্পটি লেখেন– **বিশ বছর বয়সে।**
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস– জননী (১৯৩৫), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১), হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬), আরোগ্য (১৯৫৩), জীয়ন্ত, অহিংসা (১৯৪১), চতুষ্কোণ (১৯৪৮), হরফ (১৯৫৪), চিহ্ন (১৯৪৭), শহরতলী, পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬), শহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬), সোনার চেয়ে দামী (১৯৫১)।
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ– **লেখকের কথা।**
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত নাটক– **ভিটেমাটি (১৯৪৬)।**
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ছোটগল্প– অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮), আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬), সরীসৃপ (১৯৩৯), বৌ (১৯৪৩), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), ভেজাল (১৯৪৪), ছোট বড় (১৯৪৮), হলুদ পোড়া (১৯৪৫), ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯), মাটির মাশুল, উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ।
- তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস– **পদ্মানদীর মাঝি** (আঞ্চলিক উপন্যাস)।
- 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসটি– **১৯৩৪ সাল থেকে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে।**
- 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস নিয়ে ১৯৩৯ সালে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন– **গৌতম ঘোষ।**
- তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসের নাম– **জননী (১৯৩৫)**
- তিনি সহসম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন– **'বঙ্গশ্রী' (১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত) পত্রিকায়**

গল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- 'মাসি-পিসি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়– কলকাতার 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় (মার্চ-এপ্রিল ১৯৪৬)।
- 'মাসি-পিসি' গল্পটি সংকলিত হয়– **'পরিস্থিতি' (অক্টোবর ১৯৪৬) নামক গল্পগ্রন্থে।**
- বর্তমান পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে– **'ঐতিহ্য' প্রকাশিত মানিক-রচনাবলি প্রথম খণ্ড থেকে।**
- গল্পটির প্রথম লাইন– **শেষবেলায় খালে এখন পুরো ভাটা।**
- গল্পটির শেষ লাইন– **যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি-পিসি।**
- 'মাসি-পিসি' গল্পটির ভাষারীতি– **চলিতরীতিতে গল্পটি রচিত।**
- 'মাসি-পিসি' গল্পটি রচিত হয়েছে– **স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার পিতৃমাতৃহীন এক তরুণীর করুণ জীবনকাহিনি নিয়ে।**
- 'মাসি-পিসি' গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র আহ্লাদীর মাসি ও পিসি দুজনই– **'বিধবা ও নিঃস্ব।**
- 'মাসি-পিসি' নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার পাশাপাশি বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী সংগ্রাম পরিচালনা করে– **বিরূপ বিশ্ব থেকে আহ্লাদিকে রক্ষার জন্য।**
- 'মাসি-পিসি' গল্পটির বৈচিত্র্যময় দিক– **দুর্ভিক্ষের মর্মস্পর্শী স্মৃতি, জীবিকা নির্বাহের কঠিন সংগ্রাম, নারী হয়ে নৌকাচালনা ও সবজির ব্যবসায় পরিচালনা প্রভৃতি।**
- শেষবেলায় খালের অবস্থা থাকে– **পুরো ভাটা (পানি পুরো নিচে নেমে যায়)।**
- যে জায়গায় খালের ধারে লাগানো সালতি থেকে খড় তোলা হচ্ছিল– **কংক্রিটের পুলের কাছ থেকে।**
- 'মাসি-পিসি' গল্পে উল্লেখকৃত পুলটি ছিল– কংক্রিটের তৈরি।
- পাশাপাশি জোড়া লাগানো দুটো বড় সালতি বোঝাই আঁটিবাধা খড় মাথায় তুলে দেওয়া হচ্ছিল– তিনজনের মাথায়।
- তিনজনের মাথায় বহন করা খড় জমা হচ্ছিল– উপরের মস্ত গাদায়।
- শালকাঠ নির্মিত বা তালকাঠের সরু ডোঙাকে বলে– সালতি।
- সালতি থেকে মাথার উপরে খড় তুলে দিচ্ছিল– দুইজন।
- ওঠা নামার পথে তারা কাদায় ফেলে নিয়েছিল– খড় (উপরে ওঠার সুবিধার জন্য তারা এ কাজ করেছিল)।
- কৈলাশের মাথার চুল ছিল– কদমছাঁটা রুক্ষ।
- প্রৌঢ়া বিধবা দুজনেরই কোমরে বাঁধা ছিল– ময়লা মোটা থানের আঁচল।
- 'মাঝখানে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে অল্পবয়সী একটি বৌ।' বৌটি– আহ্লাদি।
- 'আঁটসাঁট থমথমে গড়ন, গোলগাল মুখ।' যার মুখের কথা বলা হয়েছে– আহ্লাদির।
- 'মাসি-পিসি' গল্পে উল্লেখকৃত নৌকার মাঝখানে বসে ছিল– আহ্লাদি।
- মাসি-পিসি সালতি নিয়ে বাড়ি ফিরছিল– শেষবেলায়।
- 'একজনের বয়স হয়েছে, আধাপাকা চুল, রোগা শরীর।' এখানে বলা হয়েছে– বুড়ো রহমানের কথা।
- 'বয়সে সে ছিল অনেক ছোট, চেহারা ছিল অনেক বেশি রোগা।' এখানে বলা হয়েছে– বুড়ো রহমানের মেয়ের কথা।
- আহ্লাদিকে দেখে নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে– বুড়ো রহমানের।
- 'মাসি-পিসি' গল্প প্রথম প্রকাশিত হয়– ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে।
- 'উড়ে এসে জুড়ে বসা' এটি একটি– প্রবাদ।
- গল্পের শেষে মাসি-পিসি আয়োজন করে রাখে– যুদ্ধের।
- তিন-চারজন ঘুপটি মেরে বসে আছে– কাঁঠাল গাছের ছায়ায়।
- হট্টগোলের পর রাত্রিটাকে আরো নিঝুম আর থমথমে মনে হওয়ার কারণ– অজানা আতঙ্ক।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- আহ্লাদির স্বামীর নাম– জগু।
- মাসি-পিসি উপোস করেছিল– শুক্লপক্ষের একাদশীর।
- মাসি-পিসিকে বাজারের তোলা নিয়ে ঝগড়া করতে হয়েছে– সরকারবাবুর সাথে।
- 'ও মাসি ও পিসি রাখো রাখো। খপর আছে শুনে যাও।' উক্তিটি– কৈলাশের।
- কানাইয়ের সাথে গোকুলের পেয়াদা এসেছিল– তিনজন।
- গোকুলের সাথে বসে আছে– দারোগাবাবু।
- 'ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়' উক্তিটি– পিসির।
- কানাইয়ের সঙ্গে কাছারিবাড়ি যেতে চায়– পিসি।
- পিসি হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে– রামদার মতো কাটারি।
- মাসি-পিসি সর্বপ্রথম ডাক দেয়– ও বাবাঠাকুর নাম ধরে।
- গ্রামবাসীদের প্রতিবাদমুখী করেছে– গোকুল ও দারোগার উপর রাগই।
- আহ্লাদির বাবার আমলের– গামলা আছে।
- কৈলাশ বয়সের দিক দিয়ে– মধ্যবয়সী।
- 'ব্যঞ্জন' ব্যবহৃত হয়েছে– রান্না করা তরকারি অর্থে।
- 'লেশটুকু' কোন সমাস– সামান্য লেশ (নিত্য সমাস)।
- মাসি বেরিয়ে আসে– বঁটি হাতে নিয়ে।
- ওসমান বসে আছে– কাঁঠাল গাছের ছায়ায়।
- নারী হয়েও কঠোর জীবনযাত্রায় নেতৃত্ব দান করে এমন গল্প– মাসি-পিসি।
- তিনজন ব্যক্তির মাথায় চড়ে গিয়ে খড় জমা হচ্ছে– মস্ত গাদায়।
- আহ্লাদির শরীরে শাড়ি ছিল– সাদা রংয়ের।
- কৈলাশের ভাষ্য অনুযায়ী জগুর সাথে তার দেখা হয়েছিল– চায়ের দোকানে।
- মাসি-পিসি জগুকে আপ্যায়ন করেছিল– ছাগল বিক্রি করে।
- 'বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো' এটা– মাসির কথা।
- আহ্লাদির বাবা-মা-ভাই মারা যায়– কলেরায়।
- শ্বশুরবাড়িতে মারা গেছে– বুড়ো রহমানের মেয়ে।
- দুর্ভিক্ষ ঠেকিয়েছিল– আহ্লাদির বাবা।
- মাসি-পিসি আশ্রয়ে ছিল– আহ্লাদির বাবার।
- 'হাঁকাহাঁকি' যে সমাস– হাঁকাতে হাঁকাতে যে ডাক (ব্যতিহার বহুব্রীহি)।
- শহরে গিয়ে শাক-সবজি বিক্রি করার প্রস্তাব করে– মাসি।
- আহ্লাদি গর্ভবতী ছিল– চার মাসের।
- পিসির সন্তান ছিল– ছেলে।
- মাসির সন্তান হয়েছিল– মেয়ে।
- শাশুড়ি-ননদ বাঘের মতো ছিল– মাসির।
- মাসি-পিসিকে পাগল করে তুলেছে– গোকুল।
- বাইরে থেকে হাঁক আসে– কানাই চৌকিদারের।
- ঈষৎ তন্দ্রার ঘোরে শিউরে ওঠে– আহ্লাদি।
- রহমান আঁটি তুলে দিতে দিতে তাকায়– আহ্লাদির দিকে।
- মাসি-পিসিকে কানাই সম্বোধন করে– দিদিঠাকুরনরা বলে।
- 'তুইও যাবি, সোয়ামির ঘর করবি। ডরাসনি, ডর কিসের'? উক্তিটি– পিসির।
- 'খপরটা কী তাই কও। বেলা বেশি নেই কৈলেশ।' উক্তিটি– পিসির।
- আহ্লাদি সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত ঘোমটা টেনে দেয়– কৈলাশকে দেখে।
- জগু আহ্লাদিকে দিয়েছিল– কলকেপোড়া ছ্যাঁকা।
- জগু আহ্লাদিকে বেঁধে রেখেছিল– খুঁটির সঙ্গে।
- 'শুঁড়িখানায় পড়ে থাকে বারো মাস' কে– জগু।
- 'বেলা আর নেই কৈলেশ' কথাটি বলেছে– মাসি।
- 'এত রাতে মেয়েনোককে কাছারিবাড়ি ডাকতে কত্তার নজ্জা করে না কানাই?' উক্তিটি– পিসির।
- শকুনরা গাছে বসেছিল– বিকালে।
- খালে পুরো ভাটা পড়ে– শেষবেলায়।
- মাসি ও পিসির আদরের কেন্দ্র– আহ্লাদি।
- 'মাসি-পিসি' গল্পে মাসি-পিসি হাতের কাছে রাখে– দা ও বঁটি।
- 'মাসি-পিসি' গল্পে মামলা করতে চেয়েছিল– জগু।
- সাধু, বৈদ্য, ওসমানেরা যে ধরনের লোক– গুণ্ডা।
- তরিতরকারি ফলমূলের দাম চড়া– শহরের বাজারে।
- মাসি-পিসিরা ঘড়া আর হাঁড়ি-কলসি ভর্তি করে রাখে– ডোবার জলে।
- প্রৌঢ়া বিধবা বলতে বোঝায়– চল্লিশোর্ধ্ব স্বামীহীন নারী।
- 'মাসি-পিসি' গল্পে চায়ের দোকান অবস্থিত– পুলের কাছে।
- বুড়ো রহমানের মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে মারা গেছে– অল্পদিন আগে।
- মাসি-পিসি আহ্লাদির বাবার আশ্রয়ে মাথা গুঁজে আছে– অনেক দিন।
- মাসি-পিসির ঐকান্তিক ভাব থাকার কারণ– তাদের বয়স ও অবস্থা এক।
- মাসি-পিসিরা বাজারে তরিতরকারি বিক্রি করতে যায়– দুটো পয়সা উপার্জনের জন্য।
- মাসির সবচেয়ে অসহ্য লাগত– পিসির অহংকার, খোঁচা।
- আহ্লাদি ঘরে এসে পড়ায় মাসি-পিসির মধ্যকার মিল– জমজমাট হলো।
- আহ্লাদির সব দায়িত্ব মাসি-পিসির কেননা– আহ্লাদির মা-বাবা নেই।
- আহ্লাদির বাবার বেশিরভাগ সম্পদ দখলে গেছে– গোকুলের।
- 'ফের আসুক, আদরে রাখব যদ্দিন থাকে।' যার সম্পর্কে বলা হয়েছে– জগুর।
- 'মাসি-পিসি' গল্পের উল্লেখযোগ্য চরিত্র– কৈলেশ, রহমান, আহ্লাদি, মাসি-পিসি, জগু, গোকুল, সাধু, বৈদ্য, কানাই চৌকিদার, সরকারবাবু, দারোগাবাবু, ওসমান, ঘোষ মশায়, বংশী, জনাদ্দন, কানুর মা, বিপিন, পেয়াদা, কনস্টেবল।
- 'পুতুলনাচের ইতিকথা' এখানে 'ইতি' উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে– পুরনো অর্থে।

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. জগু আহ্লাদিকে নিতে চায় কেন?
Ⓐ যৌতুকের লোভে Ⓑ সম্পত্তির লোভে
Ⓒ ভালোবেসে Ⓓ অনুতপ্ত হয়ে
Ans Ⓑ

02. মাসি-পিসি জীবিকার তাগিদে কিসের ব্যবসা শুরু করে?
Ⓐ কাপড়ের ব্যবসা Ⓑ শাক-সবজির ব্যবসা
Ⓒ খড়ের ব্যবসা Ⓓ হাঁস-মুরগির ব্যবসা
Ans Ⓑ

03. মাসি ও পিসি উভয়ই–
Ⓐ সধবা নারী Ⓑ বিধবা নারী Ⓒ কুলীন নারী Ⓓ প্রিয়ংবদা নারী
Ans Ⓑ

04. আহ্লাদিকে একা রেখে কোথাও যেতে মাসি-পিসির সাহস হয় না কেন?
Ⓐ একা পেয়ে কেউ তার ক্ষতি করবে ভেবে Ⓑ তারা আহ্লাদিকে অনেক ভালোবাসে বলে
Ⓒ একা থাকতে আহ্লাদি ভয় পায় বলে Ⓓ জগু তুলে নিয়ে যাবে ভেবে
Ans Ⓐ

05. 'সরীসৃপ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কী ধরনের রচনা?
Ⓐ উপন্যাস Ⓑ ছোটগল্প Ⓒ নাটক Ⓓ প্রবন্ধ
Ans Ⓑ

06. খারাপ লোক হলেও জগু বাড়িতে এলে মাসি-পিসির আদর করার কারণ–
Ⓐ মানবিকতা Ⓑ নমনীয়তা
Ⓒ সামাজিকতা Ⓓ পুরুষতান্ত্রিকতা
Ans Ⓒ

07. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির উপজীব্য–
Ⓐ মাঝি-মাল্লার সংগ্রামী জীবন Ⓑ চরবাসীদের দুঃখী জীবন
Ⓒ জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ Ⓓ চাষি জীবনের করুণচিত্র
Ans Ⓒ

08. 'অনেকটা পথ যেতে হবে কৈলেশ' উক্তিটির মধ্যে কী ফুটে উঠেছে?
Ⓐ সময়ের স্বল্পতা Ⓑ অভিপ্রায় Ⓒ অবহেলা প্রদর্শন Ⓓ মানুষের ভয়
Ans Ⓐ

09. বাপ-মা বেঁচে থাকলে আহ্লাদিকে কোথায় যেতে হতো বলে লেখক সন্দেহ করেছেন?
Ⓐ বাপের বাড়ি Ⓑ মাসির বাড়ি
Ⓒ শ্বশুরবাড়ি Ⓓ গোকুলের বাড়ি
Ans Ⓒ

10. পিসি কৈলেশকে আসি বলার তাগিদ দেয় কেন?
Ⓐ বেলা নেই বলে Ⓑ মোদ্দাকথা শোনার অভিপ্রায়
Ⓒ সময় নষ্ট হচ্ছে বলে Ⓓ আহ্লাদি উদ্বিগ্ন বলে
Ans Ⓐ

11. কৈলেশ আহ্লাদিকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথা বলার কারণ কী?
Ⓐ যাতে আহ্লাদি মাসি-পিসিকে সর্তক করিয়ে দেয়
Ⓑ যাতে জগুকে আগের মতো সম্মান করে
Ⓒ যাতে ভয় পেয়ে জগুর কাছে ফিরে যায়
Ⓓ যাতে আহ্লাদি কান্নাকাটি শুরু করে দেয়
Ans Ⓒ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

12. আহ্লাদিকে মাসি-পিসি শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর কথা চিন্তাও করতে পারে না কেন?
Ⓐ স্বামী মাতাল বলে Ⓑ স্বামী পঙ্গু বলে
Ⓒ স্বামী উদাস বলে Ⓓ স্বামী খুনে বলে Ans Ⓓ

13. কোনটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম ছোটগল্প?
Ⓐ সরীসৃপ Ⓑ হারানের নাতজামাই Ⓒ টিকটিকি Ⓓ অতসী মামী Ans Ⓓ

14. 'মাসি-পিসি' গল্পে নৌকা দিয়ে আসার সময় আহ্লাদির পরনে কী ছিল?
Ⓐ নকশা পাড়ের সস্তা সাদা শাড়ি Ⓑ নকশা পাড়ের সস্তা নীল শাড়ি
Ⓒ রঙিন পাড়ের সস্তা সাদা শাড়ি Ⓓ তাঁতের দামি রঙিন শাড়ি Ans Ⓐ

15. 'মাসি-পিসি' গল্পে কৈলেশের জগুর পক্ষে কথা বলার কারণ–
Ⓐ জগুর পরিচিত বলে Ⓑ জগুর প্রতিবেশী বলে
Ⓒ জগুর আত্মীয় বলে Ⓓ জগুর বন্ধু বলে Ans Ⓓ

16. কৈলাশ আঁড়চোখে আহ্লাদির দিকে তাকায় কেন?
Ⓐ আহ্লাদির দিকে তার কু-নজর ছিল Ⓑ মাসি-পিসির ফাঁপড়ে পড়ে
Ⓒ মাসি-পিসিকে ভয় পেয়ে Ⓓ মাসি-পিসিকে সমীহ করতে Ans Ⓑ

17. 'মহামারী' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ মহাগণ্ডগোল Ⓑ গোলযোগ
Ⓒ বিশৃঙ্খলা Ⓓ সংক্রামক ব্যাধি Ans Ⓓ

18. 'পাল্লা দিয়ে মাসি-পিসি আহ্লাদির জীবনের জন্য লড়েছিল।' এখানে মাসি-পিসির মধ্যে কী প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ প্রতিজ্ঞা Ⓑ করুণা Ⓒ অনুরাগ Ⓓ ভালোবাসা Ans Ⓓ

19. অত্যাচারী স্বামী, লালসা উন্মত্ত জোতদার ও দারোগার বিরুদ্ধে মাসি-পিসির কোন দিকটি প্রশংসনীয়?
Ⓐ দায়িত্বশীল মানবিক জীবনযুদ্ধ Ⓑ নিপীড়িত আহ্লাদির প্রতি মাতৃপ্রেম
Ⓒ জীবন পরিচালনায় কঠিন সংগ্রাম Ⓓ সংগ্রামী মানস Ans Ⓐ

20. ওঠানামার পথে ওরা খড় ফেলে দিয়েছে কাদায় – কেন?
Ⓐ চলাচলের সুবিধার জন্য Ⓑ মালিকের প্রতি রাগের কারণে
Ⓒ কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য Ⓓ খড় অনেক বেশি বলে Ans Ⓐ

21. 'মাসি-পিসি' গল্পে 'পাষাণ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যে অর্থে–
Ⓐ অচল Ⓑ পাথর Ⓒ হৃদয়হীন Ⓓ বাটখারা Ans Ⓒ

22. 'মাসি-পিসি' গল্পে কানাই কার চৌকিদার?
Ⓐ মহল্লার Ⓑ রহমানের Ⓒ সরকারবাবুর Ⓓ কৈলাশের Ans Ⓒ

23. কাদের সেবা যত্নে মৃত্যুপথযাত্রী আহ্লাদি বেঁচে গিয়েছিল?
Ⓐ পিতা-মাতার Ⓑ মাসি-পিসির
Ⓒ পাড়া-প্রতিবেশীর Ⓓ ননদ-শাশুড়ির Ans Ⓑ

24. 'তোর মেসো ঠিক ছিল, শাউড়ি-ননদ ছিল বাঘ।' এখানে 'বাঘ' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে–
Ⓐ অমানবিক Ⓑ হিংস্র Ⓒ নিষ্ঠুর Ⓓ ক্রুদ্ধ Ans Ⓒ

25. কোন সমাজ মাসি-পিসিকে হার মানানোর চেষ্টা করেছে?
Ⓐ সন্ত্রাসী সমাজ Ⓑ মাতৃতান্ত্রিক সমাজ
Ⓒ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ Ⓓ বাবুশাসিত সমাজ Ans Ⓒ

26. রান্না সেরে খাওয়ার আয়োজনের সময় বাইরে থেকে কার হাঁক আসে?
Ⓐ কৈলেশের বাবুর Ⓑ ওসমান বৈদ্যের
Ⓒ গোকুলের Ⓓ কানাই চৌকিদারের Ans Ⓓ

27. সরকার বাবুর সঙ্গে মাসি-পিসির ঝগড়া হয়েছে কী নিয়ে?
Ⓐ আহ্লাদির বিয়ে নিয়ে Ⓑ বাজারের তোলা নিয়ে
Ⓒ তরকারি বিক্রি নিয়ে Ⓓ বাজারে জায়গা দখল নিয়ে Ans Ⓑ

28. ডোবার ধারে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় কতজন ঘুপটি মেরে বসে আছে?
Ⓐ এক-দুইজন Ⓑ তিন-চারজন
Ⓒ চার-পাঁচজন Ⓓ সাত-আট জন Ans Ⓑ

29. বৈদ্য ওসমানেরা ঘুপটি মেরে বসেছিল কী কারণে?
Ⓐ আহ্লাদিকে ধরে নিতে Ⓑ মাসি-পিসিকে ধরে নিতে
Ⓒ অতর্কিত হামলা করতে Ⓓ বড় বাবু বলেছিল বলে Ans Ⓐ

30. কাছারিবাড়িতে মাসি-পিসির যেতে না চাওয়ার কারণ–
Ⓐ নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা Ⓑ আহ্লাদির নিরাপত্তা
Ⓒ নিজেদের বাড়িঘর রক্ষা Ⓓ জগুর নিষেধাজ্ঞা Ans Ⓑ

31. মাসি-পিসির মধ্যে ভয়ের লেশটুকু না দেখে ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায় কে?
Ⓐ কৈলেশ Ⓑ কানাই Ⓒ গোকুল Ⓓ মাসি Ans Ⓑ

32. বাবা ঠাকুর, ঘোষ মশাই, জনার্দন, কানুর মা, বংশী, বিপিন এরা কারা?
Ⓐ পিসির জ্ঞাতি Ⓑ আহ্লাদির জ্ঞাতি
Ⓒ মাসির জ্ঞাতি Ⓓ মাসি-পিসির প্রতিবেশী Ans Ⓓ

33. দলবল নিয়ে কানাইয়ের অদৃশ্য হওয়ার প্রধান কারণ–
Ⓐ মাসি-পিসির হাত থেকে বাঁচা Ⓑ বঁটি-কাটারির কোপ থেকে বাঁচা
Ⓒ মাসি-পিসির হাঁকডাক Ⓓ জনরোষ থেকে বাঁচা Ans Ⓓ

34. মাসি-পিসি বুকে নতুন জোর পাওয়ার কারণ কী?
Ⓐ প্রতিবেশীরা তাদের সাথে আছে বলে Ⓑ প্রতিবেশীরা তাদের সান্ত্বনা দিয়েছে বলে
Ⓒ কানাইয়ের আচরণ খারাপ বলে Ⓓ সবাই কানাইকে মারবে বলে Ans Ⓐ

35. 'মাসি-পিসি' গল্পে আহ্লাদির মুখে কে দেখতে পায় নিজ মেয়ের মুখের ছাপ?
Ⓐ কৈলেশ Ⓑ জগু Ⓒ রহমান Ⓓ কানাই Ans Ⓒ

36. 'মাসি-পিসি' গল্পে দুই বিধবার চরিত্রে মিল কিসে? [খ ১৬-১৭]
Ⓐ জামাইকে ঠকানোর চিন্তায় Ⓑ দায়িত্বশীলতা ও মানবিক জীবনযুদ্ধে
Ⓒ নৌকা চালানোর পারদর্শিতায় Ⓓ ব্যবসায় বুদ্ধিতে Ans Ⓑ

37. 'মাসি-পিসি' গল্পে 'ডরাসনি' ডর কীসের?' কোন প্রসঙ্গে এ উক্তি করা হয়েছে?
Ⓐ স্বামীর ঘর করা Ⓑ কাছারিবাড়ি যাওয়া
Ⓒ বাবার জমিজমা দেখা Ⓓ রাতে একা থাকা Ans Ⓐ

38. 'মাসি-পিসি' গল্পে কানাই মাসি-পিসিকে কোথায় যেতে বলেছে?
Ⓐ জমিদারবাড়ি Ⓑ থানায়
Ⓒ কাছারিবাড়ি Ⓓ চৌকিদারবাড়ি Ans Ⓒ

39. 'মাসি-পিসি' গল্পে আহ্লাদির পরিবারের সদস্যরা মারা গিয়েছিলো–
Ⓐ মহামারিতে Ⓑ দুর্ভিক্ষে Ⓒ কলেরায় Ⓓ ম্যালেরিয়ায় Ans Ⓒ

40. 'মাসি-পিসি' গল্প অবলম্বনে "পিসির হাতে ছিল —— মাসি নিয়ে আসে ——"
Ⓐ কাটারি, বঁটি Ⓑ বঁটি, কাটারি
Ⓒ রামদা, বঁটি Ⓓ কাটারি, রামদা Ans Ⓐ

41. কানাই চৌকিদার কখন মাসি-পিসির সন্ধান করতে আসে?
Ⓐ শুক্লপক্ষের একাদশীর দিন Ⓑ দ্বাদশীর দিন
Ⓒ দ্বাদশীর রাত্রে Ⓓ অমাবস্যার অন্ধকার Ans Ⓒ

42. 'আঁতের খবর' বের করার সংবাদ আছে কোন উপন্যাসে?
Ⓐ চোখের বালি Ⓑ দুর্গেশনন্দিনী
Ⓒ পদ্মানদীর মাঝি Ⓓ কবি Ans Ⓒ

43. 'নিজেকে তার ছ্যাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মত লাগে' কে বলেছে?
Ⓐ কল্যাণী Ⓑ আমিনা Ⓒ জমিলা Ⓓ আহ্লাদি Ans Ⓓ

44. 'মাসি-পিসি' কার রচনা?
Ⓐ আবুল ফজল Ⓑ আব্দুল হক
Ⓒ দ্বিজ কানাই Ⓓ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় Ans Ⓓ

45. 'বেমক্কা' শব্দের অর্থ–
Ⓐ অসতর্ক Ⓑ অসংযত Ⓒ অসংগত Ⓓ অসমর্থ Ans Ⓒ

46. 'ও মাসি ও পিসি রাখো রাখো। খপর আছে শুনে যাও।' উক্তিটি কার লেখা থেকে নেওয়া–
Ⓐ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় Ⓑ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
Ⓒ দ্বিজকানাই Ⓓ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় Ans Ⓓ

47. 'মাসি-পিসি' গল্পে 'আয় না বজ্জাত হারামজাদারা' উক্তিটি করেছে–
Ⓐ পিসি Ⓑ মাসি Ⓒ কানাই চৌকিদার Ⓓ দারোগাবাবু Ans Ⓐ

48. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক নিবাস কোন জেলায়?
Ⓐ কলকাতা Ⓑ ফরিদপুর Ⓒ চট্টগ্রাম Ⓓ ঢাকা Ans Ⓓ

49. মাসি-পিসি কেন কাছারি বাড়িতে যেতে রাজি হয়নি?
Ⓐ উপোস থাকায় Ⓑ শ্রান্তিবশত
Ⓒ আহ্লাদির নিরাপত্তার কথা ভেবে Ⓓ নির্যাতনের আশঙ্কায় Ans Ⓒ

CS CamScanner

গদ্যাংশ
অধ্যায় ৬

বায়ান্নর দিনগুলো — শেখ মুজিবুর রহমান

Part 1 — গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মার্চ– **গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়েরা খাতুন।**
- তিনি বিএ ডিগ্রি লাভ করেন– **কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।**
- তিনি আইন বিভাগে অধ্যয়ন করেন– **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।**
- শেখ মুজিবুর রহমান 'জাতির পিতা' উপাধিতে ভূষিত হন– **৩ মার্চ ১৯৭১।**
- শেখ মুজিবুর রহমান জেলে ছিলেন– **সাতাশ-আটাশ মাস।**
- তিনি সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন– **ছয় দফা দাবির মাধ্যমে।**
- চার বোন, দুই ভাইয়ের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের স্থান– **তৃতীয়।**
- তিন বছর বয়স্কা জ্ঞাতিভগ্নী ফজিলাতুন্নেসার (রেণু) সঙ্গে পরিণয়সূত্রে তিনি আবদ্ধ হন– **বারো বা তেরো বছর বয়সে।**
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন– **১৯৪৬ সালে।**
- ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন– **এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।**
- বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন– **১৯৭১-এর ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পরে।**
- তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে– **১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত আনুমানিক ১২টা ২০ মিনিটে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে।**
- মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি দেশে ফেরেন– **১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি।**
- তিনি 'জাতির পিতা' অভিধায় অভিষিক্ত হন– **১৯৭১ সালের ৩ মার্চ।**
- বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাঙালি যিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২৯তম অধিবেশনে– **বাংলায় ভাষণ দেন (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪)।**
- শেখ মুজিবুর রহমানের বাবা পেশায় ছিলেন– **নাজির।**
- বাংলাদেশে জাতীয় শিশুদিবস পালিত হয়– **১৭ মার্চ।**
- আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠাকালে তিনি যুগ্ম সম্পাদক হন– **১৯৪৯ সালে।**
- তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন– **১৯৫৩ সালের ৯ জুলাই।**
- বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন– **১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোর সম্মেলনে।**
- বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন– **১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি।**
- শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন– **তোফায়েল আহমেদ [১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে 'কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ' কর্তৃক আয়োজিত সমাবেশে]।**
- তিনি বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক 'জুলিও কুরি' পুরস্কারে ভূষিত হন– **১৯৭২ সালের ১৮ অক্টোবর।**
- বিশ্বশান্তি পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল রমেশচন্দ্রের হাত থেকে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে– **'জুলিও কুরি' পুরস্কার গ্রহণ করেন।**
- বঙ্গবন্ধু 'জুলিও কুরি' পুরস্কার গ্রহণ করেন– **১৯৭৩ সালের ২৩ মে।**
- ১০ জানুয়ারি পালিত হয়– **বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস।**
- দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে সামরিক বাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে তিনি সপরিবারে নিহত হন– **১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট।**

সাহিত্যকর্ম

- **'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :**
  - ❖ লেখক : শেখ মুজিবুর রহমান।
  - ❖ ধরন : আত্মজীবনী।
  - ❖ বিষয় : ইতিহাস, রাজনীতি।
  - ❖ রচনার সময় : ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে।
  - ❖ গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন : শেখ হাসিনা।
  - ❖ গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদক : ড. ফকরুল আলম।
  - ❖ প্রকাশ ও প্রকাশক : ২০১২ সাল, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি.
  - ❖ প্রচ্ছদ শিল্পী : সমর মজুমদার।
  - ❖ অনূদিত ভাষা : ১৫টি। যথা : ইংরেজি, জাপানি, চীনা, আরবি, ফরাসি, হিন্দি, তুর্কি, নেপালি, স্প্যানিশ, অসমিয়া, উর্দু, রুশ, মালয়, কোরিয়ান ও ইতালি। [তথ্যটি পরিবর্তনশীল]
- **'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থটি সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :**
  - ❖ লেখক : শেখ মুজিবুর রহমান।
  - ❖ ধরন : আত্মজীবনী।
  - ❖ বিষয় : ইতিহাস, রাজনীতি।
  - ❖ নামকরণ করেন : শেখ রেহানা।
  - ❖ গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন : শেখ হাসিনা।
  - ❖ গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদক : ড. ফকরুল আলম।
  - ❖ প্রকাশ ও প্রকাশক : ২০১৭ সাল, বাংলা একাডেমি।
  - ❖ প্রচ্ছদ শিল্পী : তারিক সুজাত।
  - ❖ স্লোগানের মতো বাক্য : থালা বাটি কম্বল/জেলখানার সম্বল।
- **'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থটি সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :**
  - ❖ লেখক : শেখ মুজিবুর রহমান।
  - ❖ ধরন : আত্মজীবনী
  - ❖ বিষয় : ইতিহাস, ভ্রমণ।
  - ❖ রচনার সময় : বইটির তারিখ অনুযায়ী সূচনা হয়েছে ২ জুন ১৯৬৬ বৃহস্পতিবার।
  - ❖ গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন : শেখ হাসিনা।
  - ❖ গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদক : ড. ফকরুল আলম
  - ❖ প্রকাশ ও প্রকাশক : শেখ মুজিবের জন্মশতবর্ষকে কেন্দ্র করে বাংলা একাডেমি ২০২০ সালে বইটি প্রকাশ করে।

CamScanner

রচনা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনাটি সংকলন করা হয়েছে– বঙ্গবন্ধু রচিত **'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (২০১২) গ্রন্থ থেকে।**
- 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বিবৃত হয়েছে– **১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধুর জেলজীবন ও জেল থেকে মুক্তিলাভের স্মৃতি।**
- 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার ভাষারীতি– **চলিতরীতি।**
- শেখ মুজিবুর রহমানকে জেলগেটে নেওয়া হয়– **১৫ ফেব্রুয়ারির সকালে।**
- পাকিস্তান হওয়ার সময় সুবেদার ছিল– **গোপালগঞ্জে।**
- সুবেদারের বাড়ি– **বেলুচিস্তান।**
- 'আমি বললাম, কিসমত।' কথাটি– **শেখ মুজিবুর রহমানের।**
- 'কিসমত' শব্দের অর্থ– **ভাগ্য।**
- শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুরে ইলেকশনে ওয়ার্কার ইনচার্জ ছিলেন– **১৯৪৬ সালে।**
- শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়– **দুইদিন পর।**
- বার বার শেখ মুজিবুর রহমানকে অনশন করতে নিষেধ করেছিল– **সিভিল সার্জন সাহেব।**
- ২১ ফেব্রুয়ারিতে মানুষ আন্দোলন করেছিল– **মাতৃভাষা রক্ষায়।**
- ফরিদপুরে শোভাযাত্রা চলে– **২২ ফেব্রুয়ারি।**
- মানুষ পদে পদে ভুল করে– **পতনের সময় এলে।**
- নূরুল আমিন ছিলেন– **তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী।**
- ১৯৫২ সালে ক্ষমতায় ছিল– **মুসলীম লীগ।**
- খান সাহেব ওসমান আলীর বাড়ি– **নারায়ণগঞ্জ।**
- শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে– **২৭ ফেব্রুয়ারি।**
- শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির আদেশ এনেছিল– **ডেপুটি জেলার।**
- বঙ্গবন্ধুর মুক্তির আদেশ এল– **২৭ ফেব্রুয়ারি রাত আটটায়।**
- শেখ মুজিবুর রহমানের অনশন মহিউদ্দিন ভাঙলেন– **দুই চামচ ডাবের পানি পান করিয়ে।**
- বঙ্গবন্ধু নিতে এসেছিল– **তাঁর বাবা, ২৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০ টায়।**
- শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির অর্ডার এসেছে– **রেডিওগ্রামে।**
- বঙ্গবন্ধু জেলে যাওয়ার সময় কামালের বয়স– **মাত্র কয়েক মাস।**
- নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলর ছিলেন– **খয়রাত হোসেন।**
- বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্য নিন্দিত– **খোন্দকার মোশতাক আহমেদ।**
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে মুক্তি পেলেও তাঁর বের হতে খারাপ লেগেছিল– **মহিউদ্দিনের অর্ডার না আসায়।**
- বঙ্গবন্ধুকে নারায়ণগঞ্জ নেওয়া হয়েছিল– **ফরিদপুরে নিতে।**
- শেখ মুজিবকে ফরিদপুর জেলে পাঠানো হয়েছিল– **সরকারি নির্দেশে।**
- বঙ্গবন্ধু নারায়ণগঞ্জ ঘাটে পৌঁছে খবর পেলেন– **জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে।**
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতে– **অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মৃত্যুতে শান্তি আছে।**
- মহির সাথে বঙ্গবন্ধুকে কথা বলতে বাধা দিলেন– **আইবি।**
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলগেটের সামনে নিজের পরিচয় দিয়ে সহায়তা চান– **চায়ের দোকানের মালিকের কাছে।**
- কারা কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবুর রহমানকে মরতে দিতে চাচ্ছিল না– **সরকারের নির্দেশে।**
- 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় যেসব জেলার উল্লেখ আছে– **ফরিদপুর, নারায়ণগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল।**
- 'মানুষ কি শুধু খাওয়া পরা নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়?' উক্তিটি– **শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের।**
- 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনা অনুসারে সহ্যশক্তি খুব বেশি– **শেখ মুজিবুর রহমানের পিতার।**
- শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখতে তাঁর সহকর্মীরা এসেছিল– **গোপালগঞ্জ, খুলনা ও বরিশাল থেকে।**
- বঙ্গবন্ধুর গলা জড়িয়ে পড়ে রইল– **জ্যেষ্ঠপুত্র কামাল।**
- জনমতের বিরুদ্ধে যেতে ভয় পায়– **শাসকগোষ্ঠী।**
- কোনো ন্যায্য দাবি পূরণের লক্ষ্যে একটানা আহার বর্জন কর্মসূচিকে বলে– **অনশন ধর্মঘট।**
- বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হলো– **স্ট্রেচারে করে। [উল্লেখ্য, ফরিদপুর জেলে বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিন অনশন করেছিলেন।]**
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মালপত্র, কাপড়চোপড় ও বিছানা নিয়ে হাজির হয়েছিল– **জমাদার সাহেব।**
- 'আমরা জেলের দিকে রওয়ানা করছি।' উক্তিটি– **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের।**
- নারায়ণগঞ্জ থেকে ছেড়ে এসে জাহাজ– **গোয়ালন্দ ঘাটে ভিড়ল।**
- নতুন স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করতে দেরি দশটা বাজিয়ে দিলেন– **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।**
- 'উৎকণ্ঠা' শব্দের অর্থ– **ব্যাকুলতা।**
- 'তোমার অর্ডার এসেছে।' উক্তিটি– **মহিউদ্দিনের।**
- ২১ ফেব্রুয়ারি গুলি চলেছিল– **ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে।**
- মাতৃভাষা আন্দোলনে পৃথিবীতে প্রথম রক্ত দিয়েছে– **বাঙালি জাতি।**
- পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের লোককে বলে– **বেলুচি।**
- 'প্লুরিসিস' দ্বারা বোঝানো হয়েছে– **বক্ষব্যাধি।**
- সুবেদার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জেলখানায় দেখে অবাক হলেন– **মুজিব নিরপরাধ বলে।**
- ২১ ফেব্রুয়ারি গুলির খবর কোথায় পৌঁছে যায়– **জেলখানায়।**
- বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছিলেন– **মাওলানা সাহেবরা।**
- 'মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।' উক্তিটি– **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।**
- ভিক্টোরিয়া পার্কের বর্তমান নাম– **বাহাদুর শাহ পার্ক।**
- রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম– **সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।**
- শেখ মুজিবুর রহমান অনশন ভঙ্গ করেন– **ডাবের পানি খেয়ে।**
- অনশনকালে মহিউদ্দিন আহমদ যে রোগে ভুগছিলেন– **প্লুরিসিস।**
- দিন দশেক পরে বঙ্গবন্ধুকে ডাক্তার– **শুধু বিকেলবেলা হাঁটতে হুকুম দিলেন।**
- ২১ ফেব্রুয়ারির গুলির খবর লেখক– **ফরিদপুর জেলে বসে পান।**
- 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় যে যে যানবাহনের কথা উল্লেখ আছে– **ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ি, ট্রেন, নৌকা ও জাহাজ।**
- 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় যেসব স্থানের নাম উল্লেখ আছে– **ভিক্টোরিয়া পার্ক (বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্ক), মেডিকেল কলেজ এরিয়া, গোয়ালন্দ ঘাট, পাকিস্তান, বেলুচিস্তান।**
- 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় যেসব রোগের নাম আছে– **প্লুরিসিস, নাকের ব্যারাম, ঘা, প্যালপিটিশন।**
- 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় যেসব ফল ও দেশের নাম আছে– **ফল : কাগজি লেবু ও ডাব। দেশ : বাংলাদেশ ও পাকিস্তান**
- শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা সেনানিবাসে আটকে রাখার কারণ– **আগরতলা মামলা।**
- শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনী লেখায় বেশি প্রেরণা দিয়েছেন– **শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব।**

CamScanner

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ কোন ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন?
Ⓐ শাহবাগে Ⓑ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে
Ⓒ ন্যাশনাল পার্কে Ⓓ বাহাদুর শাহ পার্কে Ans Ⓑ

02. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কোন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে?
Ⓐ যুক্তফ্রন্ট Ⓑ কৃষক-প্রজা পার্টি
Ⓒ ছাত্রফ্রন্ট Ⓓ আওয়ামী লীগ Ans Ⓓ

03. কীসের ভিত্তিতে শেখ মুজিবুর রহমান জাতিকে অভিন্ন লক্ষ্যে একত্র করেন?
Ⓐ ছয় দফার Ⓑ এগারো দফার
Ⓒ পনেরো দফার Ⓓ চব্বিশ দফার Ans Ⓐ

04. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন কখন?
Ⓐ ২৫ মার্চ প্রথম প্রহরে Ⓑ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে
Ⓒ ২৫ মার্চ শেষ প্রহরে Ⓓ ২৭ মার্চ প্রথম প্রহরে Ans Ⓑ

05. 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এ বক্তব্যে কী ফুটে উঠেছে?
Ⓐ বিজয়ের স্বাদ Ⓑ মানবতার জয়গান
Ⓒ স্বাধীনতার আহ্বান Ⓓ সত্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান Ans Ⓒ

06. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত তারিখে পাকিস্তান থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন?
Ⓐ ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর Ⓑ ১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারি
Ⓒ ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি Ⓓ ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর Ans Ⓒ

07. 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় লেখক কোন ভাষা-রীতি অবলম্বন করেছেন?
Ⓐ সাধু ভাষা Ⓑ চলিত ভাষা
Ⓒ উপভাষা Ⓓ মিশ্র ভাষা Ans Ⓑ

08. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা বিচারে কারা আটকে রেখেছিল?
Ⓐ ব্রিটিশ সরকার Ⓑ পাকিস্তান সরকার
Ⓒ ভারত সরকার Ⓓ বাংলাদেশ সরকার Ans Ⓑ

09. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা বিচারে আটক রাখায় পাকিস্তান সরকারের কোন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়?
Ⓐ শোষণ Ⓑ শাসন
Ⓒ নিপীড়ন Ⓓ রাজনৈতিক কৌশল Ans Ⓒ

10. মহিউদ্দিন কে ছিলেন?
Ⓐ আওয়ামী লীগের কর্মী Ⓑ আওয়ামী লীগের নেতা
Ⓒ চায়ের দোকানের মালিক Ⓓ জেল অফিসার Ans Ⓐ

11. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন জেলগেটে আধা ঘণ্টা দেরি করেন?
Ⓐ ফরিদপুর জেলগেটে Ⓑ ময়মনসিংহ জেলগেটে
Ⓒ নারায়ণগঞ্জ জেলগেটে Ⓓ ঢাকা জেলগেটে Ans Ⓐ

12. 'জীবনে আর দেখা নাও হতে পারে।' কথাটিতে বঙ্গবন্ধুর কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ যুক্তিবাদিতা Ⓑ আবেগময়িতা
Ⓒ মৃত্যুচেতনা Ⓓ শোষণবিরোধিতা Ans Ⓒ

13. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলগেটে কার ওপর রেগে গেলেন?
Ⓐ আইবির ওপর Ⓑ জেল অফিসারের ওপর
Ⓒ চায়ের দোকানের মালিকের ওপর Ⓓ মহিউদ্দিনের ওপর Ans Ⓐ

14. কত সালে শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুরে ইলেকশনে ওয়ার্কার ইনচার্জ ছিলেন?
Ⓐ ১৯৪৬ Ⓑ ১৯৫২
Ⓒ ১৯৫৪ Ⓓ ১৯৬৪ Ans Ⓐ

15. কারা কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মরতে দিতে চাচ্ছিল না কেন?
Ⓐ সরকারের নির্দেশে Ⓑ দেশের ভাবমূর্তি রক্ষায়
Ⓒ তাঁর পরিবারের অনুরোধে Ⓓ জেল সুপারের আদেশে Ans Ⓐ

16. 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' কথাটিতে বাঙালির কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?
Ⓐ স্বাধীনচেতনা Ⓑ সংগ্রাম
Ⓒ মাতৃভাষাপ্রেম Ⓓ দেশপ্রেম Ans Ⓒ

17. নিচে কারা খেলছিল?
Ⓐ হাচু ও কামাল Ⓑ হাসু ও রেহানা
Ⓒ হাচু ও জামাল Ⓓ কামাল ও রেহানা Ans Ⓐ

18. ২১ ফেব্রুয়ারি মানুষ আন্দোলন করেছিল কেন?
Ⓐ স্বাধীনতার জন্য Ⓑ স্বৈরশাসন অবসানের জন্য
Ⓒ মাতৃভাষার জন্য Ⓓ সংস্কৃতি রক্ষার জন্য Ans Ⓒ

19. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কী জন্য ভীষণ চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লেন?
Ⓐ ঢাকার খবর পেয়ে Ⓑ ফরিদপুরের খবর পেয়ে
Ⓒ বাড়ির খবর পেয়ে Ⓓ গোপালগঞ্জের খবর পেয়ে Ans Ⓐ

20. ১৯৫২ সালে বাঙালি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছিল কেন?
Ⓐ স্বাধীনতার জন্য Ⓑ মাতৃভাষার জন্য
Ⓒ সংস্কৃতির জন্য Ⓓ শোষণের বিরুদ্ধে Ans Ⓑ

21. নারায়ণগঞ্জে কার বাড়িতে ঢুকে সরকারি লোকেরা ভীষণ মারপিট করেছিল?
Ⓐ খান সাহেব ওসমান আলীর Ⓑ মোহাম্মদ আবুল হোসেনের
Ⓒ খোন্দকার মোশতাক আহমদের Ⓓ মওলানা ভাসানীর Ans Ⓐ

22. 'বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে' এখানে কার কথা বলা হয়েছে?
Ⓐ মাওলানা ভাসানীর Ⓑ ফজলুল হকের
Ⓒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের Ⓓ নূরুল আমীনের Ans Ⓒ

23. দেশের মানুষের জন্য জীবন দিতে চাওয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চরিত্রের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ স্বাধীনতা কামনা Ⓑ দেশপ্রেম
Ⓒ মানবতাবোধ Ⓓ স্বাধিকার চেতনা Ans Ⓑ

24. কে বঙ্গবন্ধুর হাত-পায়ে গরম সরিষার তেল মালিশ করে দিত?
Ⓐ মহিউদ্দিন Ⓑ একজন কয়েদি
Ⓒ ডাক্তার Ⓓ নার্স Ans Ⓑ

25. 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় শেখ মুজিবুর রহমানের ক'জন সন্তানের নাম উল্লেখ আছে?
Ⓐ ২ জন Ⓑ ৩ জন Ⓒ ৪ জন Ⓓ ৫ জন Ans Ⓐ

26. পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিয়েছিল কেন?
Ⓐ বাধ্য হয়ে Ⓑ বিদেশি চাপে
Ⓒ দলীয় চাপে Ⓓ মানবতাবোধে Ans Ⓐ

27. শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির কতদিন পর মহিউদ্দিন আহমদকে মুক্তি দেওয়া হয়?
Ⓐ ১ দিন Ⓑ ২দিন Ⓒ ৩ দিন Ⓓ ৪ দিন Ans Ⓐ

28. জেলমুক্তির কতদিন পর শেখ মুজিবুর রহমান বাড়িতে ফিরেছিলেন?
Ⓐ ৩ দিন Ⓑ ৪ দিন Ⓒ ৫ দিন Ⓓ ৬ দিন Ans Ⓒ

29. 'এদের কি দয়ামায়া আছে' বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীর এ বক্তব্যে 'এদের' বলতে বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ ডাক্তারদের Ⓑ পুলিশদের
Ⓒ কয়েদিদের Ⓓ পাকিস্তান সরকারকে Ans Ⓓ

30. মহিউদ্দিনকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কী হিসেবে বিবেচনা করা যায়?
Ⓐ সহকর্মী Ⓑ ভাই Ⓒ বিরুদ্ধকর্মী Ⓓ সহযোদ্ধা Ans Ⓓ

31. ছেলে কামাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে চিনতে পারছিল না কেন?
Ⓐ স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া Ⓑ অনেক দিন না দেখায়
Ⓒ অপরিচিত বলে Ⓓ স্মৃতিশক্তি কম বলে Ans Ⓑ

32. 'আমি তো তোমারও আব্বা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ কথাটি কার উদ্দেশে বলেন?
Ⓐ হাসিনার Ⓑ কামালের Ⓒ জামালের Ⓓ রেহানার Ans Ⓑ

33. 'যারা শাসন করছে তারা আপনজন নয়' একথা কারা বুঝতে শুরু করেছিল?
Ⓐ গ্রামের সাধারণ মানুষ Ⓑ বঙ্গবন্ধুর সন্তানরা
Ⓒ বিদেশিরা Ⓓ বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী Ans Ⓐ

34. ভাষা আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর গুলিবর্ষণের জন্য দায়ী কে?
Ⓐ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ Ⓑ নূরুল আমিন
Ⓒ নাজিম উদ্দিন Ⓓ টিক্কা খান Ans Ⓑ

CamScanner

35. আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
Ⓐ আওয়ামী লীগ নেতা Ⓑ মুসলিম লীগ নেতা
Ⓒ যুক্তফ্রন্ট নেতা Ⓓ গণআজাদী লীগ নেতা Ans Ⓓ

36. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম কী?
Ⓐ শেখ নাসের Ⓑ শেখ আবদুল্লাহ
Ⓒ আবদুর রব Ⓓ শেখ হাসান Ans Ⓐ

37. পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত সালে?
Ⓐ ১৯৭০ Ⓑ ১৯৭১ Ⓒ ১৯৭২ Ⓓ ১৯৬২ Ans Ⓐ

38. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনশন ভাঙিয়েছিলেন কে?
Ⓐ মহিউদ্দিন আহমদ Ⓑ ডাক্তার
Ⓒ খয়রাত হোসেন Ⓓ জেলার Ans Ⓐ

39. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?
Ⓐ বানীমর্দান Ⓑ টুঙ্গিপাড়া
Ⓒ লক্ষ্মীপুর Ⓓ ফুলপুর Ans Ⓑ

40. কয়জন মাল্লা নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাবা নৌকায় উঠেছিলেন?
Ⓐ দুইজন Ⓑ তিনজন
Ⓒ চারজন Ⓓ পাঁচজন Ans Ⓑ

41. শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর যাওয়ার ব্যাপারে দেরি করছিলেন কেন?
Ⓐ গোছগাছের জন্য Ⓑ খাবারদাবারের জন্য
Ⓒ জাহাজ মিস করার জন্য Ⓓ বিশ্রাম নেওয়ার জন্য Ans Ⓒ

42. শেখ মুজিবুর রহমানের অনশনের মধ্যে কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ ক্রোধ ও ঘৃণা Ⓑ নিঃস্বার্থপরতা
Ⓒ অহিংসা Ⓓ প্রতিবাদ Ans Ⓓ

43. সরকারি কর্মচারীদের কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থাকে কী বলা হয়?
Ⓐ আমলাতন্ত্র Ⓑ অভিজাততন্ত্র
Ⓒ গণতন্ত্র Ⓓ রাজতন্ত্র Ans Ⓐ

44. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের ভাষা কেমন?
Ⓐ কাব্যিক Ⓑ তেজোদীপ্ত
Ⓒ সহজ সরল Ⓓ জটিল ও বঙ্কিম Ans Ⓒ

45. খয়রাত হোসেন কত বছর নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলর ছিলেন?
Ⓐ সাত Ⓑ আট Ⓒ দশ Ⓓ এগার Ans Ⓒ

46. 'আমরা দুইজন প্রস্তুত হচ্ছিলাম অনশন ধর্মঘট করার জন্য।' উদ্ধৃত অংশে 'আমরা দুইজন' কারা?
Ⓐ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দিন আহমদ
Ⓑ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ
Ⓒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম
Ⓓ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী Ans Ⓑ

47. 'কিসমত' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
Ⓐ আরবি Ⓑ ফারসি
Ⓒ ফরাসি Ⓓ পর্তুগিজ Ans Ⓐ

48. বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিন ফরিদপুর জেলে যাওয়ার পূর্বে ঔষধ খেয়ে নেন কেন?
Ⓐ পেট পরিষ্কার করার জন্য Ⓑ মানসিক উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের জন্য
Ⓒ ঘুমানোর জন্য Ⓓ অসুস্থ হওয়ার জন্য Ans Ⓐ

49. 'বেশি জোরে চালাবেন না, কারণ বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়।' 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় উদ্ধৃত উক্তিটি কার?
Ⓐ ডেপুটি জেলারের Ⓑ নূরুল আমিন
Ⓒ মহিউদ্দিনের Ⓓ বঙ্গবন্ধুর Ans Ⓓ

50. 'প্যালপিটিশন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ ধড়ফড়ানি Ⓑ শাস্তি মওকুফ করা
Ⓒ প্যারোলে চিকিৎসা Ⓓ ধর্মঘট তুলে নেওয়া Ans Ⓐ

51. মহিউদ্দিন আহমদের জীবনকাল কোনটি?
Ⓐ ১৯২৫-১৯৯৭ Ⓑ ১৯২৭-১৯৭৫
Ⓒ ১৯২১-১৯৯৭ Ⓓ ১৯৩০-১৯৯৮ Ans Ⓐ

52. বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিন রাত কয়টায় ফরিদপুর পৌঁছেন?
Ⓐ রাত একটায় Ⓑ রাত এগারোটায়
Ⓒ রাত বারোটায় Ⓓ রাত চারটায় Ans Ⓓ

53. 'কাউকে খবর দিতে হবে কি না?' উক্তিটি কার?
Ⓐ সিভিল সার্জনের Ⓑ মহিউদ্দিনের
Ⓒ সুবেদারের Ⓓ ডেপুটি জেলারের Ans Ⓓ

54. বঙ্গবন্ধু চিঠি চারখানা কার কাছে দিয়েছিলেন?
Ⓐ ডেপুটির হাতে Ⓑ একজন কর্মচারীর হাতে
Ⓒ সুবেদারের হাতে Ⓓ মহিউদ্দিনের হাতে Ans Ⓑ

55. বঙ্গবন্ধু কখন চিঠি চারখানা আত্মীয়ের কাছে পৌঁছে দিতে বললেন?
Ⓐ তাঁর মৃত্যুর পর Ⓑ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার পর
Ⓒ বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে Ⓓ তাঁকে বন্দি করার পর Ans Ⓐ

56. ডেপুটি জেলার বঙ্গবন্ধুর বাবার কাছে কী পাঠানোর কথা বলেছিলেন?
Ⓐ চিঠি Ⓑ টেলিগ্রাম
Ⓒ ফ্যাক্স Ⓓ টেলিফোন Ans Ⓑ

57. 'আমাকে অবিশ্বাস করার কিছুই নাই।' উক্তিটি কার?
Ⓐ মহিউদ্দিনের Ⓑ ডাক্তারের
Ⓒ ডেপুটি জেলারের Ⓓ শেখ মুজিবের Ans Ⓒ

58. 'বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যেতে হলে লিখে দিতে হবে যে, আমার দায়িত্বে নিয়ে যাচ্ছি।' এটা কার নির্দেশ ছিল?
Ⓐ ডেপুটি জেলারের Ⓑ সিভিল সার্জনের
Ⓒ সুবেদারের Ⓓ সুবেদারের Ans Ⓑ

59. 'আব্বা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।' উক্তিটি কার?
Ⓐ শেখ লুৎফরের Ⓑ শেখ কামালের
Ⓒ শেখ হাসিনার Ⓓ তাজউদ্দিনের Ans Ⓒ

60. বঙ্গবন্ধুর মা ও স্ত্রী রেণু কোথায় ছিলেন?
Ⓐ ফরিদপুরে Ⓑ ঢাকায়
Ⓒ বরিশাল Ⓓ চট্টগ্রাম Ans Ⓑ

61. 'কেন তুমি অনশন করতে গিয়েছিলে?' উক্তিটি কার ছিল?
Ⓐ মহিউদ্দিনের Ⓑ শেখ হাসিনা
Ⓒ স্ত্রী রেণুর Ⓓ বঙ্গবন্ধুর বাবার Ans Ⓒ

62. উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল কে?
Ⓐ আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ Ⓑ নূরুল আমিন
Ⓒ ইয়াহিয়া খান Ⓓ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ Ans Ⓓ

63. 'তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।' এ কথা কে বলেছে?
Ⓐ হাচু Ⓑ কামাল
Ⓒ নাসের Ⓓ রাসেল Ans Ⓑ

64. 'বায়ান্নর দিনগুলো' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কী ধরনের রচনা?
Ⓐ আত্মজৈবনিক কাহিনি Ⓑ ভ্রমণ সাহিত্য
Ⓒ সামাজিক উপন্যাস Ⓓ ঐতিহাসিক নাটক Ans Ⓐ

65. কারা বাঙালিদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চাইছে?
Ⓐ একটা বিশেষ গোষ্ঠী Ⓑ পূর্ব পাকিস্তানিরা
Ⓒ পশ্চিম পাকিস্তানিরা Ⓓ ভারতীয় কিছু জনগোষ্ঠী Ans Ⓐ

66. 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনাটিতে ফুটে উঠেছে–
Ⓐ পাকিস্তান সরকারের অপশাসন Ⓑ পাকিস্তানিদের অত্যাচার
Ⓒ বাঙালির অধিকার হরণের চেষ্টা Ⓓ সবগুলো Ans Ⓓ

67. 'বেলুচিস্তান' কোথায়?
Ⓐ ভারতে Ⓑ মায়ানমার
Ⓒ পাকিস্তানে Ⓓ মালদ্বীপে Ans Ⓒ

68. 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় কোন নামটির উল্লেখ নেই?
Ⓐ আমির হোসেন Ⓑ মহিউদ্দিন
Ⓒ নাসের Ⓓ শের-ই-বাংলা Ans Ⓓ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

গদ্যাংশ

অধ্যায় ৭

রেইনকোট — আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জন্মগ্রহণ করেন– ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তিনি গাইবান্ধার গোটিয়া গ্রামে মামাবাড়িতে। পিতা : বি.এম. ইলিয়াস এবং মাতা : মরিয়ম ইলিয়াস।
- তাঁর পিতৃনিবাস– বগুড়া শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত নারুলি গ্রামে।
- তাঁর পিতৃদত্ত নাম– আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস।
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের শিক্ষাজীবন : প্রথমে বগুড়ায় ও পরে ঢাকায় তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়।
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।
- তিনি কর্মজীবনে ছিলেন– সরকারি কলেজের বাংলা বিষয়ের অধ্যাপক; মিউজিক্যাল কলেজের উপাধ্যক্ষ; প্রাইমারি শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরিচালক; মফিজউদ্দিন শিক্ষা কমিশনের সদস্য ছিলেন।
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জীবন ও জগৎকে পর্যবেক্ষণ করেছেন– গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহযোগে।
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কর্মজীবন শুরু করেন– প্রভাষক হিসেবে তৎকালীন জগন্নাথ কলেজে যোগদানের মাধ্যমে।
- তিনি সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন– দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, দারিদ্র্য, শোষণ, বঞ্চনা প্রভৃতি বিষয়কে।
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস গভীর দক্ষতা অর্জন করেছিলেন– মানুষের পরম সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক প্রান্তসমূহ উন্মোচনে।
- তিনি 'বাংলা একাডেমি পুরস্কারে' ভূষিত হন– ১৯৮২ সালে।
- তিনি 'আনন্দ পুরস্কারে' ভূষিত হন– ১৯৯৬ সালে।
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মারা যান– ১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তিনি ঢাকায়।

সাহিত্যকর্ম

- আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিখ্যাত উপন্যাস– **চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭)** ও **খোয়াবনামা (১৯৯৬)**।
- তাঁর 'খোয়াবনামা' উপন্যাসটি– **ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৩-এর মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত।**
- তাঁর বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ– **অন্য ঘরে অন্য স্বর (১৯৭৬), খোয়ারি (১৯৮২), দুধভাতে উৎপাত (১৯৮৫), দোজখের ওম (১৯৮৭), জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল (১৯৯৭)।**
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মহাকাব্যোচিত উপন্যাস– **'চিলেকোঠার সেপাই'** ও **'খোয়াবনামা'**।
- তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ– **সংস্কৃতির ভাঙা সেতু (১৯৯৮)।**
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসটি– **উনসত্তরের (১৯৬৯) গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত।**
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিখ্যাত কয়েকটি গল্প– **প্রতিশোধ, অপঘাত, রেইনকোট, মিলির হাতে স্টেনগান।**
- 'মিলির হাতে স্টেনগান' ও 'রেইনকোট'– **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প।**

গল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- 'রেইনকোট' গল্পটি প্রকাশিত হয়– ১৯৯৫ সালে। পরে এটি লেখকের সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' (১৯৯৭) গ্রন্থে সংকলিত হয়।
- 'রেইনকোট' গল্পের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে– আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র ১ থেকে।
- 'রেইনকোট' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে– মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে। গল্পের প্রেক্ষাপট– ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ।
- মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা আক্রমণ শুরু করেছিল– ঢাকায়।
- রেইনকোট গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের– শেষ পর্যায়ের গল্প।
- বৃষ্টি শুরু হয়েছিল– মঙ্গলবার ভোররাত থেকে।
- কলেজের উর্দুর প্রফেসরের নাম– আকবর সাজিদ।
- বাতাস আর বৃষ্টির ঝাপটার সঙ্গে ঘরে ঢোকে– প্রিন্সিপ্যালের পিওন।
- পিওন ইসহাকের বক্তব্যে ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার ফাটিয়ে দিয়েছে– মিসক্রিয়েন্টরা।
- ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার– কলেজের সামনের দেয়াল ঘেঁষে।
- দেয়ালের পর– বাগান ও টেনিস লন।
- প্রিন্সিপ্যালের বাড়ির গেটে বোমা মারা অর্থ– **মিলিটারি ক্যাম্প অ্যাটাক করা।**
- নুরুল হুদাকে এক্সট্রা তটস্থ থাকতে হয়– মিন্টুর জন্য।
- 'ফওরন' শব্দের অর্থ– তাড়াতাড়ি।
- 'সেনাবাহিনীকে নিয়ে মজা করে শায়েরি করা খুব বড় অপরাধ।' মিলিটারি এ কথাটি বলে– প্রিন্সিপ্যালকে।
- ইসহাক জিওগ্রাফির প্রফেসরের বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়– বেবি ট্যাক্সিতে চড়ে।
- 'আগে বাড়ো' ড্রাইভারকে এই নির্দেশনা দেয়– মিলিটারি।
- মিন্টু মগবাজারের দুই কামরার ফ্ল্যাট থেকে চলে যায়– ২৩ জুন।
- পূর্বদিকের জানালা ধরে দাঁড়ালে চোখে পড়ে– বিল আর ধানক্ষেত।
- পিওন ঘরে ঢুকলে নুরুল হুদার ইচ্ছে করে– জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে।
- 'রেইনকোট' গল্পে উল্লেখ আছে–হেমন্ত ও বর্ষা ঋতুর।
- মিলিটারির নেতৃত্বে আছেন– কর্নেল।
- কলেজটা যাদের হাতে– মিলিটারির।
- মিলিটারির কর্নেল বলা চলে– ইসহাক মিয়াকে।
- ইসহাককে দেখে সকলেই– তটস্থ থাকে।
- প্রিন্সিপ্যাল দিন-রাত দোয়া দরুদ পড়ে– পাকিস্তানিদের জন্য।
- সব স্কুল কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটানোর পরামর্শ দিয়েছেন– প্রিন্সিপ্যাল ড. আফাজ আহমদ।
- রেডিও টেলিভিশনে হরদম বলছে– সিচুয়েশন নর্মাল।
- এপ্রিল মাস থেকে ইসহাক– উর্দু ভাষায় কথা বলে।
- 'রেইনকোট' গল্পে হাঁপানির টান আছে– **নুরুল হুদার।**
- 'রেইনকোট' গল্পের গল্পকথকের স্ত্রীর নাম– আসমা।
- মিরপুর ব্রিজ থেকে গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে– আসমা।
- পাকিস্তানি বাহিনী গ্রামেগঞ্জে গিয়েই প্রথমে কামান তাক করেছে– শহিদ মিনারের দিকে।
- নুরুল হুদা মগবাজার থেকে বাড়ি শিফট করে– জুলাইয়ের পয়লা তারিখে।
- 'এসব হলো পাকিস্তানের ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার' উক্তিটি– কিসিনজার সাহেবের।
- সর্দার গোছের রাজাকার– ওয়েলডিং ওয়ার্কশপের মালিকের শ্বশুর।
- নুরুল হুদার মেয়ের বয়স– আড়াই বছর।
- নুরুল হুদার ছেলের বয়স– পাঁচ বছর।
- প্রিন্সিপ্যাল কথা বলেন– খ্যাসখ্যাসে গলায়।
- 'আমার ভাইটাকে আর ঢাকায় রাখলাম না।' উক্তিটি– নিচের তলার ভদ্রলোকের।
- মিলিটারি আসার পর থেকে নুরুল হুদা বাড়ি বদল করে– চারবার।
- প্রিন্সিপ্যাল তোয়াজ করে– আকবর সাজিদকে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATION

CamScanner

- বাচাল টাইপের– দোকানদার ছেলেটা।
- একটা জিপ উড়িয়ে দেওয়ার খবর নুরুল হুদাকে দেয়– দোকানদার ছেলেটা।
- প্রথমে যে দুজন বাস থেকে নামে তারা– একটা চোর আরেকটা পকেটমার।
- কয়েকজন মানুষ অপেক্ষা করছে– আসাদ গেটে বাসস্টপেজে।
- যাবতীয় গাড়ি থামাচ্ছে– মিলিটারি।
- নুরুল হুদা বাস থেকে নামে– নিউমার্কেট।
- কলেজে আলমারি আনা হয়েছিল– দশটি।
- প্রিন্সিপ্যালের সিংহাসন মার্কা চেয়ারে বসে আছে– জাঁদরেল টাইপের এক মিলিটারি পান্ডা।
- ঘুষি মারার পর নুরুল হুদাকে খাওয়ানো হয়– পাউরুটি আর দুধ।
- নুরুল হুদার বেঁটেখাটো শরীরটাকে মিলিটারিরা– ছাদে লাগানো আংটার সাথে ঝুলিয়ে দেয়।
- নুরুল হুদার পাছায় বাড়ি পড়ছে– সপাৎ সপাৎ করে।
- ক্র্যাক-ডাউনের রাত বলতে বোঝানো হয়– ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতকে।
- নুরুল হুদাকে মিলিটারি ঘুষি দেয়– দুইটি।
- মিসক্রিয়ান্টরা কলেজে ঢুকেছিল– কুলির ছদ্মবেশে।
- কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে আলমারি সাজানোর সময় চলছিল– বর্ষা ঋতু।
- নুরুল হুদার কলিগরা ফিসফিস করে– স্টাফ রুমে বসে।
- 'রেইনকোট' গল্পে উল্লেখ আছে– বোটানি, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, ইংরেজি, কেমিস্ট্রি, উর্দু ডিপার্টমেন্টের।
- পাকিস্তানের 'ইন্টার্নাল অ্যাফেয়ার'– বাঙালির উপর নির্যাতন।
- 'সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজের সঙ্গে তারা সামহাউ অর আদার ইনভলভড' উক্তিটি– প্রিন্সিপ্যালের।
- 'টু শব্দটি না করা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– কোনো প্রতিবাদ না করা।
- 'রেইনকোট' গল্পে উল্লেখ আছে– এপ্রিল, জুন, জুলাই মাসের।
- ছেলেরা কলেজে আসে না– সব ক্লাস বন্ধ বলে।
- রেইনকোট পরে নুরুল হুদা হাঁটে– হনহন করে।
- মিলিটারি যাবতীয় গাড়ি থামিয়ে– প্যাসেঞ্জারদের তল্লাশি করছে।
- নুরুল হুদার চতুর্থ নম্বর বাড়ির জানালা আছে– পূর্ব দিকে।

Part 2

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. নুরুল হুদাকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর তলব করার কারণ–
Ⓐ অফিসারের নির্দেশে Ⓑ প্রিন্সিপ্যালের অভিযোগে
Ⓒ মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী ভেবে Ⓓ তাকে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে
Ans: Ⓒ

02. নিচের কোনটি উপন্যাস?
Ⓐ মিলির হাতে স্টেনগান Ⓑ অন্য ঘরে অন্য স্বর
Ⓒ খোয়াবনামা Ⓓ ছাড়পত্র
Ans: Ⓒ

03. 'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযোদ্ধারা কার বাড়ির গেটে বোমা ফেলেছিল?
Ⓐ নুরুল হুদা Ⓑ ড. আফাজ আহমদ
Ⓒ প্রফেসর আকবর সাজিদ Ⓓ আবদুস সাত্তার মৃধা
Ans: Ⓑ

04. নিচের কোনটি মহাকাব্যিক উপন্যাস?
Ⓐ চিলেকোঠার সেপাই Ⓑ অন্য ঘরে অন্য স্বর
Ⓒ খোঁয়ারি Ⓓ দোজখের ওম
Ans: Ⓐ

05. 'রেইনকোট' গল্পে রেইনকোট বহন করছে–
Ⓐ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস Ⓑ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
Ⓒ মুক্তিযুদ্ধের লোকগাঁথা Ⓓ মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা
Ans: Ⓑ

06. 'রেইনকোট' গল্পের মসজিদের মাইক্রোফোন অকেজো ছিল কেন?
Ⓐ কর্নেলের হুকুমে Ⓑ নষ্ট হওয়ায়
Ⓒ গুলি লেগেছিল Ⓓ বিদ্যুৎ না থাকায়
Ans: Ⓓ

07. কার জন্য প্রিন্সিপ্যাল দিনরাত দোয়া-দরুদ পড়ে?
Ⓐ মুক্তিবাহিনীর জন্য Ⓑ শিক্ষকদের জন্য
Ⓒ পাকিস্তানের জন্য Ⓓ পরিবারের জন্য
Ans: Ⓒ

08. প্রিন্সিপ্যাল কোন সময় স্কুল-কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটানোর জন্য আবেদন জানায়?
Ⓐ যুদ্ধের শুরুতে Ⓑ এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি
Ⓒ জুন মাসের শেষে Ⓓ মার্চ মাসের ২৫ তারিখে
Ans: Ⓑ

09. মিন্টু কোথায় আছে সেটা কে জানে?
Ⓐ প্রিন্সিপ্যাল Ⓑ পাকিস্তানি বাহিনী
Ⓒ নুরুল হুদা ও তার বউ Ⓓ আব্দুস সাত্তার মৃধা
Ans: Ⓒ

10. গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে কোন পোশাকে?
Ⓐ বোরখা Ⓑ রেইনকোট
Ⓒ পাঞ্জাবি Ⓓ মিলিটারির পোশাক
Ans: Ⓑ

11. মেয়ের ঘুম ভাঙা ভাঙা বুলি শুনে নুরুল হুদার অনুভূতি কেমন ছিল?
Ⓐ অবাক লাগছিল Ⓑ চমকে উঠেছিল
Ⓒ স্বর্গীয় অনুভূতি জাগে Ⓓ শান্তির ছোঁয়া লাগে প্রাণে
Ans: Ⓑ

12. 'মিসক্রিয়ান্ট' অর্থ দুষ্কৃতিকারী কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ সাধারণ অর্থে Ⓑ উচ্চ অর্থে
Ⓒ ভীতু অর্থে Ⓓ হেয় অর্থে
Ans: Ⓓ

13. 'সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজের সঙ্গে তারা সামহাউ অর আদার ইনভলভড' উক্তিটি কার?
Ⓐ নুরুল হুদার Ⓑ মিলিটারির
Ⓒ প্রিন্সিপ্যালের Ⓓ ইসহাকের
Ans: Ⓒ

14. 'তাতে আর দুলাভাইয়ের দোষটা কোথায়?' এখানে কার দুলাভাইয়ের কথা বলা হয়েছে?
Ⓐ প্রিন্সিপ্যালের Ⓑ মিন্টুর
Ⓒ ওয়েলডিং ওয়ার্কশপের মালিকের Ⓓ ইসহাকের
Ans: Ⓑ

15. 'রেইনকোট' গল্পে ব্যবহৃত দ্বিরুক্তি শব্দযুগল কোনটি?
Ⓐ দমদম, টপটপ Ⓑ দমাদম, চুপচাপ
Ⓒ দমাদম, টপাটপ Ⓓ দমাদম, হেঁ হেঁ
Ans: Ⓒ

16. 'টু শব্দটি না করা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
Ⓐ চুপচাপ লুকিয়ে থাকা Ⓑ প্রচণ্ড আঘাতের শব্দ
Ⓒ কোনো প্রতিবাদ না করা Ⓓ নীরব থাকা
Ans: Ⓒ

17. কে খ্যাসখ্যাসে গলায় হিন্দুস্তান ও মিসক্রিয়ান্টদের অবশ্যম্ভাবী পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করে?
Ⓐ ইসহাক Ⓑ প্রিন্সিপ্যাল Ⓒ মিলিটারি Ⓓ মিন্টু
Ans: Ⓑ

18. কেন নুরুল হুদা বৃষ্টিতে রিকশার পরোয়া করে না?
Ⓐ রাস্তায় রিকশা নেই বলে Ⓑ রেইনকোট গায়ে আছে বলে
Ⓒ বাসস্ট্যান্ড কাছে বলে Ⓓ রিকশা ভাড়া নেই বলে
Ans: Ⓑ

19. কোন ঋতুর শেষের বৃষ্টিতে নুরুল হুদার শীত শীত ভাব হয়?
Ⓐ গ্রীষ্মের শেষে Ⓑ শেষ বর্ষায়
Ⓒ শেষ হেমন্তে Ⓓ শীতের শেষে
Ans: Ⓒ

20. 'পিওন তাকে মিসক্রিয়ান্টদের লোক ভাবে নাকি?' এ বাক্যে 'মিসক্রিয়ান্ট' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ মিলিটারদের Ⓑ মুক্তিযোদ্ধাদের
Ⓒ রাজাকারদের Ⓓ পাক বাহিনী
Ans: Ⓑ

21. বাস থেকে নেমে যাওয়া দুজন যাত্রীকে নুরুল হুদার কাছে কী মনে হয়?
Ⓐ মিসক্রিয়ান্ট Ⓑ ক্রিমিনাল
Ⓒ চোর Ⓓ পকেটমার
Ans: Ⓑ

22. কোন বাসস্টপেজে ঝিরঝির বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকজন মানুষ অপেক্ষা করছিল?
Ⓐ আমতলী Ⓑ বিজয় সরণি
Ⓒ আসাদ গেট Ⓓ কলেজ গেট
Ans: Ⓒ

23. বাসে যেতে যেতে নুরুল হুদার কী দেখে এক্সট্রা ভালো লাগে?
Ⓐ দেশ-বিদেশের পতাকা Ⓑ পাকিস্তানের পতাকা
Ⓒ ট্রান্সপারেন্ট Ⓓ বাংলাদেশের পতাকা
Ans: Ⓒ

24. কখন নুরুল হুদার সমস্ত ভালো লাগাটা চিড় খায়?
Ⓐ গাড়ি নষ্ট হয়ে গেলে Ⓑ হঠাৎ বাস ব্রেক কষলে
Ⓒ মিলিটারির আগমনে Ⓓ গোলাগুলি শুরু হলে
Ans: Ⓑ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

25. ক্র্যাক-ডাউনের রাত কেটে ভোর হলে মিলিটারির গুলিতে ছাদ থেকে কে পড়ে যায়?
Ⓐ ইমাম সাহেব Ⓑ মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেব
Ⓒ ইসহাকের শ্যালক Ⓓ প্রিন্সিপ্যাল Ans Ⓑ

26. 'দ্বিতীয়বার আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা করার সুযোগ তার আর মেলেনি।' কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
Ⓐ ইসহাকের Ⓑ মিন্টুর Ⓒ প্রিন্সিপ্যালের Ⓓ মুয়াজ্জিনের Ans Ⓓ

27. নুরুল হুদা যে বাসে চড়ে সেই গাড়িতে কেমন আকৃতির মিলিটারি উঠল?
Ⓐ বেঁটে, কালো Ⓑ ফর্সা, খাটো
Ⓒ লম্বা ও খুব ফর্সা Ⓓ খুব লম্বা ও মোটা Ans Ⓒ

28. মিসক্রিয়ান্ট কুলি গ্যাঙের সক্রিয় সদস্য হিসেবে কার নাম বলেছে?
Ⓐ ড. আফাজ আহমদের নাম Ⓑ নুরুল হুদার নাম
Ⓒ মিন্টুর নাম Ⓓ আব্দুস সাত্তার মৃধার নাম Ans Ⓑ

29. 'বাংলার বর্ষা তো শালারা জানে না। রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইনটার, আমাদের জেনারেল মনসুন।' কথাটি কে বলেছিল?
Ⓐ এক মজুর Ⓑ স্টাফরুমের কলিগ
Ⓒ ছদ্মবেশী ছেলে Ⓓ মিন্টু Ans Ⓑ

30. মিলিটারি নুরুল হুদাকে একই প্রশ্ন করে জবাব না পেয়ে কী করে?
Ⓐ থাপ্পড় মারে Ⓑ মুখে ঘুষি মারে
Ⓒ দুধ-পাউরুটি খাওয়ায় Ⓓ চাবুক মারে Ans Ⓑ

31. 'সাভভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজ' বলতে কী বোঝায়?
Ⓐ যুদ্ধবিরোধী কার্যক্রম Ⓑ রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রম
Ⓒ মানবতাবিরোধী কার্যক্রম Ⓓ গণতন্ত্রবিরোধী কার্যক্রম Ans Ⓑ

32. 'রেইনকোট' গল্প কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত হয়েছে?
Ⓐ চরিত্রের দৃষ্টিকোণ Ⓑ কাহিনির দৃষ্টিকোণ
Ⓒ জনসাধারণের দৃষ্টিকোণ Ⓓ সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ Ans Ⓐ

33. 'এই কয়েক মাসে কত সুরাই সে মুখস্থ করেছে।' এখানে 'সে' দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ প্রিন্সিপ্যালকে Ⓑ নুরুল হুদাকে
Ⓒ আসমাকে Ⓓ ইকবালকে Ans Ⓑ

34. বাতাস আর বৃষ্টির ঝাপটার সঙ্গে ঘরে ঢোকে–
Ⓐ আব্দুর রহিম Ⓑ প্রিন্সিপ্যালের পিয়ন Ⓒ সাজিদ Ⓓ প্রিন্সিপ্যাল Ans Ⓑ

35. 'তুমি বরং মিন্টুর রেইনকোটটা নিয়ে যাও।' আসমা কাকে উদ্দেশ করে উক্তিটি করে?
Ⓐ কর্নেলকে Ⓑ নুরুল হুদাকে
Ⓒ ইসহাককে Ⓓ প্রিন্সিপ্যালকে Ans Ⓑ

36. রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইন্টার আর আমাদের জেনারেল–
Ⓐ সামার Ⓑ মনসুন Ⓒ স্প্রিং Ⓓ ফল Ans Ⓑ

37. 'রেইনকোট' গল্পের প্রিন্সিপ্যালের ক্ষেত্রে নিচের কোন শব্দটি প্রযোজ্য?
Ⓐ দেশপ্রেমিক Ⓑ সমাজসচেতন Ⓒ অহংকারী Ⓓ সুবিধাবাদী Ans Ⓓ

38. 'রেইনকোট' গল্পে কে বাংলা ছেড়ে উর্দু বলা শুরু করেছে?
Ⓐ আকবর সাজিদ Ⓑ ইসহাক মিয়া
Ⓒ আবদুস সাত্তার Ⓓ নুরুল হুদা Ans Ⓑ

39. ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মারটি কীসের দেওয়াল ঘেঁষে ছিল?
Ⓐ কলেজের সামনের Ⓑ কলেজের পিছনের
Ⓒ বাড়ির সামনের Ⓓ বাড়ির পিছনের Ans Ⓐ

40. বর্তমানে ইসহাককে কী বলে চালিয়ে দেওয়া যায়?
Ⓐ মেজর Ⓑ মিলিটারির খাস চামচা
Ⓒ মিলিটারির কর্নেল Ⓓ প্রিন্সিপ্যালের বন্ধু Ans Ⓒ

41. বাস থামার সঙ্গে সঙ্গে তিনটে ক্রিমিনাল কোথায় নেমে পড়ে?
Ⓐ পরের স্টপেজ Ⓑ কলেজ গেটে
Ⓒ আসাদ গেটে Ⓓ মিলিটারি ক্যাম্পে Ans Ⓐ

42. মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি মিলিটারির কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ মহত্ত্ব Ⓑ আধিপত্য
Ⓒ পৈশাচিক আচরণ Ⓓ দেশপ্রেম Ans Ⓒ

43. গল্পে উল্লেখকৃত বৃষ্টির মেয়াদ কত দিন হবে বলে অনুমান করা হয়েছে?
Ⓐ দুই Ⓑ তিন Ⓒ চার Ⓓ পাঁচ Ans Ⓑ

44. 'রেইনকোট' গল্পটি কোন সময়ে রচিত হয়েছিল?
Ⓐ শেষ হেমন্তে Ⓑ শীতের শেষে
Ⓒ গ্রীষ্মের শুরুতে Ⓓ শরৎকালে Ans Ⓐ

45. নুরুল হুদা রেইনকোট পরেছিল কেন?
Ⓐ মুক্তিযুদ্ধের জন্য Ⓑ দেশকে রক্ষার জন্য
Ⓒ বৃষ্টি হতে রক্ষা পাবার জন্য Ⓓ সাহস সঞ্চারণের জন্য Ans Ⓒ

46. 'অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজে তোমার হাঁপানির টানটা আবার–' কে এ উক্তিটি করেছে?
Ⓐ ইসহাক Ⓑ নুরুল হুদা
Ⓒ আসমা Ⓓ আফাজ আহমেদ Ans Ⓒ

47. 'রেইনকোট' গল্পে বাদলায় কাদের একটু জিরিয়ে নেবার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে?
Ⓐ সাধারণ মানুষদের Ⓑ মিলিটারিদের
Ⓒ বন্দুক-বারুদের Ⓓ পশুপাখিদের Ans Ⓒ

48. 'রেইনকোট' গল্পের 'জেনারেল স্টেটমেন্ট' অনুসারে শনিবার এবং মঙ্গলবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে বৃষ্টি শুরু হলে তা কতদিন স্থায়ী হয়?
Ⓐ এক দিন Ⓑ তিন দিন Ⓒ সাত দিন Ⓓ দশ দিন Ans Ⓐ

49. 'এই বৃষ্টির মেয়াদ আল্লা দিলে পুরো...।' 'রেইনকোট' গল্পে এ বাক্যটির শূন্যস্থানে কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ এক দিন Ⓑ সাত দিন Ⓒ চার দিন Ⓓ তিন দিন Ans Ⓓ

50. 'পিওনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছা করছে।' 'রেইনকোট' গল্পে নুরুল হুদার এ উক্তিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ বিপদ কেটে যাওয়ার আনন্দ Ⓑ সংশয় কেটে যাওয়ার আনন্দ
Ⓒ কৃতজ্ঞতা Ⓓ পিওনের প্রতি ভালোবাসা Ans Ⓐ

51. 'সব ভেস্তে দিল।' 'রেইনকোট' গল্পে কী ভেস্তে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে?
Ⓐ সুখ Ⓑ শান্তি Ⓒ আরাম Ⓓ আনন্দ Ans Ⓒ

52. 'রেইনকোট' গল্পে 'তোড় দিয়া' শব্দের অর্থ কী?
Ⓐ উড়িয়ে দিয়েছে Ⓑ নষ্ট করে দিয়েছে
Ⓒ দৌড় দিয়েছে Ⓓ পালিয়ে দিয়েছে Ans Ⓐ

53. দোকানদার কোন জেলার অর্ধেকের বেশি স্বাধীন হওয়ার কথা বলে?
Ⓐ ঢাকা-মানিকগঞ্জ Ⓑ রংপুর-দিনাজপুর
Ⓒ রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ Ⓓ রংপুর-নাটোর Ans Ⓑ

54. 'ক্যাম্প' শব্দটি কোন ভাষার?
Ⓐ হিন্দি Ⓑ ফারসি Ⓒ পর্তুগিজ Ⓓ ইংরেজি Ans Ⓓ

55. 'রেইনকোট' গল্পে বাদলার সকালটা কেমন ছিল?
Ⓐ চমৎকার Ⓑ বিরক্তিকর
Ⓒ মেঘলা Ⓓ শান্ত-নিবিড় Ans Ⓐ

56. 'রেইনকোট' গল্পে সর্বমোট কয়টি আলমারি কলেজে নিয়ে আসা হয়েছে?
Ⓐ ৭টি Ⓑ ১০টি Ⓒ ১২টি Ⓓ ১৫টি Ans Ⓑ

57. নুরুল হুদা গ্রেফতারের পর কার জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন?
Ⓐ প্রিন্সিপালের Ⓑ মিন্টুর
Ⓒ আকবর সাজিদের Ⓓ ইসহাক মিয়ার Ans Ⓒ

58. 'রেইনকোট' গল্পে 'গ্যাঙ' শব্দটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ পাকিস্তানি দল Ⓑ মুক্তিযোদ্ধার দল
Ⓒ গেরিলা দল Ⓓ দুর্বৃত্ত দল Ans Ⓑ

59. মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকায় কোন আক্রমণ শুরু করেছিল?
Ⓐ আর্টিলারি Ⓑ গেরিলা Ⓒ চোরাগোপ্তা Ⓓ সম্মুখ Ans Ⓑ

60. স্টেনগানওয়ালা ছোকরা বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ কুলিদের Ⓑ ছদ্মবেশীদের
Ⓒ বাসের হেল্পারদের Ⓓ মুক্তিযোদ্ধাদের Ans Ⓓ

61. 'রেইনকোট' গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের কোন সময়কালকে নিয়ে রচিত?
Ⓐ প্রস্তুতি পর্যায় Ⓑ প্রথম পর্যায়
Ⓒ মধ্যম পর্যায় Ⓓ শেষ পর্যায় Ans Ⓓ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

গদ্যাংশ

অধ্যায় ৮ বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ শে জুন (বাংলা ১৩ আষাঢ় ১২৪৫) পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- **পিতা :** যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর।
- **শিক্ষাজীবন :** এন্ট্রান্স (১৮৫৭) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বি.এ. (১৮৫৮) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বি.এল. (১৮৬৯) প্রেসিডেন্সি কলেজ। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম স্নাতকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র একজন।
- **ছদ্মনাম :** বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক ছদ্মনাম 'কমলাকান্ত'।
- **কর্মজীবন/পেশা :** পদবি : ম্যাজিস্ট্রেট (১৮৫৮) পদে নিযুক্ত। কর্মস্থল : যশোর, খুলনা, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, মেদিনীপুর, বারাসাত, হাওড়া, আলীপুর প্রভৃতি।
- **পরিচিতি :** বাংলা ভাষায় প্রথম শিল্পসম্মত উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তাঁরই। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রধান সৃষ্টিশীল লেখকদের একজন।
- **খেতাব :** 'সাহিত্যসম্রাট' সাহিত্যের রসবোদ্ধাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খেতাব। হিন্দু ধর্মানুরাগীদের কাছ থেকে 'ঋষি' আখ্যা লাভ। তাঁকে 'বাংলার ওয়াল্টার স্কট'ও বলা হয়।
- **সাহিত্য স্বীকৃতি :** বাংলা উপন্যাসের জনক, যুগন্ধর সাহিত্য স্রষ্টা। বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ লেখক।
- **উপন্যাস :** দেবী চৌধুরাণীর স্বামী রাজসিংহের আদেশে দুর্গেশনন্দিনী-কপালকুণ্ডলার জন্য বিষবৃক্ষের নিচে রজনীতে আনন্দমঠ তৈরি করেন। সীতারামের স্ত্রী মৃণালিনী, ইন্দিরাকে এ কথা বললে রাধারাণীর স্বামী চন্দ্রশেখর যুগলাঙ্গুরীয়র পরিবর্তে কৃষ্ণকান্তের উইল ফিরিয়ে নেয়।
- **প্রবন্ধ :** বঙ্গদেশের কৃষকেরা, বিবিধ প্রবন্ধ, কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিজ্ঞানরহস্যের, সাম্য বুঝতে না পেরে কমলাকান্তের দপ্তরে হাজির হলো।
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাত নম্বর কম পেয়ে ফেল করেন– **Mental and Moral Science এ।**
- ১৮৫৮ সালে বি.এ. পরীক্ষায় Mental and Moral Science বিষয়ে সাত নম্বর কম পেয়ে ফেল করেন– **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু।**
- ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে সুদীর্ঘ ৩৩ বছর চাকরি করার পর অবসর গ্রহণ করেন– **১৮৯১ সালে।**
- তাঁর রচিত প্রথম ইংরেজি উপন্যাস Rajmohon's Wife (1864) প্রথম প্রকাশিত হয়– **Indian Field পত্রিকায়।**
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেন– **'সাম্য' গ্রন্থটি।**
- তিনি যে সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন– **বঙ্গদর্শন (১৮৭২)।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্সধর্মী উপন্যাস– **দুর্গেশনন্দিনী।**
- বঙ্কিমচন্দ্রের *রজনী* উপন্যাসটি যে ইংরেজি উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে রচিত– **ইংরেজ ঔপন্যাসিক E.B Lytton রচিত The last Days of Pompeii অবলম্বনে রচিত।**
- উপন্যাস রচনায় তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন– **ইংরেজি ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কট কর্তৃক।**
- মোগল-পাঠানের যুদ্ধের পটভূমিকায় নরনারীর প্রেমের উপাখ্যান অবলম্বনে তাঁর রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত– **দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)।**
- বঙ্কিমচন্দ্রের পরে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকা সম্পাদনা করেন– **তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।**
- তাঁর রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস– **কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)।**
- দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত ৩য় উপন্যাস– **মৃণালিনী (১৮৬৯)।**
- সামাজিক সমস্যার আলোকে তাঁর উপন্যাস– **বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)।**
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস– **রজনী (১৮৭৭)।**
- বঙ্কিমচন্দ্রের রম্যব্যঙ্গ রচনা সংকলনের নাম– **কমলাকান্তের দপ্তর।**
- বঙ্কিমচন্দ্রের খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস– **রাজসিংহ।**
- বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহে 'প্রচার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়– **১৮৮৪ সালে।**
- 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের প্রতিক্রিয়ায় ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচনা করেন– **রায়নন্দিনী (১৯১৮) উপন্যাস।**

সাহিত্যকর্ম

- **উপন্যাস :** Rajmohon's Wife (১৮৬৪), দুর্গেশনন্দিনী (প্রথম উপন্যাস, ১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রজনী (১৮৭৭), চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ (১৮৮২), ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী।
- **ত্রয়ী উপন্যাস :** আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭)।
- **কাব্যগ্রন্থ :** ললিতা তথা মানস (১৮৫৬) : তাঁর রচিত প্রথম এবং একমাত্র কাব্যগ্রন্থ।
- **প্রবন্ধ :** লোকরহস্য (১৮৭৪), বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫, তিন অংশে বিভক্ত), সাম্য (১৮৭৯), কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬), ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন (১৮৮৮), শ্রীমদ্ভগবদগীতা, বঙ্গদেশের কৃষক, বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতি।

গল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **উৎস পরিচিতি :** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধটি ১৮৮৫ সালে 'প্রচার' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে প্রবন্ধটি তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।
- **প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত বিষয় :** সাধুরীতিতে লেখা 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধটি আকারে ছোট হলেও চিন্তার মৌলিকত্বে অসাধারণ। বক্তব্যের তাৎপর্য বিচার করলে প্রবন্ধটির সর্বকালীন বৈশ্বিক আবেদন রয়েছে। এ প্রবন্ধে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নবীন লেখকদের যে পরামর্শ দিয়েছেন চিরন্তন সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তা অবশ্যই পালনীয়। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র অত্যাবশ্যক শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে অল্প কথায় এখানে লেখকের আদর্শ কী হওয়া উচিত তা তুলে ধরেছেন। নবীন লেখকগণ বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপদেশ গ্রহণ করলে বাংলা সাহিত্যের পাঠক সমাজ যেমন উপকৃত হবে তেমনি আমাদের সৃজনশীল সাহিত্য জগৎ সমৃদ্ধ হবে।
- **প্রথম লাইন–** যশের জন্য লিখিবেন না।
- **শেষ লাইন–** এই নিয়মগুলি বাঙ্গালার লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।
- **ভাষারীতি :** সাধুরীতি।

CamScanner

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. লেখকের 'লোকরঞ্জন-প্রবৃত্তি' প্রবল হয়ে ওঠে কী কারণে?
Ⓐ পাঠকের রুচি বিবেচনায় আনলে
Ⓑ অর্থলাভের আশায় লিখলে
Ⓒ সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য থাকলে
Ⓓ বিদ্যা প্রকাশের প্রচেষ্টা থাকলে
Ans Ⓑ

02. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'লেখা' বিলম্বে ছাপাতে বলেছেন কেন?
Ⓐ উপযুক্ত প্রমাণ সংযোজনের সুবিধার্থে
Ⓑ পাঠকের মনে চাহিদার উদ্রেক করতে
Ⓒ লেখার ভুল-ত্রুটি সংশোধন করতে
Ⓓ মনুষ্যজাতির মঙ্গল সাধন করতে
Ans Ⓒ

03. লেখক রচনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কীসের জন্য লিখতে বারণ করেছেন?
Ⓐ যশের Ⓑ ক্ষমতার
Ⓒ অর্থলাভের Ⓓ ব্যক্তিস্বার্থের
Ans Ⓒ

04. লেখা ভালো হলে কোনটি নিশ্চিত?
Ⓐ অর্থ আসবে Ⓑ অলংকার আসবে
Ⓒ খ্যাতি আসবে Ⓓ প্রকাশক আসবে
Ans Ⓒ

05. অর্থের উদ্দেশ্যে লিখতে গেলে কোন প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে?
Ⓐ চুরি করার প্রবৃত্তি Ⓑ স্বার্থ-সাধন প্রবৃত্তি
Ⓒ হিংসাত্মক প্রবৃত্তি Ⓓ লোক-রঞ্জন প্রবৃত্তি
Ans Ⓓ

06. বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য কোনটি?
Ⓐ মানব-কল্যাণ Ⓑ লোকরঞ্জন
Ⓒ যশলাভ Ⓓ অর্থলাভ
Ans Ⓐ

07. প্রবন্ধ অনুসারে কোথায় এখন অনেকে টাকার জন্য লেখে?
Ⓐ এশিয়ায় Ⓑ ইউরোপে
Ⓒ আফ্রিকায় Ⓓ অস্ট্রেলিয়ায়
Ans Ⓑ

08. 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে কোনটিকে সাহিত্য রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য বলা হয়েছে?
Ⓐ প্রতিপত্তি অর্জন Ⓑ সৌন্দর্য সৃষ্টি
Ⓒ খ্যাতি লাভ Ⓓ ব্যক্তিস্বার্থ
Ans Ⓑ

09. মানবকল্যাণ ও সৌন্দর্য সৃষ্টি ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে সাহিত্য রচয়িতাদের লেখক কাদের সাথে তুলনা করেছেন?
Ⓐ রিকশাওয়ালা Ⓑ কাবুলিওয়ালা
Ⓒ ফেরিওয়ালা Ⓓ যাত্রাওয়ালা
Ans Ⓓ

10. 'আমাদের এখনও সে দিন হয় নাই' কোন দিন?
Ⓐ টাকার বিনিময়ে সুসাহিত্য রচনার দিন
Ⓑ সম্মানি ছাড়াই সাহিত্য রচনার দিন
Ⓒ সুশিক্ষার অভাবে সাহিত্য রচনার দিন
Ⓓ শিক্ষা ছাড়াই সাহিত্য রচনার দিন
Ans Ⓐ

11. সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করে লোকরঞ্জন করা হলে রচনা কেমন হয়?
Ⓐ সত্য ও সুন্দর Ⓑ জটিল ও দুর্বোধ্য
Ⓒ বিকৃত ও অনিষ্টকর Ⓓ সরল ও সহজবোধ্য
Ans Ⓒ

12. প্রাবন্ধিক লেখাকে কত বছর ফেলে রাখতে বলেছেন?
Ⓐ দুই-তিন বছর Ⓑ দুই-এক বছর
Ⓒ চার-পাঁচ বছর Ⓓ দুই-চার বছর
Ans Ⓑ

13. কোন উদ্দেশ্যে লিখতে গেলে লেখায় লোকরঞ্জন প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে পড়ে?
Ⓐ অর্থের Ⓑ সম্মানের
Ⓒ পাঠকের মনোরঞ্জনে Ⓓ পাঠকের রুচি বিচারে
Ans Ⓐ

14. কোন ধরনের প্রবন্ধ একেবারেই পরিহার্য?
Ⓐ লোক দেখানো প্রবন্ধ
Ⓑ পাঠকের মনোরঞ্জনের প্রবন্ধ
Ⓒ ধর্মবিরুদ্ধ প্রবন্ধ
Ⓓ খ্যাতি অর্জনের প্রবন্ধ
Ans Ⓒ

15. কোন সাহিত্য লেখকের পক্ষে অবনতিকর?
Ⓐ পাক্ষিক সাহিত্য Ⓑ মাসিক সাহিত্য
Ⓒ সাপ্তাহিক সাহিত্য Ⓓ সাময়িক সাহিত্য
Ans Ⓓ

16. লেখকের ভাণ্ডারে না থাকলে কী মাথা কুটলেও আসবে না?
Ⓐ অলংকার Ⓑ উপযোগী শব্দ
Ⓒ পরিভাষা Ⓓ উপমা
Ans Ⓐ

17. 'বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না' কেননা বিদ্যা থাকলে–
Ⓐ পাঠক অপমানিত বোধ করে Ⓑ রচনার সরলতা নষ্ট হয়
Ⓒ স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পায় Ⓓ সব পাঠকের রুচি এক নয়
Ans Ⓒ

18. রচনায় লেখকের বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের জন্য কী হয়ে ওঠে?
Ⓐ অবমাননাকর Ⓑ বিরক্তিকর
Ⓒ হানিকর Ⓓ ভয়ংকর
Ans Ⓑ

19. প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র এখনকার প্রবন্ধে কোনটি বড় বেশি দেখতে পান?
Ⓐ বিদেশি ভাষার উদ্ধৃতি
Ⓑ মাতৃভাষার উদ্ধৃতি
Ⓒ সাধু ভাষার উদ্ধৃতি
Ⓓ চলিত ভাষার উদ্ধৃতি
Ans Ⓐ

20. রচনায় বিদেশি ভাষার উদ্ধৃতি কী প্রমাণ করে?
Ⓐ অনধিকার চর্চা
Ⓑ সাময়িক সাহিত্যে আসক্তি
Ⓒ পাণ্ডিত্য প্রমাণের চেষ্টা
Ⓓ অলংকারের অপ্রয়োগ
Ans Ⓒ

21. রচনার উৎকর্ষ সাধনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কী পরামর্শ দিয়েছেন?
Ⓐ লেখার পর ত্রুটি সংশোধনে সময় নেওয়া
Ⓑ লেখায় বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করা
Ⓒ লেখায় অলংকার প্রয়োগে সচেষ্ট হওয়া
Ⓓ উন্নত সাহিত্যের অনুকরণ করা
Ans Ⓐ

22. 'যে স্থানে অলংকার বা ব্যঙ্গ বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া দিবে' এটি কেমন বিধি?
Ⓐ নতুন Ⓑ প্রাচীন
Ⓒ অত্যাবশ্যকীয় Ⓓ চিরন্তন
Ans Ⓑ

CamScanner

গদ্যাংশ

অধ্যায় ৯

গৃহ — রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

Part 1 — গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **নাম :** পৈতৃক নাম রোকেয়া খাতুন। বৈবাহিক সূত্রে নাম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।
- **নারীবাদী লেখিকা :** তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম নারীবাদী লেখিকা (নারীদের কুসংস্কারমুক্ত ও শিক্ষিত করা ছিল উদ্দেশ্য) হিসেবে পরিচিত।
- **স্কুল প্রতিষ্ঠা :** তিনি ১৯১১ সালে কলকাতায় 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন।
- **যে নামে লিখতেন :** রোকেয়ার লেখা 'মিসেস আর.এস. হোসেন' নামে প্রকাশিত হতো।
- **রোকেয়া দিবস :** ৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশে 'রোকেয়া দিবস' পালিত হয়।
- **ছাত্রীনিবাস :** তাঁর নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **বিশ্ববিদ্যালয় :** তাঁর নামে রংপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়'।
- **বিশেষ কৃতিত্ব :** তিনি ছিলেন মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত। তিনি মুসলিম নারীদের সংস্কার ও মুক্তির জন্য তাদেরকে শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করার মানসে আজীবন ক্ষুরধার সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন।
- তিনি প্রথমে যে নামে লিখতেন– **মিসেস আর. এস. হোসেন।**
- তিনি সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন– **ভাগলপুরে বসে।**
- তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয় - **১৯০৯ সালে।**
- রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন লেখনী ধারণ করেন– **মুসলিম সমাজের কুসংস্কার ও জড়তা দূর করার জন্য।**
- রোকেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু– **স্বশিক্ষিত।**
- স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি– **সমাজসেবা ও সমাজে নারী শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করেন।**
- তিনি কলকাতায় গমন করেন– **১৯১০ সালে।**
- তিনি ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন– **স্বামীর নামে।**
- তিনি কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন– **১৬ মার্চ ১৯১১।**
- উর্দু প্রাইমারি স্কুলটি রোকেয়া উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে রূপান্তরিত করেন– **১৯৩১ সালে। তিনি আজীবন এ স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী এবং সুপারিনটেনডেন্ট পদে দায়িত্ব পালন করেন।**
- তাঁর সব রচনাতে সমাজ-জীবনের কোন বোধটি উৎসারিত– **বেদনাবোধ।**
- বিবিসির জরিপকৃত শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় রোকেয়ার স্থান– **ষষ্ঠ।**
- রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৯১১ সালে ১৬ মার্চ কলকাতার ১৩ নম্বর ওয়ালিউল্লাহ লেনের একটি বাড়িতে নবপর্যায়ে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন– **আটজন ছাত্রী নিয়ে।**
- 'পিপাসা' নামক একটি বাংলা গল্প লিখে সাহিত্যজগতে তিনি অবদান রাখতে শুরু করেন– **১৯০২ সালে।**
- ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবরে স্বামীর প্রদত্ত অর্থে পাঁচজন ছাত্রী নি 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন– **ভাগলপুরে।**
- রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলার নারী শিক্ষা বিষয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন– **১৯২৬ সালে।**
- কততম জন্মবার্ষিক উপলক্ষ্যে গুগল তাদের হোমপেজে রোকেয়া সাখাও হোসেনের গুগল ডুডল প্রদর্শন করেন– **১৩৭তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে।**
- পায়রাবন্দ গ্রামে পৈতৃক ভিটায় 'বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠ হয়েছে– **৩.১৫ একর জমির উপর।**
- রোকেয়ার বারংবার আবেদনের ফলে ১৯১৯ সালে সরকার কলকাতা প্রতিষ্ঠিত করেন– **মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল।**

সাহিত্যকর্ম

- **গদ্যগ্রন্থ :** মতিচূর (১৯০৪, প্রথম রচিত গ্রন্থ), অবরোধবাসিনী।
- **উপন্যাস :** পদ্মরাগ, সুলতানার স্বপ্ন, SULTANA'S DREAM (ইংরেজি রচনা)

গল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **উৎস :** 'গৃহ' প্রবন্ধটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত 'মতিচূর' প্রবন্ধগ্রন্থে প্রথম খণ্ড থেকে চয়ন করা হয়েছে।
- **পাঠ-পরিচিতি :** 'গৃহ' প্রবন্ধ রচনায় বেগম রোকেয়া তাঁর মৌলিক চিন্তা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রবন্ধে তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান চিহ্নিত করেছেন। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় সাধারণত বলা হয়ে থাকে, নারীর জন্য বরাদ্দ 'ঘর', আর পুরুষের জন্য আছে 'বাহির'। অর্থাৎ পুরুষ সম্পৃ থাকবে বাইরের জীবন ও জগতের সঙ্গে। অন্যদিকে নারী সীমাবদ্ধ থাকবে গার্হস্থ্য ও পারবারিক জীবনে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে পুরুষের আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং নারীকে করে তোলে ঘরের সামগ্রী। নারীর জন্য ঘর বরাদ্দ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে নারীর কোনো ঘর আছে কিনা 'গৃহ' প্রবন্ধে এমন প্রশ্ন তুলেছেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতাসূত্রে তিনি দেখিয়েছেন পুরুষের আধিপত্য ও প্রতিপত্তির কাছে নারীর ঘরও বিপন্ন। ঘর বলে প্রকৃতপক্ষে কিছু নেই। নারীর অর্থ, সম্পদ, সম্পত্তি ও জীবনযাপন- প্রায় সব কিছুর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে পুরুষ। 'গৃহ' প্রবন্ধে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বেশ কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, পুরুষের নিয়ন্ত্র ও অভিভাবকত্বে নিজস্ব গৃহের আনন্দ ও অনুভূতি থেকে নারী প্রকৃতভাবে বঞ্চিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান চিহ্নিত করে দেখিয়েছেন, নারী- পুরুষ নির্বিশেষে গৃহ বা ঘর প্রকৃতপক্ষে মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির স্থান। কিন্তু প্রচলিত সমাজকাঠামোতে নারী তার ঘরেও পরাধীন।
- **প্রথম লাইন–** গৃহ বলিলে একটা আরাম বিরামের শান্তি-নিকেতন বুঝায়–
- **শেষ লাইন–** সকলেরই গৃহ আছে– নাই কেবল আমাদের।
- **ভাষারীতি :** সাধুরীতি।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. বাড়ির বাইরে না যাওয়াকে জমিলা কী হিসেবে দেখে?
Ⓐ ঐতিহ্য Ⓑ সীমাবদ্ধতা
Ⓒ বংশগৌরব Ⓓ স্বকীয়তা Ans Ⓒ

02. 'ইনি আমার আত্মীয় কন্যা' কার সম্পর্কে জমিলা এ উক্তিটি করেছে?
Ⓐ ভাবি Ⓑ পুত্রবধূ
Ⓒ ননদ Ⓓ চাচি Ans Ⓐ

03. কলিমের স্ত্রীকে প্রাবন্ধিক কখনো কেমন দেখেননি?
Ⓐ চিন্তাক্লিষ্ট Ⓑ ম্লানমুখী
Ⓒ বিষাদক্লিষ্ট Ⓓ প্রফুল্লমুখী Ans Ⓓ

04. 'গৃহ' প্রবন্ধে কে বিধবা ছিলেন?
Ⓐ রমাসুন্দরী Ⓑ জমিলা
Ⓒ হসিনা Ⓓ খদিজা Ans Ⓐ

05. অন্তঃপুরের পর্দা উঠিয়ে ভেতরের দৃশ্য দেখালে ভ্রাতৃগণ অত্যন্ত ব্যথিত হবেন কেন?
Ⓐ শোকে Ⓑ দুঃখে
Ⓒ আবেগের আতিশয্যে Ⓓ স্বরূপ উন্মোচনের অপমানে Ans Ⓓ

06. 'গৃহ' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক একবার কোন স্থানের নিকটবর্তী শহরে বেড়াতে গিয়েছিলেন?
Ⓐ শেরপুর Ⓑ গাজীপুর
Ⓒ জামালপুর Ⓓ দিনাজপুর Ans Ⓒ

07. 'গৃহ' প্রবন্ধের লেখিকার কোন বাড়ির স্ত্রীলোকদের দেখতে আগ্রহ হয়?
Ⓐ কলিমের বাড়ির Ⓑ হাশেমের বাড়ির
Ⓒ শরাফত উকিলের বাড়ির Ⓓ রমাসুন্দরীর বাড়ির Ans Ⓒ

08. শরাফত উকিলের বাড়ির মহিলারা অতিশয় শান্তশিষ্ট মিষ্টভাষিণী হলেও তারা ছিলেন–
Ⓐ কূপমণ্ডূক Ⓑ সুদর্শনা Ⓒ বাকপটু Ⓓ বিচক্ষণ Ans Ⓐ

09. শরাফত উকিলের বাড়িতে লেখিকার অভ্যর্থনা কেমন ছিল?
Ⓐ যথোচিত Ⓑ অযাচিত
Ⓒ উপেক্ষিত Ⓓ অনাড়ম্বর Ans Ⓐ

10. শরাফত উকিলের পত্নীর নাম কী ছিল?
Ⓐ খদিজা Ⓑ জমিলা
Ⓒ হসিনা Ⓓ আমেনা Ans Ⓒ

11. জমিলাকে তাদের বাড়িতে যেতে অনুরোধ করেছিলেন?
Ⓐ খদিজা Ⓑ লেখিকা
Ⓒ কলিম Ⓓ রমাসুন্দরী Ans Ⓑ

12. 'গৃহ' প্রবন্ধের জমিলা কোন কাজটি কখনো করেনি?
Ⓐ বাইরের লোকদের সাথে কথা বলা Ⓑ প্রতিবেশীর সাথে যোগাযোগ
Ⓒ যানবাহনে চড়া Ⓓ শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া Ans Ⓒ

13. জমিলা লেখিকাকে নিজের বাড়ি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল কেন?
Ⓐ আপ্যায়ন করার জন্য
Ⓑ এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির দূরত্ব দেখানোর জন্য
Ⓒ আতিথেয়তার পরিচয় দেওয়ার জন্য
Ⓓ বাড়ির সৌন্দর্য দেখানোর জন্য Ans Ⓑ

14. 'এই আমার কন্যার বাড়ি; এখন আমার বাড়ি চল।' উক্তিটি কার?
Ⓐ হসিনার Ⓑ খদিজার
Ⓒ জমিলার Ⓓ শরাফতের Ans Ⓒ

15. জমিলার বাড়ির পথের গলিটি কেমন ছিল?
Ⓐ অপ্রশস্ত Ⓑ প্রশস্ত Ⓒ কর্দমাক্ত Ⓓ বেশ চওড়া Ans Ⓐ

16. জমিলার বাড়ির কক্ষগুলো কেমন ছিল?
Ⓐ পরিপাটি Ⓑ অসূর্যম্পশ্য
Ⓒ ঘিঞ্জি Ⓓ নোংরা Ans Ⓑ

17. একটি দ্বার খোলার পর প্রাবন্ধিক কাকে দেখতে পেলেন?
Ⓐ জমিলার কন্যাকে Ⓑ জমিলার স্বামীকে
Ⓒ হসিনার পুত্রবধূকে Ⓓ হসিনাকে Ans Ⓒ

18. 'দেখিলে এই দ্বারের ওপার্শ্বে আমার ভাইয়ের বাড়ি, এপার্শ্বে আমার বাড়ি।' জমিলার এ উক্তির কারণ কী?
Ⓐ লেখিকার ধারণা ভুল প্রমাণ করা Ⓑ গোত্রীয় সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বোঝানো
Ⓒ পারস্পরিক সৌহার্দ্য বোঝানো Ⓓ বাইরে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন বোঝানো Ans Ⓓ

19. জমিলাদের সওয়ারির দরকার হয় না কেন?
Ⓐ গোষ্ঠীর সবার বাড়ি পাশাপাশি বলে
Ⓑ যানবাহনের প্রয়োজন নেই বলে
Ⓒ মেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষেধ
Ⓓ বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই Ans Ⓐ

20. 'কেবল চারি প্রাচীরের ভিতর থাকিলেই গৃহে থাকা হয় না।' কেন?
Ⓐ ঘরে আবদ্ধ থাকতে হয় বলে
Ⓑ নিরাপত্তার অভাব থাকে বলে
Ⓒ পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি বলে
Ⓓ স্বাধীনতার অনুপস্থিতির কারণে Ans Ⓓ

21. এদেশে বাসরঘরকে কী বলা হয়?
Ⓐ কবর Ⓑ কোহ্‌বর
Ⓒ নিকেতন Ⓓ পর্ণকুটীর Ans Ⓑ

22. প্রাবন্ধিকের মতে, এদেশে কোনটিকে 'কবর' বলা উচিত?
Ⓐ গৃহকে Ⓑ বাসরঘরকে
Ⓒ কারাগারকে Ⓓ হাসপাতালকে Ans Ⓑ

23. এক পাল ছাগল ও হংস-কুক্কুট আছে কার বাড়িতে?
Ⓐ জমিলার Ⓑ খদিজার
Ⓒ হসিনার Ⓓ শরাফতের Ans Ⓓ

24. 'সেখানে যেমন এক পাল ছাগল আছে, হংস-কুক্কুট আছে, সেইরূপ একদল স্ত্রীলোকও আছেন।' বাক্যটিতে নারীদের প্রতি কীরূপ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে?
Ⓐ হিংসা Ⓑ অবজ্ঞা
Ⓒ শ্রদ্ধা Ⓓ সম্মান Ans Ⓑ

25. 'গৃহ' প্রবন্ধে স্ত্রীলোকদের 'বন্দিনী' বলার কারণ কী?
Ⓐ তারা স্বামীর সেবা করে Ⓑ তারা স্বামীর প্রতি উদাসীন
Ⓒ স্বামীর অত্যাচার নীরবে সহ্য করে Ⓓ পরাধীন হয়ে স্বামীগৃহে থাকে Ans Ⓓ

26. পরিবারের প্রধান পুরুষটি সাধারণত গৃহ সম্পর্কে কী মনে করেন?
Ⓐ এটি কেবল তার বাড়ি
Ⓑ গৃহ তার পৈতৃক সম্পত্তি
Ⓒ এ গৃহে স্ত্রীর কোনো অধিকার নেই
Ⓓ বাড়িতে কেবল তার কর্তৃত্ব চলবে Ans Ⓐ

27. পরিবারের প্রধান পুরুষটি পরিবারস্থ অন্যান্য লোকদের কী মনে করেন?
Ⓐ চাকর Ⓑ আশ্রিতা
Ⓒ কর্মচারী Ⓓ সহযোগী Ans Ⓑ

28. মালদহে লেখিকা যে বাড়িতে যাতায়াত করেছেন তার গৃহস্বামী কে ছিলেন?
Ⓐ কলিম Ⓑ শরাফত
Ⓒ হাশেম Ⓓ সলিম Ans Ⓐ

29. 'গৃহ' প্রবন্ধে কলিমের স্ত্রীর মুখখানি কেমন ছিল?
Ⓐ ম্লান Ⓑ প্রফুল্ল Ⓒ উজ্জ্বল Ⓓ চিন্তাক্লিষ্ট Ans Ⓐ

30. কলিমের পত্নী কার সঙ্গে দেখা করতে পারেন না?
Ⓐ মাতা Ⓑ পিতা Ⓒ ভগ্নী Ⓓ পুত্রবধূ Ans Ⓒ

31. কলিমের স্ত্রী আপন বোনের সাথে দেখা করতে পারে না কেন?
Ⓐ বোনের সাথে সাক্ষাতে অনাগ্রহ
Ⓑ স্বামীর কঠোর নিষেধ থাকায়
Ⓒ বোনের সাথে সম্পর্ক খারাপ থাকায়
Ⓓ স্বামীর বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে Ans Ⓓ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CS CamScanner

32. "হায়! বাটী যে কলিমের! তিনি যাহাকে ইচ্ছা আসিতে দিবেন, যাহাকে ইচ্ছা আসিতে দিবেন না!" কলিমের এই বৈশিষ্ট্যে কীরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ উদারতার প্রকাশ Ⓑ হিংসাত্মক মনোভাব
Ⓒ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা Ⓓ ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ Ans C

33. কার বাড়িতে কলিম পত্নীর প্রবেশ নিষেধ?
Ⓐ হাশেমের Ⓑ শরাফতের
Ⓒ শ্বশুরবাড়িতে Ⓓ সলিমের Ans D

34. কলিমের স্ত্রীর কীসের অভাব নেই?
Ⓐ সুখের Ⓑ অলঙ্কারের
Ⓒ ফার্নিচারের Ⓓ চাহিদার Ans B

35. 'গৃহ' প্রবন্ধে কার স্ত্রী পিতৃমাতৃহীনা?
Ⓐ কলিমের Ⓑ হাশেমের
Ⓒ শরাফতের Ⓓ উকিলের Ans A

36. কলিমের স্ত্রীর কয় বোন?
Ⓐ এক Ⓑ দুই
Ⓒ তিন Ⓓ চার Ans A

37. অলঙ্কার কলিমের পিতৃমাতৃহীনা স্ত্রীর কীসের যন্ত্রণা ভোলাতে পারে না?
Ⓐ সন্তান বিচ্ছেদ Ⓑ স্বামীর নির্যাতন
Ⓒ পিতামাতার বিচ্ছেদ Ⓓ একমাত্র ভগ্নীর বিচ্ছেদ Ans D

38. 'অলঙ্কার কি পিতৃমাতৃহীনা অবলার একমাত্র ভগ্নীর বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভুলাইতে পারে?' লেখিকার এমন প্রশ্নের কারণ কী?
Ⓐ নারীর প্রতি সহানুভূতি Ⓑ পুরুষের প্রতি প্রবল ঘৃণা
Ⓒ নারীকে বিদ্রোহী করে তোলা Ⓓ পুরুষের আধিপত্য নির্মূল করা Ans A

39. 'গৃহ' প্রবন্ধে কার সতীন ছিল বলে শোনা যায়?
Ⓐ হসিনার Ⓑ জমিলার
Ⓒ কলিমের স্ত্রীর Ⓓ সলিমের স্ত্রীর Ans C

40. কলিমের স্ত্রীর অন্ন, বস্ত্র বা অলংকার থাকার পরেও তার নিকট গৃহ শান্তি-নিকেতন বোধ হতে পারে না কেন?
Ⓐ সহনশীলতার অভাব Ⓑ পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব
Ⓒ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির অসামঞ্জস্যতা Ⓓ স্বামীর আধিপত্যবাদ Ans D

41. 'গৃহ' প্রবন্ধে কার প্রভূত সম্পত্তি আছে?
Ⓐ জমিলার স্বামীর Ⓑ শরাফত উকিলের
Ⓒ রমাসুন্দরীর স্বামীর Ⓓ কলিমের ভায়রা ভাইয়ের Ans C

42. রমাসুন্দরীর স্বামীর প্রভূত সম্পত্তি ছাড়াও আর কী আছে?
Ⓐ বিশাল পুকুর Ⓑ দুইটি পাটকল
Ⓒ চারটি তেলের মিল Ⓓ দুই চারটি পাকা বাড়ি Ans D

43. কে এখন রমাসুন্দরীর স্বামীর সকল সম্পত্তির অধীশ্বর?
Ⓐ রমার শ্বশুর Ⓑ রমার ননদ
Ⓒ রমার দেবর Ⓓ রমার স্বামীর ভগ্নিপতি Ans C

44. রমার দেবর রমাকে কী দিতে কুণ্ঠাবোধ করে?
Ⓐ অর্থসম্পদ Ⓑ জমিজমা
Ⓒ পাকা বাড়ি Ⓓ একমুঠো অন্ন ও আশ্রয় Ans D

45. রমার দেবর রমাকে একমুঠো অন্ন ও আশ্রয়দানে কুণ্ঠিত কেন?
Ⓐ হিংসার বশবর্তী হয়ে Ⓑ জিঘাংসা চরিতার্থ করতে
Ⓒ তার নিজের অভাব থাকায় Ⓓ নারীর প্রতি তুচ্ছ মনোভাবে Ans D

46. রমার স্বামীর সম্পদ থেকে রমাকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তার দেবরের কোন চরিত্র ফুটে উঠেছে?
Ⓐ আধিপত্যবাদী Ⓑ মানবতাবাদী
Ⓒ সুবিধাবাদী Ⓓ দ্বি-মুখী নীতি Ans A

47. রমা কোনটি বেশ জানে?
Ⓐ কী করে আপনকে পর করতে হয়
Ⓑ কী করে পরকে আপন করতে হয়
Ⓒ কী করে নিজেকে আড়াল করতে হয়
Ⓓ কীভাবে অন্যের ক্ষতি করতে হয় Ans B

48. কোনটি রমার কপালের দোষ?
Ⓐ বিধবা হওয়া
Ⓑ সন্তান-সন্ততি না থাকা
Ⓒ সম্পত্তি ধরে রাখতে না পারা
Ⓓ দেবরের বাড়ি থাকতে না পারা Ans D

49. 'গৃহ' প্রবন্ধের লেখিকা কী দেখতে গিয়েছিলেন?
Ⓐ একটি রাজবাড়ি Ⓑ একটি প্রাচীন বাড়ি
Ⓒ একটি সুবিশাল বাড়ি Ⓓ একটি সুরম্য অট্টালিকা Ans A

50. 'গৃহ' প্রবন্ধের রাজবাড়িটি কবি-বর্ণিত কীসের ন্যায় মনোহর?
Ⓐ আত্মার Ⓑ তটিনীর Ⓒ বারিধির Ⓓ অমরাবতীর Ans D

51. 'গৃহ' প্রবন্ধের রাজবাড়িটির বৈঠকখানা কীসে ঝলমল করছে?
Ⓐ মূল্যবান সাজসজ্জায় Ⓑ সূর্যের আলোর প্রতিফলনে
Ⓒ বিবিধ কাচের সামগ্রীতে Ⓓ নানান রকম ঝিলিক বাতিতে Ans A

52. রাজবাড়িটির বৈঠকখানায় কয়টি রজত আসন ছিল?
Ⓐ ৫/৬ টি Ⓑ ৫/৭ টি Ⓒ ৬/৭ টি Ⓓ ৭/৮ টি Ans B

53. 'গৃহ' প্রবন্ধের মূলবক্তব্য কী?
Ⓐ নারীর প্রতি পুরুষের অবহেলার প্রতিবাদ
Ⓑ নারীর শৃঙ্খলিত অবস্থা থেকে মুক্তি
Ⓒ গৃহে নারীর অধিকার বঞ্চনার প্রতিবাদ
Ⓓ নারী পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা Ans C

54. 'গৃহ' রচনায় লেখিকা কী তুলে ধরেছেন?
Ⓐ গৃহে নারীর সর্বময় অধিকার প্রতিষ্ঠা
Ⓑ পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবস্থান
Ⓒ সমাজে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা
Ⓓ নারীর আত্মপরিচয় ও আত্মশক্তি Ans B

55. 'গৃহ' প্রবন্ধে লেখিকা কোন প্রশ্ন তুলেছেন?
Ⓐ নারী পুরুষের সমতা কবে প্রতিষ্ঠিত হবে
Ⓑ নারীরা সংসারে এত অবহেলিত কেন
Ⓒ পুরুষেরা কেন বাইরের কাজ করবে
Ⓓ নারীর সত্যিই কোনো ঘর আছে কি না Ans D

56. খদিজার স্বামী হাশেমের চরিত্রে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?
Ⓐ যৌতুক প্রথা Ⓑ বহুবিবাহ প্রথা
Ⓒ ধর্মীয় কুসংস্কার Ⓓ সামাজিক রীতি Ans B

57. 'সকলেরই গৃহ আছে- নাই কেবল আমাদের।' উক্তিটির মধ্য দিয়ে নারী জাতির কোন ক্ষোভটি প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ নারীদের গৃহের প্রতি দুর্বলতা Ⓑ ক্ষমতার অভাব
Ⓒ নিরাপদ আশ্রয়ের অভাব Ⓓ অনুশোচনা Ans C

58. 'জানি না কি পাপে রাণী হয়েছি।' রাণির এ উক্তিতে ফুটে উঠেছে—
Ⓐ দুঃখ Ⓑ মনঃকষ্ট
Ⓒ হতাশা Ⓓ বিরক্তি-ঘৃণা Ans B

59. বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও নারীরা তাদের অভিভাবকের বাড়িতে থাকে। এখানে 'গৃহ' প্রবন্ধের নারীদের কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে?
Ⓐ সাহসিকতা Ⓑ সহিষ্ণুতা
Ⓒ একাকিত্ব Ⓓ অসহায়ত্ব Ans D

60. 'গৃহ' প্রবন্ধে নারীদের কোন দিকটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে?
Ⓐ নারীর পরাধীনতা Ⓑ নারীর সংগ্রামশীলতা
Ⓒ নারীর স্বাধীনতা Ⓓ নারীর বিলাসিতা Ans A

CS CamScanner

গদ্যাংশ অধ্যায় ১০

আহ্বান
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন– **১৮৯৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর** পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার মুরারিপুর গ্রামের মামাবাড়িতে। তাঁর পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা মৃণালিনী দেবী।
- তাঁর পৈতৃক নিবাস– **ব্যারাকপুর গ্রাম, চব্বিশ পরগনা।**
- তাঁর পিতার পেশা ছিল– **কথকতা ও পৌরোহিত্য।**
- তাঁর বাল্য ও কৈশোরকাল কাটে– **অত্যন্ত দারিদ্র্যে।**
- তিনি ম্যাট্রিক (এন্ট্রান্স ১৯১৪) পাস করেন– **বনগ্রাম স্কুল থেকে।**
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চ মাধ্যমিক : আই. এ. (১৯১৬) পাস করেন– **কলকাতা রিপন কলেজ থেকে।**
- তিনি উচ্চতর শিক্ষা : বি.এ. (ডিস্টিংশনসহ) পাস করেন– **১৯১৮ সালে, কলকাতা রিপন কলেজ থেকে।**
- তিনি প্রথমে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন– **গৌরী দেবীর সঙ্গে (১৯১৮)।**
- প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন– **তেইশ বছর পর।**
- তিনি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন– **রমা দেবীকে (১৯৪০)।**
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পেশা ছিল– **স্কুলে শিক্ষকতা।**
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন শিক্ষকতার পাশাপাশি শহর থেকে দূরে অবস্থান করে– **নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যসাধনা করেছেন।**
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরবর্তীতে বাঙালি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে– **বিভূতিভূষণের জনপ্রিয়তা অসাধারণ।**
- বাংলা উপন্যাসের গতানুগতিকতার মধ্যে তাঁর মৌলিকতা ও সরস নবীনতা– **এক বিস্ময়কর ঘটনা।**
- বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের জীবনকে তিনি প্রকাশ করেছেন– **তাঁর অসাধারণ শিল্পসুষমায় ভাষায় সাহজিক সারল্যে।**
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষকে দেখেছেন– **গভীর মমত্ববোধ ও নিবিড় ভালোবাসা দিয়ে।**
- তিনি শিক্ষকতা করেন– **হুগলি জেলার জাঙ্গীপাড়া স্কুল, সোনারপুর হরিনাভি স্কুল, কলকাতা খেলাৎচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুল, ব্যারাকপুরের নিকটবর্তী গোপালনগর স্কুল।**
- তাঁর রচনায় তাই প্রকৃতি শুধু প্রাকৃতিক বর্ণনায় পর্যবসিত নয়, এর মধ্যে রয়েছে– **গভীর জীবনদৃষ্টি।**
- গীতিকবির ব্যক্তিত্ব সাপেক্ষে দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট– **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলোর মধ্যে।**
- তাঁর সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে– **বাংলার প্রকৃতি ও মানব জীবন।**
- বিভূতিভূষণের লেখার সঙ্গে মিল আছে– **উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের।**
- প্রকৃতি ও মানুষের জীবনের অভিন্ন সম্পর্কের চিরায়ত তাৎপর্যে মহিমান্বিত বিভূতিভূষণের– **কথাসাহিত্য।**
- তিনি যে শ্রেণি পড়ার সময় তাঁর পিতা মারা যান– **অষ্টম শ্রেণি।**
- তিনি মারা যান– **১৯৫০ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর ঘাটশিলায়।**

সাহিত্যকর্ম

- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কয়েকটি উপন্যাস– **পথের পাঁচালী (১৯২৯), অপরাজিত (১৯৩১), দৃষ্টি প্রদীপ (১৯৩৫), আরণ্যক (১৯৩৮), আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৪০), দেবযান (১৯৪৪), ইছামতি (১৯৫০), অশনি সংকেত (১৯৫৯)।**
- তাঁর রচিত বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনি– **অভিযাত্রিক (১৯৪০), স্মৃতি রেখা (১৯৪১), তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩), উৎকর্ণ (১৯৪৬)।**
- তাঁর রচিত কয়েকটি বিখ্যাত ছোটগল্প– **মেঘমল্লার (১৯৩১), মৌরিফুল (১৯৩২), যাত্রাবদল (১৯৩৪), কিন্নর দল (১৯৩৮), জন্ম ও মৃত্যু, বিধুমাস্টার (১৯৪৫), মুখ ও মুখশ্রী (১৯৪৭)।**
- ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৮বঙ্গাব্দে) 'প্রবাসী' পত্রিকায় মাঘ সংখ্যায় তাঁর প্রথম গল্প– **'উপেক্ষিতা' প্রকাশ পায়।**
- তাঁর কালজয়ী যুগল উপন্যাস– **'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত'।**
- পরবর্তী অংশের নাম হলো– **অপরাজিত (১৯৩১)।**
- 'পথের পাঁচালী' প্রথম প্রকাশিত হয়– **'বিচিত্রা' পত্রিকায়।**
- 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন– **সত্যজিৎ রায়।**
- 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটি চরিত্র– **অপু, দুর্গা, ইন্দির ঠাকরুন, সর্বজয়া।**
- 'অপরাজিত' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়– **প্রবাসী পত্রিকায়। উপন্যাসটির প্রথম নামকরণ হয়েছিল 'অলোক সারথী'**
- 'পথের পাঁচালী' কাহিনির পটভূমিতে আছে– **বাংলাদেশের গ্রাম ও তার পরিচিতি মানুষের জীবন। এর প্রধান অংশই হলো একটি শিশুর চৈতন্যের জাগরণ, মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়।**
- তিনি ১৯৫১ সালে 'ইছামতি' উপন্যাসের জন্য– **রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ (মরণোত্তর) লাভ করেন।**
- 'ইছামতি' উপন্যাসটিতে– **নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে।**
- 'অশনি সংকেত' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়– **'মাতৃভূমি' পত্রিকায় ১৯৪৪-৪৬ সাল পর্যন্ত।**
- সত্যজিৎ রায় তাঁর যে উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র করেন– **অশনি সংকেত।**
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্মজীবনী– **তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩)।**
- দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিষময় ফল ১৩৫০ বাঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষ। আর এই দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস গ্রাম বাংলায় কিভাবে বিস্তার লাভ করেছে তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে তিনি রচনা করেন– **'অশনি সংকেত' উপন্যাসটি।**
- ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত 'হীরে মানিক জ্বলে'– **রোমাঞ্চকর উপন্যাস।**
- তাঁর 'দেবযান' (১৯৪৪)– **প্রেততত্ত্ব ও পারলোকতত্ত্ব ভিত্তিক উপন্যাস।**

গল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- 'আহ্বান' গল্পটি বিভূতিভূষণের– **রচনাবলি থেকে সংকলিত হয়েছে।**
- 'আহ্বান' গল্পটি– **একটি উদার মানবিক সম্পর্কের গল্প।**
- প্রথম লাইন– দেশের ঘরবাড়ি নেই অনেকদিন থেকেই।
- শেষ লাইন– সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠত, –অ মোর গোপাল।
- 'আহ্বান' গল্পটির ভাষা– **চলিতরীতির।**
- মানুষের স্নেহ-মমতা-প্রীতির যে বাঁধন তা ধনসম্পদের নয়, তা গড়ে ওঠে– হৃদয়ের নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শেই।
- ধনী-দরিদ্রের শ্রেণিবিভাগ ও বৈষম্য, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে সংস্কার ও গোঁড়ামির ফলে যে দূরত্ব গড়ে ওঠে তাও ঘুচে যেতে পারে– **নিবিড় স্নেহ, উদার হৃদয়ের আন্তরিকতা ও মানবীয় দৃষ্টির ফলে।**
- 'আহ্বান' গল্পের অন্যতম উপজীব্য বিষয়– **দারিদ্র্য-পীড়িত গ্রামের মানুষের সহজ-সরল জীবনধারার প্রতিফলন।**
- লেখক এ গল্পে সংকীর্ণতা ও সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন– **দুটি ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও আর্থিক অবস্থানে বেড়ে ওঠা চরিত্রের মধ্যে।**
- গ্রামীণ লোকায়ত প্রান্তিক জীবনধারা শাস্ত্রীয় কঠোরতা থেকে যে অনেকটা মুক্ত সে সত্যও– **'আহ্বান' গল্পে উন্মোচিত হয়েছে।**
- লেখকের পৈতৃক বাড়ি যা ছিল ভেঙে চুরে ভিটিতে গজিয়েছে– **জঙ্গল।**
- লেখকের বাবার পুরাতন বন্ধু– **গ্রামের চক্কোত্তি মশায়।**
- লেখক চক্কোত্তি মশায়কে প্রণাম করে– পায়ের ধুলো নিলেন।
- 'দীর্ঘজীবী হও' লেখককে একথা বললেন– গ্রামের চক্কোত্তি মশায়।
- অন্তত খড়ের ঘর উঠাতে অনুরোধ করল– চক্কোত্তি মশায়সহ অনেকে।

CamScanner

- বুড়ি লেখকের জন্য সর্বপ্রথম এনেছিল– আম।
- 'আহ্বান' গল্পে 'দেশে' বলতে– গ্রামকে বোঝানো হয়েছে।
- লেখকের 'পৈতৃক বাড়ি'– ভেঙেচুরে গিয়েছিল।
- লেখকের 'পৈতৃক বাড়ি' পরিত্যক্ত হয়েছিল বোঝাতে– ভিটেতে জঙ্গল গজানো বাগ্‌বিধিটির প্রয়োগ ঘটেছে।
- 'সামান্য মাইনে পাই' বলতে লেখক বুঝিয়েছেন– বাড়ি-ঘর করার মতো যথেষ্ট বেতন লেখক পান না।
- গ্রামে এসে লেখকের ভালো লাগে– গ্রামের লোকদের আতিথেয়তার জন্য।
- বুড়ি 'এপাড়া-ওপাড়া যাতাম আসতাম না' বলতে বুঝিয়েছে– বৃদ্ধার অতীতের সচ্ছলতার কথা।
- 'গোলাপোরা ধান, গোয়ালপোরা গরু' বলতে ফুটে উঠেছে– স্বনির্ভরতা।
- লেখক কলকাতা চলে গেলেন– ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ায়।
- কথক আমগাছের ছায়ায় দেখতে পেয়েছিল– বৃদ্ধাকে।
- 'আমার তো তেনার নাম করতে নেই বাবা' এখানে 'তেনার' বলতে বোঝানো হয়েছে– বুড়ির স্বামীকে।
- লেখক তার খড়ের তৈরি নতুন ঘরে উঠলেন– জ্যৈষ্ঠ মাসে গরমের ছুটিতে।
- বুড়ির সাথে লেখকের দেখা হয়– বাজারে যাওয়ার পথে।
- বুড়ি লেখকের জন্য দুধ এনেছিল– হাজরা ব্যাটার বউ এর কাছ থেকে।
- বুড়ি লেখকের জন্য শসার জালি এনেছিল– দুইটি।
- বুড়ি লেখককে দেখতে যেতে বলেছিল– বুড়ির ঘর।
- বুড়ি লেখকের জন্য বুনে রেখেছিল– খাজুর পাতার চাটাই।
- পুনরায় লেখক পর গ্রামে এল– পাঁচ-ছয় মাস পরে।
- বুড়ি আহ্লাদে আটখানা হয়ে গিয়েছিল– গোপালকে দেখে।
- পুনরায় লেখক গ্রামে এসেছিল– আশ্বিন মাসের শেষে।
- আম দেখে লেখক জিজ্ঞেস করলেন– ও আম কীসের।
- লেখকের জন্য বুড়ির নতুন চাটাই তৈরি করার কারণ– লেখক ব্রাহ্মণের ছেলে বলে।
- লেখকের জন্য বুড়ির আম আনার ভিতরে ফুটে উঠেছে– অপত্য স্নেহ।
- বুড়ি আপন মনে বকে গেল– কাঁঠাল গাছের তলায় বসে।
- গ্রামে লেখক খাওয়া-দাওয়া করতেন– খুড়োমশায়ের বাড়ি।
- হাজরা ব্যাটার বউ জীবন-যাপন করে– ধানভেনে।
- বুড়ি শুয়ে ছিল– একটা মাদুরের ওপর।
- 'আহ্বান' গল্পে লেখকের প্রতি বুড়ির অনুযোগকে তুলনা করা হয়েছে– মা-পিসিমার অনুযোগের সঙ্গে।
- বুড়ির মাথায় ছিল– একটা মলিন বালিশ।
- লেখকের গলার স্বর একটু রুক্ষ হয়ে উঠেছিল– দুধের দাম জিজ্ঞাসাকালে।
- 'বসতে দে' এ কথাটি বুড়ি বলল– দুইবার।
- লেখক পুনরায় বাড়ি আসেন–শরতের ছুটিতে।
- বুড়ির মৃত্যুর খবর লেখক শুনল– দিগম্বরীর কাছ থেকে।
- লেখক এসেছে শুনে দেখা করতে এলো– বুড়ির নাতজামাই।
- আবেদালির ছেলের নাম– গনি।
- লেখককে কবরে মাটি দিতে বলল– শুকুর মিয়া।
- 'আহ্বান' গল্পে কবর খুঁড়েছিল– দুইজন জোয়ান ছেলে।
- 'খাও কোথায় হ্যাঁ বাবা?' উক্তিটি– বুড়ির (জমির করাতির স্ত্রী)।
- বুড়ি মারা গেলে তাঁর শেষকৃত্যের কাফনের কাপড় কেনার জন্য টাকা দেন- গল্পকথক (লেখক)।
- 'অন্ধের নড়ি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– অসহায়ের একমাত্র অবলম্বন।
- 'স্নেহের দান এমন করা ঠিক হয়নি' উক্তিটি– গল্পকথকের বুড়ির সম্পর্কে।
- 'আহ্বান' গল্পে উল্লেখকৃত ফলগুলোর নাম– আম, কাঁঠাল, পাতি লেবু, কাচ কলা, শসা।
- মৃত্যুর আগে বুড়ি লেখকের কাছে চেয়েছিল– কাফনের কাপড়।
- গল্পকথকের বন্ধুর নাম– আবেদালি।
- 'বাবু কবে এসেছেন' উক্তিটি– হাজরা ব্যাটার বউয়ের।
- 'ওমা আজই তুমি এলে?' উক্তিটি– দিগম্বরীর (পরশু সর্দারের বউ)।
- লেখকের গ্রামের বাড়িতে আসার কথা গল্পে উল্লেখ রয়েছে– চারবার।
- 'শুকুর মিয়া বলল, দ্যাও বাবা– তুমি দ্যাও।' এখানে শুকুর মিয়া গল্পকথককে দিতে বললেন– এক কোদাল মাটি।
- 'আহ্বান' গল্পে ফল এবং শস্য বা তরকারির নাম আছে– আম, কাঁঠাল, পাতি লেবু, কাঁচকলা, শসা, ধান ও কুমড়ো।
- 'আহ্বান' গল্পের উল্লেখযোগ্য চরিত্র– খুড়োমশায়, জমির করাতি, বুড়ি, দিগম্বরী, গনি, আব্দুল, নসর, আবেদালি, শুকুরমিয়া।
- 'আহ্বান' গল্পে স্থানের কথা বলা হয়েছে– কলকাতা।
- 'আহ্বান' গল্পে ঋতুর কথা উল্লেখ আছে– শরৎ ঋতুর।
- 'অসুখ হয়েছে, তাও দেখতে এলি না' এ বাক্যটিতে ফুটে উঠেছে– মা-পিসিমার মতো অনুযোগ।
- জল গড়িয়ে পড়া চোখে বুড়ি লেখককে উদ্দেশ্য করে বলল– গোপাল, যদি মরি, আমার কাফনের কাপড় তুই কিনে দিস।
- 'আহ্বান' গল্পে 'গাছের আম বেশ কড়া মিষ্টি' বলতে বোঝানো হয়েছে– নিজের বা চেনাজানা ভালো জাতের গাছের মিষ্টি আম।
- বুড়ির আগ্রহ সত্ত্বেও সেবার লেখক বুড়ির বাড়ি যেতে পারলেন না– লেখকের নানা ব্যস্ততার কারণে।
- 'আহ্বান করে এনেছে' বলতে বোঝানো হয়েছে– বুড়ির আত্মার অদৃশ্য ডাকে লেখকের গ্রামে ফিরে আসা।
- বুড়ির একটু ঘাবড়ে যাবার কারণ– লেখক দুধের দাম দিতে চাওয়ায়।
- বুড়ির কথাবার্তায় লেখক বুঝতে পারলেন– বুড়ি বেশ দমে গিয়েছে।

Part 2 — অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'আহ্বান' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
Ⓐ আওবান্ Ⓑ আওভান্ Ⓒ আহ্ববান Ⓓ অহ্ববান **Ans Ⓑ**

02. 'কনে থেকে এলে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ কীভাবে এলেন Ⓑ হঠাৎ আবির্ভূত হলে কেমন করে
Ⓒ কোথায় রাত কাটিয়ে এলে Ⓓ কতদিন পর এলে **Ans Ⓑ**

03. কী কারণে বুড়ির বড্ড কষ্ট?
Ⓐ বুড়ির আপন নাই কেউ Ⓑ কেউ তারে ভাত দেয় না
Ⓒ জমিজিরাত নাই তাই Ⓓ মৃত্যুর ভয়ে **Ans Ⓑ**

04. ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের প্রান্ত থেকে বুড়ি কী বের করল?
Ⓐ পাঁচটি পয়সা Ⓑ পান-সুপারি
Ⓒ গোটা চার পিঠা Ⓓ গোটা কতক আম **Ans Ⓓ**

05. 'কেন বাবা, পয়সা কেন?' বুড়ির এ বক্তব্যে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?
Ⓐ বুড়ির বদান্যতা Ⓑ বুড়ির স্নেহ-ভালোবাসা
Ⓒ বুড়ির সৌজন্যবোধ Ⓓ বুড়ির সম্ভ্রমবোধ **Ans Ⓑ**

06. নিচের কোনটি 'আহ্বান' গল্পের নিষ্ঠুর চরিত্র?
Ⓐ চক্কোত্তি মশায় Ⓑ বুড়ি Ⓒ বুড়ির নাতজামাই Ⓓ পাতানো মেয়ে **Ans Ⓒ**

07. 'চক্কোত্তি' কোন উপাধির সংক্ষিপ্ত রূপ?
Ⓐ কমলাকান্ত Ⓑ বন্দ্যোপাধ্যায় Ⓒ মুখোপাধ্যায় Ⓓ চক্রবর্তী **Ans Ⓓ**

08. 'আহ্লাদে আটখানা' ভাষার প্রয়োগে এটি কোন শ্রেণিভুক্ত?
Ⓐ প্রবাদ-প্রবচন Ⓑ ব্যাগ্‌র্থতত্ত্ব Ⓒ বাগ্‌ধারা Ⓓ বাক্য সংকোচন **Ans Ⓒ**

09. 'আহ্বান' গল্পে কথকের গরমের ছুটি হয়েছিল কোন মাসে?
Ⓐ মাঘ Ⓑ চৈত্র মাসে Ⓒ জ্যৈষ্ঠ মাসে Ⓓ বৈশাখ মাসে **Ans Ⓒ**

10. 'আহ্বান' গল্পে কোন কোন ঋতুর উল্লেখ আছে?
Ⓐ বর্ষা ও শরৎ Ⓑ গ্রীষ্ম ও শরৎ
Ⓒ শীত ও বসন্ত Ⓓ গ্রীষ্ম ও বর্ষা **Ans Ⓑ**

11. কোন মাসের ছুটিতে গোপাল (গল্পকথক) এসে নতুন ঘরখানায় ওঠেন?
Ⓐ বৈশাখ Ⓑ জ্যৈষ্ঠ Ⓒ ভাদ্র Ⓓ আশ্বিন **Ans Ⓑ**

12. বুড়ির স্বামী কীসের কাজ করতেন?
Ⓐ করাতের Ⓑ মুচির Ⓒ ফেরিঘাটের Ⓓ নৌকার **Ans Ⓐ**

13. কার দেওয়া দুধে অর্ধেক জল?
Ⓐ গোয়ালা Ⓑ হাজরা বউ
Ⓒ ঘুঁটি গোয়ালিনী Ⓓ প্রসন্ন গোয়ালিনী **Ans Ⓒ**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

14. 'এক ঘটি দুধ আনলাম তোর জন্যি' উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ পরোপকার Ⓑ স্নেহবোধ Ⓒ আন্তরিকতা Ⓓ ভালোবাসা Ans Ⓑ

15. 'ধড়মড়' কোন ধরনের শব্দ?
Ⓐ বাগ্‌ধারা Ⓑ শব্দদ্বিত্ব Ⓒ মৌলিক Ⓓ যোগরূঢ় শব্দদ্বিত্ব Ans Ⓑ

16. 'তিনি বললেন, ও হলো জমির করাতির স্ত্রী।' কার সম্পর্কে এ কথাটি বলা হয়েছে?
Ⓐ আব্দুলের বোন সম্পর্কে Ⓑ চক্কোত্তি মশায়ের মেয়ে সম্পর্কে
Ⓒ বুড়ি সম্পর্কে Ⓓ বুড়ির পাতানো মেয়ে সম্পর্কে Ans Ⓒ

17. 'পয়সা দিতে যাওয়া ঠিক হয়েছে কি?' কীসের জন্য?
Ⓐ আমের জন্য Ⓑ সাহায্যের জন্য
Ⓒ দুধের জন্য Ⓓ পাতিলেবুর জন্য Ans Ⓒ

18. 'আহ্বান' গল্পের লেখক কোন সম্প্রদায়ভুক্ত?
Ⓐ বাড়ুয্যে Ⓑ মুখুয্যে Ⓒ চক্কোত্তি Ⓓ চাটুয্যে Ans Ⓐ

19. 'আহ্বান' গল্পে পরের দিন বুড়ির কোথায় এসে হাজির হওয়ার কথা–
Ⓐ খুড়োর উঠোনে Ⓑ লেখকের উঠোনে
Ⓒ জমিরের উঠোনে Ⓓ শুকুরের উঠোনে Ans Ⓐ

20. 'নড়ি' শব্দের অর্থ কোনটি?
Ⓐ লাঠি Ⓑ মুক্তা Ⓒ কাঠি Ⓓ পাথর Ans Ⓐ

21. 'আহ্বান' গল্পে গ্রামে ঢুকেই লেখকের সঙ্গে প্রথম কার দেখা হলো?
Ⓐ হাজরা বেটির Ⓑ জমির করাতির স্ত্রী Ⓒ নসরের Ⓓ দিগম্বরীর Ans Ⓓ

22. 'আহ্বান' গল্পের আলোকে মানুষের প্রকৃত সুখ কীসে আসে?
Ⓐ ধন-দৌলতের প্রাচুর্য Ⓑ সংগীতচর্চায়
Ⓒ জ্ঞানে-গুণে Ⓓ আন্তরিকতায় Ans Ⓓ

23. ডিস্টিংশন বলতে বোঝায়–
Ⓐ বিশেষ বৃত্তি Ⓑ সর্বোচ্চ নম্বরের অধিকারী
Ⓒ বিশেষ বিবেচনায় পাস Ⓓ কম নম্বরের অধিকারী Ans Ⓐ

24. 'তেনার বড্ড অসুখ। এবার বোধ হয় বাঁচবে না।' কে বাঁচবে না?
Ⓐ জমির Ⓑ নসর Ⓒ বুড়ি Ⓓ গণি Ans Ⓒ

25. 'আহ্বান' গল্পটি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত হয়েছে?
Ⓐ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে Ⓑ উত্তমপুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে
Ⓒ মধ্যমপুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে Ⓓ সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে Ans Ⓑ

26. লেখকের বাবার পুরাতন বন্ধু কে?
Ⓐ গ্রামের চক্কোত্তি মশায় Ⓑ পাশের গ্রামের চক্কোত্তি মশায়
Ⓒ গ্রামের মুখুজ্জে মশায় Ⓓ পাশের বাড়ির চৌধুরী মশায় Ans Ⓐ

27. 'এসো, এসো, বেঁচে থাক।' শীর্ষক বাক্যটি অর্থগত শ্রেণিভাগে কোন বাক্যের অন্তর্গত?
Ⓐ বিবৃতিমূলক বাক্য Ⓑ প্রশ্নবোধক বাক্য
Ⓒ অনুজ্ঞা বাক্য Ⓓ আবেগ বাক্য Ans Ⓒ

28. 'চুকে যাওয়া' বলতে কী বোঝায়?
Ⓐ লেগে থাকা Ⓑ চুলকানি হওয়া
Ⓒ মিটে যাওয়া বা শেষ হওয়া Ⓓ চলে যাওয়া Ans Ⓒ

29. আম বাগানে প্রথম দেখায় বুড়ি কী রকম দৃষ্টিতে লেখকের দিকে চেয়েছিল?
Ⓐ স্নেহের Ⓑ জিজ্ঞাসু Ⓒ উৎসুক Ⓓ স্নেহাতুর Ans Ⓑ

30. লেখকের কলকাতা চলে যাওয়ার কারণ কী?
Ⓐ গ্রাম ভালো না লাগা Ⓑ গ্রাম্য জীবনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলা
Ⓒ পৈতৃক সম্পত্তি সম্পর্কিত কাজে Ⓓ ছুটি ফুরিয়ে যাওয়া Ans Ⓓ

31. কলকাতায় লেখকের একবারও বুড়িকে মনে না পড়ার কারণ কী?
Ⓐ বুড়ি অনাত্মীয় বলে Ⓑ বুড়ি গ্রামে ছিল বলে
Ⓒ কর্মব্যস্ততার কারণে Ⓓ লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকায় Ans Ⓒ

32. 'ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের প্রান্ত' শব্দগুচ্ছে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?
Ⓐ ফকিরের বেশ Ⓑ ময়লা নোংরা বেশভূষা
Ⓒ দারিদ্র্যের চরম দশা Ⓓ ভিখিরির জীবনযাপন Ans Ⓒ

33. বুড়ির সম্বোধনে লেখকের বড় ভালো লাগার কারণ কী?
Ⓐ সম্বোধনের নতুনত্ব Ⓑ বুড়ির প্রতি ভালো লাগা
Ⓒ ঘনিষ্ঠ আদরের সম্বোধন Ⓓ সম্বোধনের আবেগময়তা Ans Ⓒ

34. 'মলিন বালিশ' বলতে কী বোঝায়?
Ⓐ মরা মানুষের বালিশ Ⓑ পুরনো বালিশ
Ⓒ দুঃখী বালিশ Ⓓ ছেঁড়া বালিশ Ans Ⓑ

35. বুড়ির চালাঘরের পাশে কার চালাঘর অবস্থিত?
Ⓐ বাড়ুয্যের Ⓑ পরশু সর্দারের বউয়ের
Ⓒ পুটিদের Ⓓ হাজরা ব্যাটার বউয়ের Ans Ⓓ

36. 'আহ্বান' গল্পে বৃদ্ধাকে কবর দেওয়া হয়–
Ⓐ তিত্তিরাজ গাছের তলায় Ⓑ শিমুল গাছের নিচে
Ⓒ আমবাগানে Ⓓ বাঁশঝাড়ের নিচে Ans Ⓐ

37. 'রোয়াক' শব্দের অর্থ হলো–
Ⓐ চৌকাঠ Ⓑ দাওয়া Ⓒ দরজা Ⓓ জানালা Ans Ⓑ

38. 'আহ্বান' গল্পে বৃদ্ধার মৃত্যু হয় কোন ঋতুতে?
Ⓐ শরৎ Ⓑ হেমন্ত Ⓒ শীত Ⓓ বসন্ত Ans Ⓐ

39. পাঠ্যসূচিভুক্ত 'আহ্বান' গল্পের বুড়ির স্বামীর নাম কী?
Ⓐ জমির Ⓑ আবদুল Ⓒ শুকুর মিয়া Ⓓ আকবর Ans Ⓐ

40. 'অপরাজিত' উপন্যাসটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
Ⓐ শিখা Ⓑ প্রবাসী Ⓒ পরিচয় Ⓓ সবুজপত্র Ans Ⓑ

41. 'আহ্বান' গল্পে কোন ভাববস্তু প্রতিফলিত হয়েছে?
Ⓐ রক্ষণশীলতা Ⓑ ধর্মান্ধতা
Ⓒ সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ Ⓓ উদার মানবিকতা Ans Ⓓ

42. 'আহ্বান' গল্পে বৃদ্ধা পরদিন কথকের বাড়িতে হাজির হয়েছিল কেন?
Ⓐ টাকা চাইতে Ⓑ অভ্যাসবশত
Ⓒ স্নেহবশত Ⓓ অভাব জানাতে Ans Ⓒ

43. 'কতকাল পরে বাবা মনে পড়ল দেশের কথা?' 'আহ্বান' গল্পে এ উক্তি কে করেছিলেন?
Ⓐ খুড়ো মশায় Ⓑ গল্পকথক
Ⓒ চক্কোত্তি মশায় Ⓓ শুকুর মিয়া Ans Ⓒ

44. 'পরদিন কলকাতা চলে গেলাম।' 'আহ্বান' গল্পের কার সম্পর্কে বলা হচ্ছে?
Ⓐ আবদুল Ⓑ আবেদালি Ⓒ গল্পকথক Ⓓ নসর Ans Ⓒ

45. 'আহ্বান' গল্পে গল্পকথক বুড়ির কাছ থেকে পেত–
Ⓐ বেল, চাপাকলা, জাম, আমরা Ⓑ লেবু, আম, কুমড়ো, কাঁচকলা
Ⓒ আম, পেয়ারা, কাঁঠাল, কুমড়ো Ⓓ কাঁচকলা, লেবু, আম, লাউ Ans Ⓑ

46. বুড়ির কাফনের কাপড় নিতে এসেছিল কে?
Ⓐ হাজরা বেটার বউ Ⓑ নাতি Ⓒ নাতজামাই Ⓓ গনি Ans Ⓒ

47. 'আহ্বান' গল্পের কথকের কাছে, 'অ গোপাল আমার, তোর জন্যি নিয়ে আলাম।' কী অর্থ ধারণ করে?
Ⓐ একটা স্নেহ ও শান্তির সম্বোধন Ⓑ একটা ঘনিষ্ঠ আদরের সম্বোধন
Ⓒ একটা আদর ও অধিকারের সম্বোধন Ⓓ একটা গভীর ও স্নেহের সম্বোধন
Ans Ⓑ

48. 'দ্যাও বাবা-তুমিও দ্যাও' 'আহ্বান' গল্পের এ উক্তিটি কার?
Ⓐ নসর মিয়া Ⓑ আবদুল মিয়া Ⓒ শুকুর মিয়া Ⓓ গনি মিয়া Ans Ⓒ

49. 'পুনরায় গ্রামে এলাম —— মাস পরে, —— মাসের শেষে।' শূন্যস্থানে নিচের কোন শব্দ দুটি হবে?
Ⓐ পাঁচ-সাত, আশ্বিন Ⓑ চার-পাঁচ, কার্তিক
Ⓒ পাঁচ-ছয়, আশ্বিন Ⓓ ছয়-সাত, ফাল্গুন Ans Ⓒ

50. 'আহ্বান' গল্পের বুড়ি–
Ⓐ জাবির করাতির স্ত্রী Ⓑ ছমির করাতির স্ত্রী
Ⓒ জমির করাতির স্ত্রী Ⓓ ছাবির করাতির স্ত্রী Ans Ⓒ

51. 'আহ্বান' গল্পে বুড়িকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছিলো?
Ⓐ বন-ঝোপে Ⓑ মাকাল গাছ তলায়
Ⓒ প্রাচীন গাছের তলায় Ⓓ মাঠের শেষে Ans Ⓒ

52. 'আহ্বান' গল্পে বুড়িকে কে মা ডাকতো?
Ⓐ ব্যাটার বউ Ⓑ হাজরা ব্যাটার বউ
Ⓒ গোপালের বউ Ⓓ দিগম্বরী Ans Ⓑ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

গদ্যাংশ

অধ্যায় ১১

মহাজাগতিক কিউরেটর মুহম্মদ জাফর ইকবাল

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মুহম্মদ জাফর ইকবাল জন্মগ্রহণ করেন– ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩এ ডিসেম্বর পিতার কর্মস্থল সিলেটে। পিতা শহিদ ফয়জুর রহমান আহমেদ। মাতা আয়েশা আখতার খাতুন। তাঁর পৈতৃক নিবাস– নেত্রকোনা জেলায়।
- তিনি কিশোর উপন্যাস এবং ছোটগল্প রচনাতেও – দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।
- তিনি একইসঙ্গে– লেখক, অধ্যাপক, স্বপ্নচারী রোমান্টিক মানুষ, বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানী।
- বাংলাদেশের বিজ্ঞানমুখী তরুণ-প্রজন্মের আদর্শ– মুহম্মদ জাফর ইকবাল।
- তিনি 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' লাভ করেন–২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে
- বাংলা ভাষায় রচিত সায়েন্স ফিকশন বা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির একচ্ছত্র সম্রাট– মুহম্মদ জাফর ইকবাল।
- 'নিঃসঙ্গ গ্রহচারী' মুহম্মদ জাফর ইকবাল রচিত– **সায়েন্স ফিকশন**।
- তাঁর সাহিত্যিক মানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য– মাতৃভূমি, মানুষ ও ধরিত্রীর প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতা।
- তাঁর সাহিত্যে সম্মিলন ঘটেছে– **বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠতা ও মানবীয় কল্পনা**।

সাহিত্যকর্ম

- বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ– একজন দুর্বল মানুষ (১৯৯২), ছেলেমানুষী (১৯৯৩)।
- বিখ্যাত উপন্যাস– আকাশ বাড়িয়ে দাও (১৯৮৭), বিবর্ণ তুষার (১৯৯৩), দুঃস্বপ্নের দ্বিতীয় প্রহর (১৯৯৪), কাচসমুদ্র (১৯৯৯), ক্যাম্প।
- বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ– কপোট্রনিক সুখ দুঃখ (১৯৭৬), ক্রুগো (১৯৮৮), অবনীল (২০০৪), অক্টোপাসের চোখ (২০০৯), ইকারাস (২০০৯)।
- বিখ্যাত শিশুতোষ গ্রন্থ– বুগাবুগা (২০০১), রতন, ঘাস ফড়িং (২০০৮)।
- কিশোরসাহিত্য– দীপু নাম্বার টু (১৯৮৪), আমার বন্ধু রাশেদ (১৯৯৪)।
- 'দীপু নাম্বার টু'– **কিশোর উপন্যাস**। চলচ্চিত্রে রূপ (১৯৯৬)।
- বিখ্যাত গল্প– আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা (১৯৯৬), তিন্নি ও বন্যা (১৯৯৮)।
- ভ্রমণবিষয়ক সাহিত্য– আমেরিকা (১৯৯৭), রঙিন চশমা (২০০৭)।
- বিখ্যাত রেডিও ও টিভি নাটক– গেস্ট হাউস, ঘাস ফড়িঙের স্বপ্ন, শান্তা পরিবার, শুকনো ফুল রঙিন ফুল (২০১১, সহায়তায় ইউনিসেফ)।
- ট্রাইটন একটি গ্রহের নাম, টুকুনজিল, ক্রোমিয়াম অরণ্য, অবনীল, মহাকাশে মহাত্রাস' এগুলো– **সায়েন্স ফিকশনধর্মী**।

গল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- 'জলজ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পটি লেখকের 'সায়েন্স ফিকশন সমগ্র' তৃতীয় খণ্ড (২০০২) থেকে গৃহীত হয়েছে।
- মহাজাগতিক কিউরেটর গল্পের ভাষারীতি– চলিতরীতি।
- কিউরেটরদ্বয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে– সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ।
- 'এখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে।' উক্তিটি– প্রথম প্রাণীর।
- 'পৃথিবী' গ্রহটি খুঁটিয়ে দেখে তারা– সন্তুষ্ট হলো।
- জাদুঘর রক্ষক বা জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ককে বলা হয়– কিউরেটর।
- এককোষী পরজীবী ধরনের প্রাণী– ব্যাকটেরিয়া।
- গাছ নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে– সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে।
- কিউরেটরদ্বয়ের কাছে বেশ চমৎকার বলে মনে হয়– গাছের পদ্ধতিটা।
- 'ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া বেশি ছোট।' এদের মাঝে নেই– বৈচিত্র্য।
- সালোকসংশ্লেষণ হলো– বৃক্ষের খাদ্য প্রস্তুতপ্রণালি।
- পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর মধ্যে নেই– মৌলিক পার্থক্য।
- বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য দেখা যায়– অবয়বগত পার্থক্য।
- পৃথিবীর সব প্রাণীর প্রাণের মূল হলো– DNA।
- 'সব পার্থক্য আসলে বাহ্যিক।' এ মতটি– দ্বিতীয় প্রাণীটির।
- সাপকে কিউরেটরদ্বয়ের কাছে মনে হয়– কৌতূহলোদ্দীপক প্রাণী।
- প্রাণিজগতে পিছিয়ে পড়া প্রাণী– সরীসৃপ।
- পাখি পছন্দ করেছে– প্রথম প্রাণী (কিউরেটর)।
- হলুদের মধ্যে কালো ডোরাকাটা প্রাণী– বাঘ।
- সংরক্ষণ করা অনেক কঠিন হবে– হাতি বা নীল তিমি।
- বেঁচে থাকার পদ্ধতি ভিন্ন– পানিতে বাসকারী প্রাণীদের।
- কিউরেটরদ্বয় বাঘের পর নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়– কুকুর।
- একে অন্যের উপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলেছে– মানুষ।
- মহাজাগতিক কাউন্সিল দায়িত্ব দিয়েছে– দুটি প্রাণীকে।
- এ গল্পে মানুষের বয়স উল্লেখ করা হয়েছে– দুই মিলিয়ন।
- মানুষ নির্বিচারে গাছ কেটে ধ্বংস করছে– **প্রকৃতির ভারসাম্য**।
- পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম প্রাণী হিসেবে সমর্থনযোগ্য– ডাইনোসর।
- ডাইনোসরের যুগ থেকে বেঁচে আছে– পিঁপড়া।
- যে অন্যকে আশ্রয় করে বাঁচে তাকে– পরজীবী বলে।
- মহাজাগতিক বলতে বোঝায়– মহাজগৎ সম্বন্ধীয়।
- 'বিপদে দিশেহারা হয় না, অন্যকে বাঁচানোর জন্য অকাতরে প্রাণ দেয়' এ বৈশিষ্ট্যগুলো পৃথিবীতে তুলনীয়– পিঁপড়ার বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে।
- 'মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী নয়' কথাটি বলা হয়েছে– এরা একে অন্যের উপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলেছে ও প্রকৃতিকে দূষিত করেছে বলে।
- মানুষ নগর তৈরি করেছে– সভ্যতার বিকাশের জন্য।
- পিঁপড়া নিজের শরীরের– দশ গুণ বেশি ওজন অনায়াসে বহন করতে পারে।
- 'ঐ ফুল ফোটে বনে যাই মধু আহরণে দাঁড়াবার সময় তো নাই' কথাটি মৌমাছি ছাড়া প্রযোজ্য– পিঁপড়ার জন্য।
- নিউক্লিয়ার বোমা যে ধরনের বোমা– পারমাণবিক বোমা।
- 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পটির কাহিনি এগিয়েছে– নাট্যগুণ সমৃদ্ধ সংলাপের মধ্য দিয়ে।
- পিঁপড়া এক সময় পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করবে, কারণ– তারা সুশৃঙ্খল।
- 'এদের কেউ শ্রমিক, কেউ সৈনিক, কেউ বুদ্ধিজীবী' উক্তিটি– দ্বিতীয় কিউরেটরের।
- পিঁপড়াদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ নেই কারণ– সামাজিক ও একতাবদ্ধ বলে।
- 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে ১২টি প্রাণীর কথা উল্লেখ আছে। যথা : ভাইরাস, সাপ, ব্যাকটেরিয়া, হাতি, নীল তিমি, বাঘ, কুকুর, হরিণ, ডাইনোসর, পিঁপড়া, পাখি, মানুষ।
- 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে– লেখকের জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'যেখানে গতিশীল প্রাণী আছে সেখানে স্থির প্রাণ নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না।' এখানে 'স্থির' বলতে বোঝানো হয়েছে–
Ⓐ জড়বস্তু Ⓑ পাষাণ
Ⓒ শৈবাল Ⓓ বৃক্ষ **Ans D**

02. সব প্রাণীর ডিএনএ তৈরি হয় কী দিয়ে?
Ⓐ একই বেস পেয়ার Ⓑ একই টিস্যু থেকে
Ⓒ একই RNA Ⓓ একই সেল থেকে **Ans A**

03. পিঁপড়াকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলা হয়েছে কেন?
Ⓐ মানবিকতাসম্পন্ন প্রাণী Ⓑ পরিশ্রমী, সুশৃঙ্খল, সামাজিক প্রাণী
Ⓒ সুসভ্য প্রাণী Ⓓ বস্তুবাদী ইহজাগতিক প্রাণী **Ans B**

04. ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার নমুনা সংগ্রহ না করার কারণ–
Ⓐ এরা বহুকোষী বলে Ⓑ এদের মাঝে কোনো বৈচিত্র্য নেই
Ⓒ এরা রোগ ছড়ায় Ⓓ এরা আকারে অতি বিচিত্র **Ans B**

05. প্রথম কিউরেটর পাখিকে পছন্দ করার কারণ কী?
Ⓐ ওড়ার ক্ষমতা Ⓑ লাফানোর ক্ষমতা
Ⓒ সুরেলা কণ্ঠ Ⓓ আকারে ছোট **Ans A**

06. হরিণ কোন প্রজাতির প্রাণী–
Ⓐ তৃণভোজী Ⓑ চালক ও সজাগ
Ⓒ স্তন্যপায়ী Ⓓ সরীসৃপ **Ans A**

07. কিউরেটরদের কুকুর পছন্দ হওয়ার কারণ–
Ⓐ এরা একা একা চলাফেরা করে Ⓑ এরা দল বেধে ঘুরে বেড়ায়
Ⓒ এদের রক্ত ঠাণ্ডা Ⓓ এরা উগ্র **Ans B**

08. অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষ আলাদা কীসের কারণে?
Ⓐ সামাজিকতায় Ⓑ মানবিকতায়
Ⓒ বুদ্ধি বিবেচনায় Ⓓ শৃঙ্খলায় **Ans C**

09. বাতাসের কোন স্তর ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে?
Ⓐ ট্রাপোস্ফিয়ার Ⓑ মেসোমণ্ডল
Ⓒ ওজোন স্তর Ⓓ ট্রপোমণ্ডল **Ans C**

10. মানুষ নিজেদের বিপন্ন করেছে কীসের কারণে?
Ⓐ আত্মকেন্দ্রিকতার কারণে Ⓑ প্রাধান্য বিস্তার করতে
Ⓒ প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে Ⓓ ধন উপার্জন করতে **Ans A**

11. কিউরেটরগণ শঙ্কিত কেন?
Ⓐ মানুষের বুদ্ধিহীনতার কারণে Ⓑ মানুষের কূপমণ্ডূকতার কারণে
Ⓒ মানুষের বিবেকহীনতার কারণে Ⓓ মানুষের অলসতার কারণে **Ans A**

12. প্রাণীর বিকাশের নীলনকশা কী দিয়ে তৈরি করে রাখা আছে?
Ⓐ DNA Ⓑ RNA
Ⓒ কোষ Ⓓ সাইটোপ্লাজে **Ans A**

13. শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী কোনটি?
Ⓐ পিঁপড়া Ⓑ টিকটিকি
Ⓒ মানুষ Ⓓ বাঘ **Ans B**

14. 'কী সুন্দর হলুদের মাঝে... ডোরাকাটা।' শূন্যস্থানে নিচের কোনটি বসবে?
Ⓐ সাদা Ⓑ কালো
Ⓒ লাল Ⓓ নীল **Ans B**

15. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' রচনায় কোন বোমার উল্লেখ করা হয়েছে?
Ⓐ সালফার বোমা Ⓑ নিউক্লিয়ার বোমা
Ⓒ তেজস্ক্রিয় বোমা Ⓓ মিগ বোমা **Ans B**

16. মহাজাগতিক কিউরেটর রচনা অনুসারে মানুষ প্রকৃতিকে কী করে ফেলেছে?
Ⓐ সুন্দর Ⓑ ধ্বংস
Ⓒ সাজিয়ে Ⓓ মনোরম **Ans B**

17. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে প্রাণীর বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন কী দ্বারা বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ স্থাপত্য Ⓑ সভ্যতা
Ⓒ পুরাকীর্তি Ⓓ সাহিত্য **Ans B**

18. 'কিউরেটর' শব্দের অর্থ কী?
Ⓐ বিমানের পরিচালক Ⓑ জাদুঘর রক্ষক
Ⓒ জাহাজের চালক Ⓓ লাইব্রেরি রক্ষক **Ans B**

19. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' রচনায় কার মধ্যে তেমন কোনো বৈচিত্র্য নেই?
Ⓐ সাইটোপ্লাজম Ⓑ নিউক্লিয়াস
Ⓒ রাইবোসোম Ⓓ ব্যাকটেরিয়া **Ans D**

20. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে কোথা থেকে প্রাণের শুরু হয়েছে?
Ⓐ ভাইরাস Ⓑ উদ্ভিদ
Ⓒ জীবকোষ Ⓓ ব্যাকটেরিয়া **Ans A**

21. ওজোন স্তর ধ্বংস করছে কোন গ্যাস?
Ⓐ ক্লোরোফ্লোরো কার্বন Ⓑ হাইড্রোজেন
Ⓒ কার্বন ডাই অক্সাইড Ⓓ নাইট্রোজেন **Ans A**

22. DNA-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ হিসেবে প্রযোজ্য নিচের কোনটি?
Ⓐ Dynamic nucleic Acid Ⓑ Detect nucleic Acid
Ⓒ DeoxyriboNucleic Acid Ⓓ Dubble nucleic Acid **Ans C**

23. পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর মধ্যে কোনটি নেই?
Ⓐ স্বাভাবিকত্ব Ⓑ সূক্ষ্ম পার্থক্য
Ⓒ মৌলিকত্ব Ⓓ মৌলিক পার্থক্য **Ans D**

24. সরীসৃপের দেহের তাপমাত্রা কেমন?
Ⓐ নিয়ন্ত্রিত Ⓑ নিয়ন্ত্রিত নয়
Ⓒ স্বাভাবিক Ⓓ অস্বাভাবিক **Ans B**

25. কিউরেটরদের মতে পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার প্রাণী কোনটি?
Ⓐ হনুমান Ⓑ হরিণ
Ⓒ পিঁপড়া Ⓓ হাতি **Ans C**

26. মহাজাগতিক কিউরেটরদের মতে কোন প্রাণীটি একা একা থাকতে পছন্দ করে?
Ⓐ বাঘ Ⓑ হাতি
Ⓒ ঘোড়া Ⓓ মানুষ **Ans A**

27. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' অনুযায়ী, মানুষ–
Ⓐ স্বেচ্ছা উপকারী প্রাণী Ⓑ স্বেচ্ছা দণ্ডধারী প্রাণী
Ⓒ স্বেচ্ছা সৃষ্টিশীল প্রাণী Ⓓ স্বেচ্ছা ধ্বংসকারী প্রাণী **Ans D**

28. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' এ নিচের কোনটি নেই?
Ⓐ জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন Ⓑ দেশকালের প্রভাব
Ⓒ জগতের আনন্দযজ্ঞ Ⓓ বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি **Ans C**

29. দুজন কিউরেটরের সংলাপের মধ্য দিয়ে 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পটি কী লাভ করেছে?
Ⓐ নাট্যগুণ Ⓑ হাস্যরস
Ⓒ কৌতুক রস Ⓓ ট্র্যাজেডি **Ans A**

30. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে মানুষ কীভাবে তার শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পেতে পারে?
Ⓐ সুশৃঙ্খলার মাধ্যমে Ⓑ পরিশ্রমের মাধ্যমে
Ⓒ সুবিবেচক হওয়ার মাধ্যমে Ⓓ সবগুলো **Ans D**

31. পিঁপড়ারা খাবার জমিয়ে রাখে কেন?
Ⓐ সুবিবেচক বলে Ⓑ পরিশ্রমী বলে
Ⓒ শৃঙ্খলা জানে বলে Ⓓ শক্তিশালী বলে **Ans A**

32. মহাজাগতিক কিউরেটরদের পৃথিবীতে আসার কারণ–
Ⓐ কৃত্রিম অবস্থা যাচাই Ⓑ বিভিন্ন প্রাণীর অবস্থা যাচাই
Ⓒ প্রাণের নমুনা সংগ্রহ Ⓓ শ্রেষ্ঠ প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ **Ans D**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATION

CamScanner

33. কী বিষয়ের লেখক হিসেবে মুহম্মদ জাফর ইকবাল ২০০৪ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন?
Ⓐ কল্পকাহিনি Ⓑ বিজ্ঞান
Ⓒ প্রবন্ধ Ⓓ ভৌতিক কাহিনি Ans B

34. কাদের বেঁচে থাকার পদ্ধতি ভিন্ন?
Ⓐ পানিতে বাসকারী প্রাণীদের Ⓑ ডাঙ্গায় বাসকারী প্রাণীদে
Ⓒ এককোষী প্রাণীদের Ⓓ কীটপতঙ্গের Ans A

35. অত্যন্ত নিম্নশ্রেণির বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছে—
Ⓐ উষ্ণ রক্তের স্তন্যপায়ীদের Ⓑ শীতল রক্তের কীটপতঙ্গদের
Ⓒ শীতল রক্তের স্তন্যপায়ীদের Ⓓ উষ্ণ রক্তের সরীসৃপদের Ans A

36. 'কোথাও কোথাও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে।' কারা?
Ⓐ মানুষ Ⓑ ডাইনোসর
Ⓒ ডলফিন Ⓓ রয়েল বেঙ্গল টাইগার Ans A

37. 'সাপের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত নয়।' সরীসৃপ প্রাণী সাপের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রাণী কোনটি?
Ⓐ হাতি Ⓑ নীল তিমি
Ⓒ পিঁপড়া Ⓓ কুমির Ans D

38. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে কারা অন্যকে বাঁচানোর জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে বলে উল্লেখ আছে?
Ⓐ কুকুর Ⓑ পিঁপড়া
Ⓒ হরিণ Ⓓ মানুষ Ans B

39. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্প অনুসারে পুরো পৃথিবী ধ্বংস করে ফেলার অবস্থা করেছে কারা?
Ⓐ সরীসৃপ Ⓑ মানুষ
Ⓒ বন্যপ্রাণী Ⓓ তৃণভোজী Ans B

40. 'আমি নিশ্চিত মানুষ নিজেদের ধ্বংস করে ফেলার পরও এরা বেঁচে থাকবে' উক্তিটি কাদের উদ্দেশে?
Ⓐ বাঘের Ⓑ তিমির
Ⓒ পিঁপড়ার Ⓓ সাপের Ans C

41. 'এদের কেউ শ্রমিক, কেউ সৈনিক, কেউ বুদ্ধিজীবী।' বাক্যটি যে রচনার—
Ⓐ চাষার দুক্ষু Ⓑ আমার পথ
Ⓒ মহাজাগতিক কিউরেটর Ⓓ জীবন ও বৃক্ষ Ans C

42. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের প্রথম বাক্যে কোন গ্রহের কথা উল্লেখ আছে?
Ⓐ প্রথম Ⓑ দ্বিতীয়
Ⓒ তৃতীয় Ⓓ চতুর্থ Ans C

43. 'এই ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়া বেশি ছোট; এর গঠন এত সহজ এর মাঝে কোনো বৈচিত্র্য নেই।' উক্তিটি কোন লেখার অর্ন্তগত?
Ⓐ আত্মচরিত Ⓑ জীবন ও বৃক্ষ
Ⓒ নেকলেস Ⓓ মহাজাগতিক কিউরেটর Ans D

44. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে মানুষের বয়স কত উল্লেখ করা হয়েছে?
Ⓐ দুই মিলিয়ন Ⓑ এক মিলিয়ন
Ⓒ চার মিলিয়ন Ⓓ তিন মিলিয়ন Ans A

45. 'এখানে প্রাণের বিকাশ ঘটেছে' উক্তিটি কার?
Ⓐ প্রথম কিউরেটর Ⓑ দ্বিতীয় কিউরেটরের
Ⓒ তৃতীয় কিউরেটরের Ⓓ গল্প লেখকের Ans A

46. কখন ভাইরাসের মধ্যে জীবনের লক্ষণ দেখা যায়?
Ⓐ দীর্ঘদিন সুপ্ত থাকলে Ⓑ অন্য প্রাণীর সংস্পর্শে এলে
Ⓒ প্রতিকূল পরিবেশ পেলে Ⓓ পরিপক্ব হলে Ans B

47. গাছ কীভাবে নিজের খাবার নিজেই তৈরি করে?
Ⓐ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে Ⓑ প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায়
Ⓒ সাইটোপ্লাজের মাধ্যমে Ⓓ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় Ans A

48. 'সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক।' উক্তিটি কার?
Ⓐ লেখকের Ⓑ প্রথম কিউরেটরের
Ⓒ দ্বিতীয় কিউরেটরের Ⓓ তৃতীয় কিউরেটরের Ans B

49. 'এদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমি খুব নিশ্চিত নই।' উক্তিটি কার?
Ⓐ লেখকের Ⓑ প্রথম কিউরেটরের
Ⓒ দ্বিতীয় কিউরেটরের Ⓓ তৃতীয় কিউরেটরের Ans C

50. 'মহাজাগতিক কাউন্সিল আমাদের কিউরেটরের দায়িত্ব দিয়েছে।' উক্তিটি কার?
Ⓐ প্রথম কিউরেটরের Ⓑ দ্বিতীয় কিউরেটরের
Ⓒ তৃতীয় কিউরেটরের Ⓓ চতুর্থ কিউরেটরের Ans B

51. আনন্দের ধ্বনি দিয়ে উঠে কে?
Ⓐ প্রথম কিউরেটর Ⓑ দ্বিতীয় কিউরেটর
Ⓒ মানুষ Ⓓ শ্রমিক ও সৈনিকরা Ans A

52. 'আমি একটি প্রাণী খুঁজে পেয়েছি।' এখানে কোন প্রাণী খুঁজে পাওয়ার কথা বলা হয়েছে?
Ⓐ বাঘ Ⓑ মানুষ
Ⓒ পিঁপড়া Ⓓ সাপ Ans C

53. 'হ্যাঁ। পৃথিবীর এই চমৎকার প্রাণীটা নেওয়াই সবচেয়ে সুবিবেচনার কাজ হবে।' এখানে 'চমৎকার প্রাণী' বলতে কোন প্রাণীকে বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ মানুষ Ⓑ পিঁপড়া
Ⓒ সাপ Ⓓ হরিণ Ans B

54. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' কোন ধরনের রচনা?
Ⓐ বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি Ⓑ ভ্রমণকাহিনি
Ⓒ আত্মজীবনী Ⓓ গবেষণাধর্মী Ans A

55. মহাজাগতিক কাউন্সিলের দুজন কিউরেটর কোথা থেকে এসেছেন?
Ⓐ সৌরজগৎ থেকে Ⓑ মঙ্গলগ্রহ থেকে
Ⓒ বৃহস্পতি গ্রহ থেকে Ⓓ অনন্ত মহাজগৎ Ans D

56. 'কী সুশৃঙ্খল প্রাণী দেখেছ?' এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে?
Ⓐ পাখি Ⓑ মানুষ
Ⓒ পিঁপড়া Ⓓ বাঘ Ans C

57. নিচের কোনটি ঠান্ডার মাঝে ছবির হয়ে পড়ে?
Ⓐ পিঁপড়া Ⓑ সাপ
Ⓒ পাখি Ⓓ বাঘ Ans B

58. মহাজাগতিক কিউরেটরদ্বয় মানুষ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়?
Ⓐ সৃষ্টিশীল Ⓑ আত্মঘাতী
Ⓒ বুদ্ধিমান Ⓓ লড়াকু Ans B

59. 'না আসলে এটি জটিল প্রাণ নয়, খুব সহজ এবং সাধারণ।' উক্তিটি কার?
Ⓐ প্রথম প্রাণীর Ⓑ প্রথম কিউরেটরের
Ⓒ দ্বিতীয় কিউরেটরের Ⓓ মহাজাগতিক কাউন্সিলরের Ans C

60. পিঁপড়া কেন বিপদে দিশেহারা হয় না?
Ⓐ সুবিবেচক বলে Ⓑ অবিবেচক বলে
Ⓒ প্রগতিশীল বলে Ⓓ শক্তিহীন বলে Ans A

61. সবচেয়ে সহজ ও সবচেয়ে জটিল প্রাণীর দেহে অবস্থিত ডিএনএ-র মধ্যে বেস পেয়ারগুলো কেমন থাকে?
Ⓐ আলাদা আলাদা Ⓑ একই রকম
Ⓒ প্যাঁচানো Ⓓ জোটবাঁধা Ans B

62. 'না মানুষকে নেওয়া ঠিক হবে না।' উক্তিটি কে করেছে?
Ⓐ প্রথম কিউরেটর Ⓑ দ্বিতীয় কিউরেটর
Ⓒ তৃতীয় প্রাণী Ⓓ মহাজাগতিক কাউন্সিল Ans A

63. মহাজাগতিক কিউরেটররা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছে কী কারণে?
Ⓐ অলস বলে Ⓑ পৃথিবীকে ধ্বংস করছে বলে
Ⓒ সামাজিক জীব নয় বলে Ⓓ বর্বর বলে Ans B

64. পৃথিবী নামক গ্রহে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে কোন প্রাণী?
Ⓐ তিমি Ⓑ সাপ
Ⓒ মানুষ Ⓓ বাঘ Ans C

CamScanner

গদ্যাংশ

অধ্যায় ১২

নেকলেস মূল : গী দ্য মোপাসাঁ; অনুবাদ : পূর্ণেন্দু দস্তিদার

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

সাহিত্যকর্ম

গী দ্য মোপাসাঁ

- গী দ্য মোপাসাঁর জন্মগ্রহণ করেন– ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের ৫ আগস্ট ফ্রান্সের নর্মান্ডি শহরে।
- গী দ্য মোপাসাঁর পুরো নাম– Henri-Renri-Albert-Guy De Maupassant।
- গী দ্য মোপাসাঁর পিতার নাম– গুস্তাভ দ্য মোপাসাঁ।
- গী দ্য মোপাসাঁর মায়ের নাম– লরা লি পয়টিভিন (Laure Le Poittevin)।
- গী দ্য মোপাসাঁ নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হন–১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে।
- গী দ্য মোপাসাঁর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিচয় ঘটে– বিখ্যাত ঔপন্যাসিক গুস্তাভ ফ্লবেয়ার-এর সঙ্গে।
- গী দ্য মোপাসাঁর সাহিত্য-জীবনে অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন– পারিবারিক বন্ধু গুস্তাভ ফ্লবেয়ার।
- মোপাসাঁর সাহিত্যজীবন শুরু– **কবিতা রচনার মাধ্যমে।**
- গী দ্য মোপাসাঁ সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেন– গুস্তাভ ফ্লবেয়ার-এর নির্দেশনা ও সহযোগিতায়।
- ফ্লবেয়ারের বাসায় মোপাসাঁর পরিচয় ঘটে– এমিল জোলা ও ইভান তুর্গনেভসহ অনেক বিশ্ববিখ্যাত লেখকের সঙ্গে।
- যে বিষয়টি গী দ্য মোপাসাঁর রচনাকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে– **অসাধারণ সংযম।**
- মোপাসাঁর রচনা যে ধরনের– **বস্তুনিষ্ঠ।**
- সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে মোপাসাঁর দৃষ্টিভঙ্গি– **নিরপেক্ষ।**
- মোপাসাঁ বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন– **গল্পকার হিসেবে।**
- গী দ্য মোপাসাঁর পড়াশোনা ত্যাগ করে– **ফরাসি প্রুশীয় যুদ্ধের কারণে।**
- গী দ্য মোপাসাঁ বাল্যকালে আক্রান্ত হন– **সিফিলিস রোগে।**
- গী দ্য মোপাসাঁ মারাত্মক মানসিক বৈকল্যের শিকার হয়ে কণ্ঠনালী কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন– **১৮৯২ সালের ২ জানুয়ারি।**
- গী দ্য মোপাসাঁর মা আক্রান্ত হন– ম্যালানকোলিয়া রোগে।
- গী দ্য মোপাসাঁ কাব্যচর্চা দিয়ে তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু করলেও তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন– গল্পকার হিসেবে।
- গী দ্য মোপাসাঁর বস্তুনিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার তুলনা– বিশ্বসাহেত্যের ইতিহাসে খুব বেশি লক্ষ করা যায় না।
- গী দ্য মোপাসাঁর রচনাকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে– তাঁর অসাধারণ সংযম ও বিস্ময়কর জীবনবোধ।
- গী দ্য মোপাসাঁ মারা যান– ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জুলাই।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার

- পূর্ণেন্দু দস্তিদার জন্মপরিচয়– **জন্ম : চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ধলঘাট গ্রামে ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ২০এ জুন। পিতা : চন্দ্রকুমার দস্তিদার। মাতা : কুমুদিনী দস্তিদার।**
- পূর্ণেন্দু দস্তিদার এন্ট্রাস পাস করেন– চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে (১৯২৫)।
- পূর্ণেন্দু দস্তিদার চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আই.এস.সি পাস করেন– ১৯২৭ সালে।
- পূর্ণেন্দু দস্তিদার ছিলেন– একাধারে লেখক ও রাজনীতিবিদ।
- বিপ্লবী পূর্ণেন্দু দস্তিদার চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন– মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে।
- পূর্ণেন্দু দস্তিদার কারাবরণ করেন– চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে অংশ নেওয়ায়।
- পূর্ণেন্দু দস্তিদার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযানে সক্রিয় অংশ নেন– ১৮ এপ্রিল, ১৯৩০ সালে।
- পূর্ণেন্দু দস্তিদার দীর্ঘকাল কারান্তরালে থাকেন– চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযানে সক্রিয় অংশ নিয়ে।
- পূর্ণেন্দু দস্তিদারের আরেক ভাই সুখেন্দু দস্তিদার– চট্টোগ্রাম বিদ্রোহের সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি তথা পরবর্তীকালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের নেতা ছিলেন।
- পেশাগত জীবনে পূর্ণেন্দু দস্তিদার ছিলেন– আইনজীবী।
- পূর্ণেন্দু দস্তিদার ন্যাপের (ওয়ালি) প্রতিনিধি ছিলেন– ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে।
- পূর্ণেন্দু দস্তিদারের খ্যাতি ছিল– সমাজভাবুক লেখক হিসেবে।
- পূর্ণেন্দু দস্তিদার ছিলেন– **আইনজীবী, লেখক ও রাজনীতিবিদ।**
- পূর্ণেন্দু দস্তিদারের অনুবাদ গ্রন্থ– **শেখভের গল্প।**
- পূর্ববঙ্গ পরিষদে তৎকর্তৃক চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের স্মারকস্তম্ভ নির্মাণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন– **১৮ এপ্রিল ১৯৩০ সালে।**
- পূর্ণেন্দু দস্তিদার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হন– **যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে।**
- পূর্ণেন্দু দস্তিদার সূর্য সেনের নেতৃত্বে পরিচালিত যুব বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে কলকাতায় গ্রেফতার হন– **১৯৩০ সালে।**
- পূর্ণেন্দু দস্তিদার মারা যান– ৯ মে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে ভারতে যাওয়ার পথে দেমাগিরি বর্ডার দিয়ে পার হওয়ার পর পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পূর্ণেন্দু দস্তিদার মারা যান।

সাহিত্যকর্ম

- গী দ্য মোপাসাঁর কাব্যগ্রন্থ– De Ver (কাব্যগ্রন্থটি ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হয়)।
- গী দ্য মোপাসাঁর 'বেল আমি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়– **১৮৮৫ সালে**
- পূর্ণেন্দু দস্তিদারের বিখ্যাত গ্রন্থ– কবিয়াল রমেশ শীল, স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম, বীরকন্যা প্রীতিলতা।
- গী দ্য মোপাসাঁর বিখ্যাত গল্প– Boule de Suif (ব্যু দ্য সুইফ), মাদমোয়াজেল ফিফি।
- গী দ্য মোপাসাঁর বিখ্যাত উপন্যাস– Un-riel, বেল আমি।
- গী দ্য মোপাসাঁর 'মাদমোয়াজেল ফিফি' গল্পটি প্রকাশিত হয়– **১৮৮৩ সালে।**
- পূর্ণেন্দু দস্তিদারের অনুবাদ গ্রন্থ– শেখভের গল্প, মোপাসাঁর গল্প।

গল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- 'সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী' এখানে যার সম্পর্কে বলা হয়েছে– মাদাম লোইসেল (মাতিলদা)।
- মাদাম লোইসেলের জীবনে কোনো আনন্দ ছিল না– কেরানির পরিবারে জন্মগ্রহণের জন্য।
- মাদাম লোইসেলের পিতার পেশা ছিল– কেরানি।
- 'নেকলেস' গল্পের লোইসেলের স্বামীর পেশা ছিল– কেরানি।
- 'নেকলেস' গল্পে মাতিলদার স্বামী চাকরি করতেন– শিক্ষা পরিষদ আপিস।
- 'নিজেকে সজ্জিত করার অক্ষমতার জন্য সে সাধারণভাবেই থাকত।' কে– মাদাম লোইসেল।
- মাদাম লোইসেল তার শ্রেণির অন্যতম হিসেবে ছিল– অসুখী।
- 'সর্বদা তার মনে দুঃখ।' 'নেকলেস' গল্পে দুঃখের কথা বলা হয়েছে– মাদাম লোইসেলের।
- এক সন্ধ্যায় মাদাম লোইসেলের স্বামী মসিঁয়ে ঘরে ফিরলেন– একটি বড় খাম হাতে।
- মাদাম লোইসেলের সর্বদা দুঃখ– সে কাঙ্ক্ষিত জীবন পায়নি বলে।
- মাদাম লোইসেলের হাতে আসা খামটির মধ্যে ছিল– আমন্ত্রণলিপি।
- 'নেকলেস' গল্পে উল্লেখ আছে– রোহিত মাছের।
- মাদাম লোইসেলের ব্যথিত হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল– বাসকক্ষের দারিদ্র্য।
- মাদাম লোইসেল ভাবত তার গৃহভৃত্য থাকবে– দুইজন।
- মাদাম লোইসেল যে বৈঠকখানাটি কামনা করে তাতে কীসের পর্দা ঝুলবে? উত্তর : পুরানো রেশমি পর্দা সেখানে ঝুলবে।
- 'ও কী ভালো মানুষ!' মসিঁয়ে লোইসেল একথা বলেছে– মাদাম লোইসেল সম্পর্কে।

CS CamScanner

- মাদাম লোইসেল প্রণয়লীলার কাহিনি শোনার কল্পনা করেন– রোহিত মাছের টুকরা অথবা মুরগির পাখনা খেতে খেতে ।
- মাদাম লোইসেল তার 'কনভেন্ট' এর সহপাঠিনীর সঙ্গে দেখা করার পর কষ্ট পেত– বান্ধবী ধনী হওয়ার হীনম্মন্যতার জন্য।
- মাদাম লোইসেল সাধারণভাবে থাকত– নিজেকে সজ্জিত করার অক্ষমতার জন্য।
- 'নেকলেস' গল্পে উল্লেখ আছে– জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাসের।
- মাদাম লোইসেল শিক্ষামন্ত্রীর নিমন্ত্রণলিপি পেয়েও যেতে চাচ্ছিল না– তার ভালো পোশাক নেই বলে।
- মাদাম লোইসেল তার স্বামীকে পোশাক কেনার জন্য চারশ ফ্রাঁ-এর কথা বলেছিল– মাদাম লোইসেলের কথা যেন প্রত্যাখ্যাত না হয় এজন্য।
- 'বল' নাচের দিন এগিয়ে আসতে থাকায় মাদাম লোইসেল বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে– তার দামি গহনা নেই বলে।
- মাদাম লোইসেল কার্ডটি নিক্ষেপ করে– টেবিলের ওপর।
- পোশাক কিনতে 'চারশত ফ্রাঁ' লাগবে শুনে মর্সিয়ে লোইসেলের মুখ ম্লান হয়ে গেল– বন্দুক কেনার জন্য সঞ্চয়ের টাকা খরচ করতে হবে বলে।
- মাদাম লোইসেলের খুব প্রিয় বস্তু– জড়োয়া গহনা।
- মাদাম লোইসেল স্বামীর দিকে তাকাল– বিরক্তির দৃষ্টি দিয়ে ।
- স্ত্রীর কথায় মর্সিয়ের মনে দুঃখ পাওয়ার কারণ– দরিদ্রতা।
- 'লোইসেল পরম আবেগে তাকে বুকে চেপে ধরে।' এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে– আনন্দের বিষয়টি ।
- 'যেকোনো মেয়ের অন্তরে এই পরিপূর্ণ বিজয় কত মধুর।' এ বাক্যে 'এই পরিপূর্ণ বিজয়' দ্বারা বোঝানো হয়েছে– সৌন্দর্যের বিজয়।
- হীরার হার রাখা ছিল– স্যাটিনের বাক্সে।
- প্যারিসের ফরাসি নাম– 'প্যারী'।
- মাদাম লোইসেলের নৃত্যের মধ্যে ছিল– আবেগ ও উৎসাহ।
- মর্সিয়ে ও মাদাম লোইসেল হতাশ হয়ে পড়ে– বাড়ি যাওয়ার জন্য গাড়ি না পেয়ে।
- 'সত্যিই তো! এটা আমি ভাবিনি।' এ উক্তিটি– নেকলেস গল্পের ।
- গাড়ি না পেয়ে লোইসেল দম্পতি হাঁটতে থাকে– সিন নদীর দিকে।
- হারটি খুঁজতে গিয়ে মর্সিয়ে লোইসেল ফিরে এলেন– পরদিন সকাল সাতটার দিকে।
- স্ত্রীর জন্য মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আধঘুমে জেগে থাকার ঘটনার মধ্য দিয়ে মর্সিয়ে লোইসেলের মধ্যে প্রকাশ পায়– দায়িত্বশীলতার দিকটি।
- মেয়েটি হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠে– হারখানা গলায় না দেখে।
- সন্ধ্যেবেলায় যখন মর্সিয়ে লোইসেল ফিরে এলো তখন তার মুখখানা ছিল– মলিন।
- মাদাম লোইসেলের স্বামী সন্ধ্যাবেলায়– কয়েকজন ব্যবসায়ীর হিসাবের খাতা ঠিক করে।
- 'ঐ ভয়ানক বিপর্যয়ে মেয়েটি সারাদিন এক বিভ্রান্ত অবস্থায় কাটাল।' এখানে বিপর্যয়টি– হারটি হারিয়ে ফেলার বিপর্যয়।
- 'আমার কাছে মাদাম ফোরস্টিয়ারের হারখানা নেই।' এ কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে– উত্তেজনা।
- মর্সিয়ে বলেছিল চমৎকার গোলাপফুল পাওয়া যায়– দশ ফ্রাঁ দিয়ে।
- মাদাম লোইসেলের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনল– বান্ধবীর হার হারিয়ে ফেলার ঘটনা।
- মাদাম লোইসেল দারিদ্র্যের ভয়াবহতা বুঝতে পারে– দুঃখজনক দেনার কারণে।
- 'ঐ দুঃখজনক দেনা শোধ করা প্রয়োজন।' এখানে দেনাকে 'দুঃখজনক' বলা হয়েছে– দেনা করেও দুঃখ ঘোচাতে পারেনি বলে।
- 'নেকলেস' গল্পে মাদাম লোইসেলের নখের রং ছিল– গোলাপি।
- দশ বছর পর এক রবিবারে মাদাম ফোরস্টিয়ারকে দেখে মাদাম লোইসেলের মন খারাপ হয়ে গেল– ফোরস্টিয়ার তখনো যুবতি, সুন্দরি ও আকর্ষণীয় ছিল দেখে।
- বর্তমানে ফ্রান্স 'ইউরো' মুদ্রা ব্যবহার করে– ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়ায়।
- 'La Parure' সর্বপ্রথম প্রকাশিত ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়– ১৮৮৪ সালে।
- মাদাম লোইসেল চরিত্রটির মধ্যে যে ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়– বিলাসী ও পরিশ্রমী।
- মাদাম লোইসেলের ধারণা, তার জন্ম হয়েছে– সুরুচিপূর্ণ বস্তুর জন্য।
- বল নাচের অনুষ্ঠান শেষে লোইসেল বাড়ি ফিরে গেল– ভোর চারটার।
- 'নেকলেস' গল্পে লোইসেল দম্পতি নতুনভাবে ভাড়া করলো– কয়েকটি কামরা।
- ফরাসি ভাষায় 'নেকলেস' গল্পের নাম– La Parure।
- মাদাম লোইসেলের অবস্থা দশ বছর পর হয়েছিল– গৃহস্থঘরের শক্ত, কর্মঠ ও অমার্জিত মেয়ের মতো।
- 'নেকলেস' গল্পে মূলত প্রতিফলন ঘটেছে– উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও লোভের পরিণাম ভয়াবহ।
- 'নেকলেস' গল্পটি যে মাপকাঠি স্পর্শ করে তুলে ধরেছে তা হলো– বিলাসিতার পরিণাম।
- লোইসেল প্রতি পাতা নকল করে দেওয়ার বিনিময়ে পেত– পাঁচ সাও।
- 'হায়, আমার বেচারী মাতিলদা! উক্তিটি– মাদাম ফোরস্টিয়ারের।
- লোইসেলের বন্ধুরা– ভরতপাখি শিকারে গিয়েছিল ।
- 'তার বাসকক্ষের দারিদ্র্য, হতশ্রী দেয়াল, জীর্ণ চেয়ার এবং বিবর্ণ জিনিসপত্রের জন্য সে ব্যথিত হতো।' 'নেকলেস' গল্পে মাতিলদার এ অনুভূতির কারণ– উচ্চাকাঙ্ক্ষা।
- গোপনকক্ষে মাদাম লোইসেল প্রথমে দেখেছিল– কঙ্কণ।
- 'সত্যিই তো! এটা আমি ভাবিনি।' এ উক্তিটি– নেকলেস গল্পের।
- সাধারণ আটপৌরে চাদরটি ঝোলানো হয়েছিল– কাঁধে।
- আয়নার সামনে জড়োয়া গহনাগুলো পরে মাদাম লোইসেল– ইতস্তত বোধ করছিল।
- 'আমায় দেখলে কেমন গরিব গরিব মনে হবে।' বাক্যটি দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে– মাদাম লোইসেলের উচ্চাভিলাষ।
- 'La Gaulois'– একটি ফরাসি পত্রিকা।
- 'কনভেন্ট' শব্দের অর্থ– মিশনারিদের আবাস।
- 'প্যালেস রয়েল' শব্দের অর্থ– রাজকীয় প্রাসাদ।

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. যখন একটি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে পড়েন তখন কোন বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের সাথে মোপাসাঁর পরিচয় ঘটে?
Ⓐ লিও তলস্তয় Ⓑ ম্যাক্সিম গোর্কি
Ⓒ ফিওদর দস্তয়েভস্কি Ⓓ গুস্তাভ ফ্লবেয়ার Ans D

02. ফ্লবেয়ারের বাসায় মোঁপাসার কোন বিশ্ববিখ্যাত লেখকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে?
Ⓐ টি. এস এলিয়ট Ⓑ ইভান তুর্গেনেভ
Ⓒ ফিওদর দস্তয়েভস্কি Ⓓ বায়রন Ans B

03. মোঁপাসা কীভাবে এমিল জোলা ও ইভান তুর্গেনেভসহ অনেক বিশ্ববিখ্যাত লেখকের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পান?
Ⓐ সাংবাদিকতার সূত্রে Ⓑ সাহিত্য সমিতিতে গিয়ে
Ⓒ ফ্লবেয়ারের বাসায় Ⓓ পিতার মাধ্যমে Ans C

04. পূর্ণেন্দু দস্তিদারের রচনা নিচের কোনটি?
Ⓐ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস Ⓑ স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম
Ⓒ স্বাধীনতার স্বাদ Ⓓ একাত্তরের দিনগুলো Ans B

05. নিচের কোন পরিচয়টি লেখক পূর্ণেন্দু দস্তিদারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
Ⓐ আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ Ⓑ আইনজীবী ও সমাজ গবেষক
Ⓒ রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক Ⓓ সমাজ সংস্কারক Ans A

06. কোন ধরনের লেখক হিসেবে পূর্ণেন্দু দস্তিদার খ্যাতি অর্জন করেন?
Ⓐ সমাজভাবুক Ⓑ রাষ্ট্রভাবুক
Ⓒ জীবন সচেতন Ⓓ দেশ সচেতন Ans A

07. 'থাকবে তাতে বিভিন্ন চমৎকার আসবাব' এখানে কীসের কথা বলা হয়েছে?
Ⓐ পার্শ্বপক্ষ Ⓑ বাসকক্ষ Ⓒ খাবারঘর Ⓓ বৈঠকখানা Ans D

08. 'নেকলেস' গল্পে যে গোল টেবিলের কথা বলা হয়েছে তার ক্লথটি কতদিন ধরে ব্যবহৃত?
Ⓐ তিন Ⓑ চার
Ⓒ পাঁচ Ⓓ ছয় Ans A

09. মাদাম লোইসেলের ধারণা কোন জিনিসের জন্যই তার সৃষ্টি?
Ⓐ দামি আসবাব Ⓑ দামি খাবার
Ⓒ সুদৃশ্য বাসগৃহ Ⓓ ফ্রক বা জড়োয়া গহনা Ans D

CS CamScanner

10. কনভেন্ট- এর বান্ধবীর সাথে দেখা করতে মাদাম লোইসেলের কেন ভালো লাগত না?
Ⓐ বান্ধবী অহংকারী বলে Ⓑ বান্ধবী সুন্দরী বলে
Ⓒ বান্ধবী ধনী বলে Ⓓ বান্ধবী জ্ঞানী বলে **Ans Ⓒ**

11. জনশিক্ষা মন্ত্রীর স্ত্রী কে?
Ⓐ মাদাম লোইসেল Ⓑ মাদাম ফোরসটিয়ার
Ⓒ মাদাম জর্জ রেমপন্নু Ⓓ মাদাম ক্রিস্টিয়ানো **Ans Ⓒ**

12. 'নেকলেস' গল্পে কী রঙের মাছের টুকরার কথা বলা হয়েছে?
Ⓐ গোলাপি Ⓑ লাল
Ⓒ সোনালি Ⓓ রূপালি **Ans Ⓐ**

13. মাদাম লোইসেল ধার করা হারটি সম্পর্কে পরবর্তীতে কী জানতে পারে?
Ⓐ হারটি ছিল নকল Ⓑ হারটি ছিল অল্প দামি
Ⓒ হারটি ছিল দামি Ⓓ হারটি ছিল মহামূল্যবান **Ans Ⓐ**

14. বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করার পর মাদাম লোইসেলকে কী গ্রাস করত?
Ⓐ ক্ষোভ Ⓑ হতাশা ও নৈরাশ্য
গ. পরশ্রীকাতরতা Ⓓ লোভ **Ans Ⓑ**

15. মাদাম লোইসেল কেন তাড়াতাড়ি খামটি ছিড়েছিল?
Ⓐ দামি কিছুর আশায় Ⓑ নতুন খবরের আশায়
Ⓒ স্বামীর খুশির জন্য Ⓓ কৌতূহল মিটাতে **Ans Ⓐ**

16. মর্সিয়ে ও মাদাম লোইসেল কোন মন্ত্রীর আমন্ত্রণপত্র পেয়েছিল?
Ⓐ অর্থ মন্ত্রীর Ⓑ জনশিক্ষা মন্ত্রীর
Ⓒ প্রধানমন্ত্রীর Ⓓ সংস্কৃতি মন্ত্রীর **Ans Ⓑ**

17. খামটি হাতে পেয়ে মাদাম লোইসেল কী হবে বলে মর্সিয়ে লোইসেল আশা করেছিল?
Ⓐ হতাশ Ⓑ আনন্দিত Ⓒ খুশি Ⓓ বিষণ্ন **Ans Ⓒ**

18. 'কিন্তু লক্ষ্মীটি, আমি ভেবেছিলাম এতে তুমি খুশি হবে।' এখানে কী প্রকাশ পায়?
Ⓐ অভিমান Ⓑ দুঃখবোধ
Ⓒ নিরাসক্তি Ⓓ আনুগত্য **Ans Ⓑ**

19. কী কারণে মর্সিয়ে লোইসেল মনে মনে দুঃখ পায়?
Ⓐ স্ত্রীর কান্না শুনে Ⓑ স্ত্রীর কথা শুনে
Ⓒ স্ত্রীর কষ্ট দেখে Ⓓ স্ত্রীর দেমাগ দেখে **Ans Ⓑ**

20. গী দ্য মোপাসাঁর কোন দিকটির তুলনা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বলতর হয়েছে?
Ⓐ ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি Ⓑ বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষতা
Ⓒ রাজনৈতিক ও আদর্শিক মানস Ⓓ দার্শনিক ও বস্তুনিষ্ঠতা **Ans Ⓑ**

21. 'বল' নাচের দিন যতই এগিয়ে আসতে থাকে ততই মাদাম লোইসেলকে কেমন মনে হয়?
Ⓐ আনন্দিত Ⓑ বেদনার্ত
Ⓒ ভয়ার্ত ও হতাশ Ⓓ বিচলিত ও উদ্বিগ্ন **Ans Ⓓ**

22. 'অদম্য কামনায় তার বুক দুর দুর করে।' এ 'অদম্য কামনা' কীসের জন্য?
Ⓐ স্বামীর আদর পাবার জন্য Ⓑ সবাইকে অবাক করে দেওয়ার
Ⓒ স্বামীকে খুশি করার Ⓓ হার ধার পাওয়ার **Ans Ⓓ**

23. অনুষ্ঠানে সব পুরুষ মাদাম লোইসেলকে লক্ষ করছিল কেন?
Ⓐ তার পোশাক সবচেয়ে সুন্দর ছিল বলে
Ⓑ তার হার সবচেয়ে সুন্দর ছিল বলে
Ⓒ সে সবচেয়ে সুন্দরী ও সুদর্শনা ছিল বলে
Ⓓ সুন্দর নেচেছিল বলে **Ans Ⓒ**

24. মন্ত্রিসভার সব সদস্যের সাথে মাদাম লোইসেলের কী নৃত্য করতে ইচ্ছে করছিল?
Ⓐ ওয়ালটজ Ⓑ বল Ⓒ ভরত Ⓓ উচ্চাঙ্গ **Ans Ⓐ**

25. মেয়েটি কী কারণে আয়নার সামনে গিয়ে চাদরখানা খোলে?
Ⓐ সাজগোজ করে তাকে কেমন দেখাচ্ছিল তা দেখার জন্য
Ⓑ নিজেকে গৌরবমণ্ডিত রূপে শেষবারের মতো দেখার জন্য
Ⓒ তার সুন্দর পোশাকটি দেখার জন্য
Ⓓ হারটি শেষবারের মতো দেখার জন্য **Ans Ⓑ**

26. কনভেন্ট-এর বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করে এসে মাদাম লোইসেল সারাদিন কাঁদত কেন?
Ⓐ নিজ দুর্ভোগের কথা ভেবে Ⓑ পুরনো দিনের কথা মনে করে
Ⓒ বান্ধবীর সাথে ঝগড়া করে Ⓓ বান্ধবীর সাথে রাগ করে **Ans Ⓐ**

27. মাদাম লোইসেলের পুরো নাম কী?
Ⓐ মাতিলদা লোইসেল Ⓑ নাতালিয়া লোইসেল
Ⓒ তিয়ানা Ⓓ তিয়ানোভক্কি **Ans Ⓐ**

28. 'সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী।' উদ্ধৃত অংশে কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
Ⓐ জেনি Ⓑ মাদাম লোইসেল
Ⓒ ফোরস্টিয়ার Ⓓ মাদাম রেমপন্নু **Ans Ⓑ**

29. 'এর চেয়ে ভালো কিছু আমি চাই না।' উদ্ধৃত অংশে মাদাম লোইসেলের প্রতি তার স্বামীর কী প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ বিরক্তি Ⓑ অভিমান Ⓒ ভালোবাসা Ⓓ শ্রদ্ধা **Ans Ⓒ**

30. মাদাম লোইসেলের স্বামীর বন্দুক কেনার জন্য কত টাকা সঞ্চয় করা ছিল?
Ⓐ চারশত ফ্রাঁ Ⓑ পাঁচশত ফ্রাঁ
Ⓒ চার হাজার ফ্রাঁ Ⓓ পাঁচ হাজার ফ্রাঁ **Ans Ⓐ**

31. 'আমার কোনো মণিমুক্তা, একটি দামি পাথর কিছুই নেই যা দিয়ে আমি নিজেকে সাজাতে পারি।' এ উক্তিটিতে কী নিহিত রয়েছে?
Ⓐ আকাঙ্ক্ষা Ⓑ অক্ষমতা Ⓒ উচ্চাশা Ⓓ প্রতিহিংসা **Ans Ⓒ**

32. 'ভাই, যা ইচ্ছা এখান থেকে নাও।' উদ্ধৃত অংশে ফোরস্টিয়ার কাকে বলছে?
Ⓐ মাদাম লোইসেলের স্বামীকে Ⓑ মাদাম লোইসেলকে
Ⓒ ব্রেটন Ⓓ মাদাম রেমপন্নুকে **Ans Ⓑ**

33. 'তার দাম দিতে দশ বছর লেগেছে।' এখানে কীসের দাম সম্পর্কে বলা হয়েছে?
Ⓐ হার Ⓑ পোশাক Ⓒ জুতো Ⓓ আংটি **Ans Ⓐ**

34. অনুষ্ঠানে ভদ্রলোকের স্ত্রীদের আচরণ কেমন ছিল?
Ⓐ খুব বেশি খুশিতে মত্ত ছিল Ⓑ খুব বেশি ফুর্তিতে মত্ত ছিল
Ⓒ নেশায় আবেগাপ্লুত ছিল Ⓓ খুব খারাপ ছিল **Ans Ⓑ**

35. কতক্ষণ পর্যন্ত মাদাম লোইসেলের স্বামী বিশ্রামকক্ষে ছিল?
Ⓐ মধ্যরাত্রি পর্যন্ত Ⓑ সন্ধ্যা পর্যন্ত Ⓒ সারারাত Ⓓ ভোর পর্যন্ত **Ans Ⓐ**

36. বল নাচের সঙ্গে কীসের দারিদ্র্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল?
Ⓐ আটপৌরে চাদরের Ⓑ পুরোনো গহনার
Ⓒ সাধারণ পোশাক Ⓓ সাধারণ জুতোর **Ans Ⓐ**

37. 'প্রত্যেক মাসেই দলিল বদল করতে হয়।' 'নেকলেস' গল্পে এ বাক্যের সঙ্গে কোনটি সম্পৃক্ত?
Ⓐ বন্ধক Ⓑ ক্রয় Ⓒ বিক্রয় Ⓓ জমি বায়না **Ans Ⓐ**

38. মর্সিয়ে লোইসেল কাকে চিঠি লিখতে বলেছিল?
Ⓐ মাদাম ফোরস্টিয়ারকে Ⓑ রেমপন্নুকে
Ⓒ পুলিশকে Ⓓ জনশিক্ষামন্ত্রীকে **Ans Ⓐ**

39. লোইসেল দম্পতি কখন হার পাওয়ার আশা ত্যাগ করলো?
Ⓐ দুই দিন পর Ⓑ এক সপ্তাহ পর
Ⓒ দুই সপ্তাহ পর Ⓓ এক মাস পর **Ans Ⓑ**

40. 'হীরার নেকলেসটি' কত ফ্রাঁ দিয়ে কেনা হয়েছিল?
Ⓐ তেতাল্লিশ হাজার Ⓑ ত্রিশ হাজার
Ⓒ ছত্রিশ হাজার Ⓓ চৌত্রিশ হাজার **Ans Ⓒ**

41. স্বর্ণকারের কাছ থেকে লোইসেল দম্পতি কতদিন সময় নিয়েছিল?
Ⓐ দুই Ⓑ তিন Ⓒ চার Ⓓ পাঁচ **Ans Ⓑ**

42. কোন মাসের আগে যদি হারটি খুঁজে পাওয়া যায় তবে চৌত্রিশ হাজার ফ্রাঁ দিয়ে লোইসেল দম্পতি ফেরত পাবে?
Ⓐ জানুয়ারি Ⓑ ফেব্রুয়ারি Ⓒ মার্চ Ⓓ আগস্ট **Ans Ⓑ**

43. লোইসেল তার বাবার মৃত্যুর পর কত হাজার ফ্রাঁ পেয়েছিল?
Ⓐ ষোলো হাজার Ⓑ পনেরো হাজার
Ⓒ আঠারো হাজার Ⓓ উনিশ হাজার **Ans Ⓒ**

44. 'ওটা আরও আগে তোমায় ফেরত দেওয়া উচিত ছিল।' উক্তিটি কার?
Ⓐ রেমপন্নুর Ⓑ মাদাম ফোরস্টিয়ার
Ⓒ স্বর্ণকার Ⓓ লোইসেলের **Ans Ⓑ**

45. দেনা পরিশোধ করতে লোইসেল দম্পতির কয় বছর কেটে গেল?
Ⓐ ছয় Ⓑ দশ Ⓒ বারো Ⓓ চৌদ্দ **Ans Ⓑ**

CamScanner

পদ্যাংশ

অধ্যায় ১ সোনার তরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **জন্ম :** ৭ মে ১৮৬১ খ্রি. (২৫ বৈশাখ ১২৬৮), জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ভারত।
- **পিতা :** মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- **মাতা :** সারদা দেবী।
- **পিতামহ :** প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।
- **পিতামহী :** দিগম্বরী দেবী। **শিক্ষাজীবন :** রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুল, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করলেও স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারেননি। ১৭ বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পড়তে ইংল্যান্ড গেলেও কোর্স সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক বাংলা কবিতার প্রাণপুরুষ। তাঁর সাহিত্যসাধনার একটি বৃহৎকাল বাংলা সাহিত্যের 'রবীন্দ্রযুগ' নামে পরিচিত।
- **ছদ্মনাম :** ভানুসিংহ ঠাকুর, আন্নাকালী পাকড়াশী।
- **বিবাহ :** মাত্র ২২ বছর বয়সে খুলনার দক্ষিণডিহি গ্রামের মেয়ে ভবতারিণী দেবীর সঙ্গে ১৮৮৩ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। পরে ভবতারিণী দেবীর নাম বদলে রাখা হয় মৃণালিনী দেবী।
- **নোবেল পুরস্কার লাভ :** তিনি ১৯১৩ সালের নভেম্বরে 'Song Offerings' এর জন্য নোবেল পুরস্কার পান। 'Song offerings' গ্রন্থে মোট ১৫৭টি কবিতা ও গান রয়েছে। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় ও এশীয় ব্যক্তি তিনি।
- **প্রথম অনুবাদক :** বাংলায় টি.এস.এলিয়টের কবিতার প্রথম অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থটি যে বিষয় নিয়ে লেখা– **ধ্বনিবিজ্ঞান।**
- 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।' উক্তিটি আছে– **'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে।**
- রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে রচনাটি সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেন– **তাসের দেশ।**
- কবিগুরুর রাজনৈতিক উপন্যাস– **গোরা।**
- বাংলাদেশের 'জাতীয় সংগীত' রবীন্দ্রনাথের– **'গীতবিতান' গ্রন্থের স্বরবিতান অংশভুক্ত।**
- জাতীয় সংগীত সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়– **বঙ্গদর্শন পত্রিকায়।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশে এসেছিলেন– **দুইবার।**
- রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ– **শেষ লেখা (১৯৪১)।**
- ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠির সমাহার– **ছিন্নপত্র (প্রকাশ : ১৯১২)।**
- বাংলা সাহিত্যে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস– **চোখের বালি (১৯০৩)।**
- কাজী নজরুল রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন– **কাব্যরচনার শ্রেষ্ঠ সমাহার 'সঞ্চিতা'।**
- রবীন্দ্রনাথের গুরু হিসেবে খ্যাত– **বিহারীলাল চক্রবর্তী।**
- বিহারীলালকে বাংলা কাব্যের 'ভোরের পাখি' বলেছেন– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**
- 'মানুষ যা চায় ভুল করে চায়, যা পায় তা চায় না' উক্তিটি– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।**
- 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই' উক্তিটি– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। (গল্প : জীবিত ও মৃত)**
- তাঁর সাহিত্য সাধনার সময়টা– **রবীন্দ্রযুগ (১৯০০-১৯৩০) হিসেবে পরিচিত।**
- প্রথম গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ ও গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করেন– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**
- রবীন্দ্রনাথ চিত্রচর্চা আরম্ভ করেন– **ষাটোত্তর বয়সে লেখার কাটাকুটি থেকে।**
- 'সোনার তরী' প্রকাশিত হয়– **১৮৯৪ সালে।**

সাহিত্যকর্ম

- **কাব্যগ্রন্থ :** কবি কাহিনীর বনফুল বলাকা ও শ্যামলী বান্ধবী মহুয়ার নবজাতক কল্পনার জন্মদিন উপলক্ষে শৈশবের (শৈশব সংগীত) প্রভাতে (প্রভাত সংগীত) সানাই বাজিয়ে সন্ধ্যা সঙ্গীতের আয়োজন করে। বীথিকা, কড়ি ও কোমল নিয়ে সেঁজুতিতে সোনার তরী নামক খেয়ায় চিত্রা নদী পার হয়ে জানতে পারলো মানসী রোগসজ্জায় থাকলেও চৈতালীতে আরোগ্য হয়ে ক্ষণিকের জন্য স্মরণ করল পুনশ্চ গীতাঞ্জলি শেষলেখা কে।
- **নাটক :** অচলায়তন, চিরকুমার সভা, ডাকঘর, মুকুট, মুক্তির উপায়, রক্তকরবী, রাজা প্রভৃতি।
- **প্রবন্ধগ্রন্থ :** বিচিত্র প্রবন্ধ, শিক্ষা, শব্দতত্ত্ব, কালান্তর, সভ্যতার সংকট।
- **ভ্রমণকাহিনি :** জাপানযাত্রী, পথের সঞ্চয়, পারস্যে, রাশিয়ার চিঠি, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র।
- **পত্র সাহিত্য :** ছিন্নপত্র, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, চিঠিপত্র।
- **নৃত্যনাট্য :** শ্যামা মালিনী নৃত্যনাট্য তৈরির জন্য চিত্রাঙ্গদা এবং চণ্ডালিকাকে বেছে নিল।
- **ভ্রমণকাহিনি :** জাপানের যাত্রীরা রাশিয়ার চিঠি পড়ে ইউরোপ সম্পর্কে জানতে পারল।

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **উৎস ও সারসংক্ষেপ :** 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা। শতাধিক বছর ধরে এ কবিতা বিপুল আলোচনা ও নানামুখী ব্যাখ্যায় নতুন নতুন তাৎপর্যে অভিষিক্ত। একই সঙ্গে, কবিতাটি গূঢ় রহস্য ও শ্রেষ্ঠত্বেরও স্মারক। মহৎ সাহিত্যের একটি বিশেষ গুণ হলো কালে কালে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনার আলোকে তার শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হতে থাকে। বাংলা কবিতার ইতিহাসে "সোনার তরী" তেমনি আশ্চর্যসুন্দর এক চিরায়ত আবেদনবাহী কবিতা।

  একটি ছোট ক্ষেত। চারপাশে প্রবল স্রোতের বিস্তার। সোনার ধান নিয়ে একলা কৃষক। অবলীয়ায় তরী বেয়ে আসা নেয়ে– এ কয়েকটি চিত্রকল্প ও সেগুলোর অনুষঙ্গে রচিত এক অনুপম কবিতা 'সোনার তরী'। কবিতাটিতে দেখা যায়, চারপাশের প্রবল স্রোতের মধ্যে জেগে থাকা দ্বীপের মতো ছোটো একটি ধানক্ষেতে উৎপন্ন সোনার ধানের সম্ভার নিয়ে অপেক্ষারত নিঃসঙ্গ এক কৃষক। আকাশের ঘন মেঘ আর ভারী বর্ষণে পাশের খরস্রোতা নদী হয়ে উঠেছে হিংস্র। চারিদিকের 'বাঁকা জল' কৃষকের মনে সৃষ্টি করেছে ঘনঘোর আশঙ্কা। এরকম এক পরিস্থিতিতে ওই খরস্রোতা নদীতে একটি ভরাপাল সোনার নৌকা নিয়ে বেয়ে আসা এক মাঝিকে দেখা যায়। উৎকণ্ঠিত কৃষক নৌকা কূলে ভিড়িয়ে তার উৎপাদিত সোনার ধান নিয়ে যাওয়ার জন্য মাঝিকে সকাতরে মিনতি জানালে ওই সোনার ধানের সম্ভার নৌকায় তুলে নিয়ে মাঝি চলে যায়। ছোট নৌকা বলে স্থান সংকুলান হয় না কৃষকের। শূন্য নদীর তীরে আশাহত কৃষকের বেদনা গুমড়ে মরে। এ কবিতায় নিবিড়ভাবে মিশে আছে কবির জীবনদর্শন। মহাকালের স্রোতে জীবন-যৌবন ভেসে যায়, কিন্তু বেঁচে থাকে মানুষেরই সৃষ্ট সোনার ফসল। তার ব্যক্তিসত্তা ও শারীরিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার।
- **প্রথম লাইন–** গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
- **শেষ লাইন–** যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।
- **ভাষারীতি :** সাধুরীতি।
- **ছন্দ :** 'সোনার তরী' কবিতাটি ৮ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। পূর্ণ পর্ব ৮ মাত্রার, অপূর্ণ পর্ব ৫ মাত্রার। আপাতভাবে কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত বলে মনে হয়। কিন্তু সর্বশেষ স্তবকের 'শূন্য' শব্দটি বুঝিয়ে দেয় কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের। 'শূন্য' মাত্রাবৃত্তে ৩ মাত্রা। সে হিসেবে 'শূন্য নদীর তীরে' ৮ মাত্রার পর্ব; অক্ষরবৃত্ত ছন্দ হলে ১ মাত্রা কম পড়ত।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কাহিনি-কবিতার সংকলন গ্রন্থ–
Ⓐ জন্মদিনে Ⓑ কথা ও কাহিনী Ⓒ কথা Ⓓ কাহিনী **Ans Ⓑ**

02. বাংলা ছোটগল্পের জনক কে?
Ⓐ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর Ⓑ হুমায়ুন আহমেদ
Ⓒ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Ⓓ বনফুল **Ans Ⓒ**

03. রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসান ঘটে কত তারিখে?
Ⓐ ৭ মে Ⓑ ৭ আগস্ট Ⓒ ৭ নভেম্বর Ⓓ ৭ ডিসেম্বর **Ans Ⓑ**

04. রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার সময় বাংলা সাহিত্যে পরিচিত
Ⓐ রবীন্দ্রযুগ Ⓑ রবীন্দ্রবলয় Ⓒ সাধনার যুগ Ⓓ কালজয়ী যুগ **Ans Ⓐ**

05. রবীন্দ্রনাথ ছিলেন–
Ⓐ চিত্রশিল্পী, দক্ষসম্পাদক Ⓑ অসামান্য শিক্ষা-সংগঠক
Ⓒ অনুসন্ধিৎসু বিশ্ব পরিব্রাজক ও চিন্তক Ⓓ সবগুলো **Ans Ⓓ**

06. রবীন্দ্রনাথ কোন ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার পান?
Ⓐ কাব্যে Ⓑ ইংরেজি সাহিত্যে Ⓒ গানে Ⓓ সাহিত্যে **Ans Ⓓ**

07. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণে নিরুৎসাহী ছিলেন–
Ⓐ কাজী নজরুল ইসলাম Ⓑ বেগম রোকেয়া
Ⓒ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Ⓓ সুফিয়া কামাল **Ans Ⓒ**

08. এশীয়দের মধ্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান কে?
Ⓐ সত্যেন সেন Ⓑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Ⓒ ড. মুহম্মদ ইউনুস Ⓓ অমর্ত্য সেন **Ans Ⓑ**

09. রবীন্দ্রনাথ পথিকৃৎ ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী–
Ⓐ বাংলা ছোটগল্পে Ⓑ মৌলিক নাটক রচনায়
Ⓒ কাব্যনাট্যে Ⓓ উপন্যাস রচনায় **Ans Ⓐ**

10. রবীন্দ্রনাথ রচিত কাব্যনাট্য কোনটি?
Ⓐ মানসী Ⓑ পুনশ্চ Ⓒ রক্তকরবী Ⓓ চিত্রাঙ্গদা **Ans Ⓓ**

11. গগনে গর্জন করছে–
Ⓐ বর্ষা Ⓑ মেঘ Ⓒ ঘন মেঘ Ⓓ ঘন বরষা **Ans Ⓑ**

12. কূলে একা বসে আছে–
Ⓐ কবি Ⓑ মাঝি Ⓒ কৃষক Ⓓ মানবসত্তা **Ans Ⓒ**

13. কৃষক 'নাহি ভরসা' বলেছেন কেন?
Ⓐ ভয়ে Ⓑ মেঘের গর্জনে Ⓒ একা বলে Ⓓ বর্ষার আগমন **Ans Ⓒ**

14. 'রাশি রাশি' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ আধিক্য Ⓑ স্বল্পতা Ⓒ সমষ্টি Ⓓ প্রাবল্যতা **Ans Ⓐ**

15. 'ভারা' অর্থ কি?
Ⓐ পাত্র Ⓑ পাত্রের সমষ্টি
Ⓒ ধানের বোঝা Ⓓ ধান রাখার পাত্র **Ans Ⓓ**

16. 'ভারা ভারা' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ সুবিন্যস্ত Ⓑ ধান রাখার পাত্র Ⓒ মজুদ ঘর Ⓓ পাত্রের সমষ্টি **Ans Ⓓ**

17. 'বরষা' শব্দের ব্যুৎপত্তি কোনটি?
Ⓐ বর্ষা > বরষা Ⓑ বরশা > বরষা
Ⓒ বর্ষা < বরষা Ⓓ বরষা > বর্ষা **Ans Ⓐ**

18. কোন কাজ সারা হলো?
Ⓐ ধান বপন Ⓑ জলের খেলা
Ⓒ ধান কাটা Ⓓ ধান নৌকায় তোলা **Ans Ⓒ**

19. 'সোনার তরী' কবিতায় নদীটি কেমন?
Ⓐ ক্ষুরধার Ⓑ ভরা Ⓒ খরপরশা Ⓓ ছোট **Ans Ⓑ**

20. 'ক্ষুরধারা' অর্থ কী?
Ⓐ ধারালো Ⓑ ধারালো ক্ষুর
Ⓒ ক্ষুরের মতো ধারালো প্রবাহ বা স্রোত Ⓓ স্রোতধারা **Ans Ⓒ**

21. 'ধারা' শব্দের সমার্থক কোনটি?
Ⓐ প্রবাহমানতা Ⓑ পরম্পরা Ⓒ কালস্রোত Ⓓ প্রবাহ **Ans Ⓓ**

22. 'ধারালো বর্শার মতো' বোঝায়–
Ⓐ খরপরশা Ⓑ ক্ষুরধারা Ⓒ বাঁকা জল Ⓓ স্রোত **Ans Ⓐ**

23. ছোটো ক্ষেতের পরিমাণ–
Ⓐ রাশি রাশি Ⓑ একখানি Ⓒ ভরা Ⓓ ভারা ভারা **Ans Ⓑ**

24. চারি দিকে কী খেলা করছে?
Ⓐ ধান গাছ Ⓑ নদীস্রোত Ⓒ বাঁকা জল Ⓓ বর্ষা **Ans Ⓒ**

25. চারি দিকে বাঁকা জল–
Ⓐ খেলা করছে Ⓑ ভাসিয়ে নিচ্ছে Ⓒ ভয় দেখাচ্ছে Ⓓ করিছে খেলা **Ans Ⓓ**

26. বাঁকা জল খেলা করছে–
Ⓐ নদীতে Ⓑ চারি দিকে Ⓒ ছোট ক্ষেতে Ⓓ ভরা নদীতে **Ans Ⓑ**

27. কৃষক কোথায় একা বসে আছে–
Ⓐ কূলে Ⓑ ছোটো ক্ষেতে Ⓒ নদীতে Ⓓ মাঠে **Ans Ⓐ**

28. তরুছায়ামসী-মাখা কোথায়?
Ⓐ গ্রামে Ⓑ নদীপটে Ⓒ পরপারে Ⓓ বৃক্ষে **Ans Ⓒ**

29. তরুছায়া কোন রঙের?
Ⓐ সবুজ Ⓑ পিত্ত Ⓒ ছাই Ⓓ কালো **Ans Ⓓ**

30. 'সোনার তরী' কবিতার গ্রামখানি কেমন?
Ⓐ মেঘে ঢাকা Ⓑ মসী-মাখা
Ⓒ ছোট ক্ষেতের মতো Ⓓ তরুছায়াময় **Ans Ⓐ**

31. কবিতায় কোন সময়ের উল্লেখ রয়েছে?
Ⓐ প্রভাত Ⓑ মধ্যাহ্ন Ⓒ সায়াহ্ন Ⓓ পরন্তবেলা **Ans Ⓐ**

32. —— তরী বেয়ে কে আসে পারে ! শূন্যস্থানে বসবে–
Ⓐ ভরা পালে Ⓑ গান গেয়ে Ⓒ পাল তুলে Ⓓ খুশি হয়ে **Ans Ⓑ**

33. কাকে দেখে চেনা মনে হয়?
Ⓐ কবি Ⓑ কৃষক Ⓒ মাঝি Ⓓ আগন্তুক **Ans Ⓒ**

34. ভরানদী কী?
Ⓐ ক্ষুরধার Ⓑ খরপরশা Ⓒ মসীমাখা Ⓓ ক্ষুরধারা **Ans Ⓓ**

35. কে ভরাপালে চলে যায়?
Ⓐ নৌকা Ⓑ মাঝি Ⓒ মহাকাল Ⓓ স্রোতধারা **Ans Ⓑ**

36. সোনার তরীর মাঝি কীসের প্রতীক?
Ⓐ কালস্রোত Ⓑ হিংস্রতা
Ⓒ মহাকাল Ⓓ নির্মোহ মহাকাল **Ans Ⓓ**

37. ছোট দ্বীপের আঙ্গিকে চিত্রিত–
Ⓐ ধানক্ষেত Ⓑ নদী Ⓒ গ্রামখানি Ⓓ জীবনধারা **Ans Ⓐ**

38. অনন্ত কালস্রোতের প্রতীক–
Ⓐ বর্ষা Ⓑ নদী Ⓒ খরপরশা Ⓓ বাঁকা জল **Ans Ⓓ**

39. মাঝি কোনো দিকে নাহি চায় কেন?
Ⓐ মহাকাল বলে Ⓑ নিষ্ঠুর বলে
Ⓒ নিরাসক্ত বলে Ⓓ অহঙ্কারী বলে **Ans Ⓒ**

40. কবিতায় চিরায়ত শিল্পলোকের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ সোনার তরী Ⓑ বিদেশ Ⓒ সোনার ধান Ⓓ শূন্য নদী **Ans Ⓑ**

41. ঢেউগুলি–
Ⓐ অসহায় Ⓑ ব্যাকুল Ⓒ ভাঙে দু'ধারে Ⓓ নিরুপায় **Ans Ⓓ**

42. ঢেউগুলি ভাঙছে–
Ⓐ দু ধারে Ⓑ চারিদিকে Ⓒ থরে বিথরে Ⓓ তরুণী পরে **Ans Ⓐ**

43. কবিতায় 'ওগো' বলে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে?
Ⓐ মাঝিকে Ⓑ কবিকে Ⓒ কৃষককে Ⓓ আগন্তুককে **Ans Ⓐ**

44. কৃষক মাঝিকে কোথায় তরী ভিড়াতে বলেছেন?
Ⓐ নদীপারে Ⓑ পরপারে Ⓒ কূলে Ⓓ ছোটো ক্ষেতে **Ans Ⓒ**

45. 'গরজ' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত?
Ⓐ আগ্রহ Ⓑ আকাঙ্ক্ষা Ⓒ হুঙ্কার Ⓓ গর্জন **Ans Ⓓ**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CS CamScanner

পদ্যাংশ

অধ্যায় ২ বিদ্রোহী — কাজী নজরুল ইসলাম

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **জন্ম :** কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ২৪ মে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সাল) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রাম।
- **পিতা :** কাজী ফকির আহমদ।
- **মাতা :** জাহেদা খাতুন।
- কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্যজগতের এক অনন্য শিল্পী। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি। মাত্র আট বছর বয়সে পিতাকে হারিয়ে কবির পরিবার চরম দারিদ্র্যে পতিত হয়। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পাস করে সেখানেই এক বছর শিক্ষকতা করেন নজরুল। বারো বছর বয়সে তিনি লেটোর দলে যোগ দেন এবং দলের জন্য পালাগান রচনা করেন। বস্তুত তখন থেকেই তিনি সৃষ্টিশীল সত্তার অধিকারী হয়ে ওঠেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪) শুরু হওয়ার পর ১৯১৭ সালে ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে সৈনিক হিসেবে তিনি যোগদান করেন এবং করাচিতে যান; পরে হাবিলদার পদে উন্নীত হন। ১৯২০ সালের শুরুতে বাঙালি পল্টন ভেঙে দিলে তিনি কলকাতায় আসেন এবং পরিপূর্ণভাবে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে "বিদ্রোহী" কবিতা প্রকাশিত হলে চারদিকে তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।
- **ছদ্মনাম :** কাজী নজরুল ইসলামের ছদ্মনাম : কহলন মিশ্র, সারথি, শ্যামসুন্দর, বনবুলবুল, পাইয়োনিয়ার, ধূমকেতু, ব্যাঙাচি। ডাকনাম : দুখু মিয়া।
- **কর্মজীবন/ পেশা :** প্রথম জীবনে জীবিকার তাগিদে তিনি কবি-দলে, রুটির দোকানে এবং সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। পরবর্তীতে পত্রিকা সম্পাদনা, গ্রামোফোন রেকর্ডের ব্যবসায় গান লেখা ও সুরারোপ এবং সাহিত্য সাধনা করেছেন।
- **বাংলাদেশে আগমন :** ১৯১৪ খ্রি. কাজী রফিজউদ্দিন নামে আসানসোল থানার দারোগা তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে ময়মনসিংহ জেলার কাজীর সিমলা গ্রাম, ত্রিশালে নিয়ে আসেন। কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম ঢাকায় আসেন ১৯২৬ সালের জুন মাসে। ১৯৭২ সালের ২৪ মে ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে কবিকে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে আনা হয়।
- **কারাবাস :** 'ধূমকেতু' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ১ বছরের কারাদণ্ড দেয়। 'প্রলয়-শিখা' (১৯৩০) গ্রন্থটি রচনার জন্য কবির ছয় মাসের কারাদণ্ড হয়।
- বাংলাদেশের রণসঙ্গীতের রচয়িতা– **কাজী নজরুল ইসলাম।**
- রণসঙ্গীত হিসেবে মূল কবিতাটির গৃহীত চরণ সংখ্যা– **২১ চরণ।**
- 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রণসঙ্গীতটি 'নতুনের গান' শিরোনামে ঢাকার 'শিখা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়– **১৯২৮ সালে (১৩৩৫)।**
- নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ– **অগ্নি-বীণা (সেপ্টেম্বর, ১৯২২)।**
- তাঁর প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ– **তুর্কমহিলার ঘোমটা খোলা (প্রকাশ : কার্তিক ১৩২৬)।**
- নজরুলের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ– **যুগ-বাণী (অক্টোবর ১৯২২)।**
- জেলে বসে লেখা জবানবন্দির নাম– **রাজবন্দীর জবানবন্দী (৭/১/১৯২৩)।**
- নজরুলের প্রথম নিষিদ্ধকৃত কাব্যগ্রন্থ– **বিষের বাঁশি (প্রকাশ : আগস্ট ১৯২৪/ নিষিদ্ধ : ২৪ অক্টোবর ১৯২৪)।**
- নজরুলের মোট নিষিদ্ধকৃত গ্রন্থ কয়টি ও কী কী– **৫টি। যথা : বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা (৩টি কাব্য), চন্দ্রবিন্দু (সংগীতগ্রন্থ) ও যুগ-বাণী (প্রবন্ধগ্রন্থ)।**
- বিবিসির বাংলা বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত জরিপে (২০০৪) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় নজরুলের স্থান– **তৃতীয়।**
- বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে নজরুলকে কলকাতা থেকে ঢাকায় আনয়ন করা হয়– **১৯৭২ সালের ২৪ মে এবং এরপর থেকে তিনি বাংলাদেশেই ছিলেন।**

সাহিত্যকর্ম

- **কাব্যগ্রন্থ :** অগ্নি-বীণা, সাতভাই চম্পা, ঝড়, শেষ সওগাত, সঞ্চিতা, সর্বহারা, প্রলয়-শিখা, দোলন-চাঁপা, সিন্ধু-হিন্দোল, চক্রবাক, ফণী-মনসা।
- **উপন্যাস :** বাঁধন-হারা, মৃত্যু-ক্ষুধা, কুহেলিকা।
- **গল্প :** ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা, পদ্মগোখরা, জিনের বাদশা।
- **নাটক :** ঝিলিমিলি, আলেয়া, পুতুলের বিয়ে, মধুমালা।
- **প্রবন্ধগ্রন্থ :** যুগ-বাণী, দুর্দিনের যাত্রী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, ধূমকেতু, রুদ্র-মঙ্গল।
- **জীবনীগ্রন্থ :** মরু-ভাস্কর [হযরত মুহম্মদ (স.) এর জীবনীগ্রন্থ]।
- **অনুবাদ :** রুবাইয়াত-ই-হাফিজ, রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম।
- **পত্রিকা :** ধূমকেতু, লাঙল, দৈনিক নবযুগ তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা।
- **গানের সংকলন :** বুলবুল, সুরসাকী, গুলবাগিচা, বনগীতি, জুলফিকার, চন্দ্রবিন্দু, সুরলিপি, চিত্তনামা, রাঙাজবা।

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **উৎস :** কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' (১৯২২) থেকে সংকলিত হয়েছে। 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা 'বিদ্রোহী'।
- **কবিতার সারসংক্ষেপ :** 'বিদ্রোহী' বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। রবীন্দ্রযুগে এ কবিতার মধ্য দিয়ে এক প্রাতিস্বিক কবিকণ্ঠের আত্মপ্রকাশ ঘটে- যা বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক বিরল স্মরণীয় ঘটনা। 'বিদ্রোহী' কবিতায় আত্মজাগরণে উন্মুখ কবির সদম্ভ আত্মপ্রকাশ ঘোষিত হয়েছে। কবিতায় সগর্বে কবি নিজের বিদ্রোহী কবিসত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শাসকদের শাসন ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে দেন। এ কবিতায় সংযুক্ত রয়েছে ঔপনেবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কবির ক্ষোভ ও বিদ্রোহ। কবি সকল অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্ম, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও পুরাণের শক্তি উৎস থেকে উপকরণ উপাদান সমীকৃত করে নিজের বিদ্রোহী সত্তার অবয়ব রচনা করেন। কবিতার শেষে ধ্বনিত হয় অত্যাচারীর অত্যাচারের অবসান কাম্য। বিদ্রোহী কবি উৎকণ্ঠ ঘোষনায় জানিয়ে দেন যে, উৎপীড়িত জনতার ক্রন্দনরোল যতদিন পর্যন্ত প্রশমিত না হবে ততদিন এই বিদ্রোহী কবিসত্তা শান্ত হবে না। এই চির বিদ্রোহী অভ্রভেদী চির উন্নত শিররূপে বিরাজ করবে।
- **প্রথম চরণ–** বল বীর– / বল উন্নত মম শির!
- **শেষ চরণ–** বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!
- **ছন্দ–** 'বিদ্রোহী' কবিতাটি সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। তবে কবিতাটির সর্বত্র পর্ব ও মাত্রা সংখ্যা সমভাবে রক্ষিত হয়নি। পূর্ণ পর্ব ৬ মাত্রার, অতি পর্ব ২ মাত্রার। এর পঙ্ক্তি শেষে কিছু ক্ষেত্রে ৩ মাত্রা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম মাত্রার অপূর্ণ পর্ব রয়েছে। পর পর দুই পঙ্ক্তির শেষে অন্ত্যমিল রয়েছে। আর এ অন্ত্যানুপ্রাসের জন্য একে সমিল মুক্তক ছন্দ বলা হয়। নজরুল বাংলা কবিতায় এ ছন্দের প্রবর্তক।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. সৃষ্টির দেবতা কে?
Ⓐ ব্রহ্মা Ⓑ বিষ্ণু Ⓒ শিব Ⓓ কৃষ্ণ Ans Ⓐ

02. মহা-প্রলয় কখন আসবে?
Ⓐ সৃষ্টিকালে Ⓑ বিনাশকালে
Ⓒ সৃষ্টির ধ্বংসকালে Ⓓ অকাল বৈশাখী Ans Ⓒ

03. কবি মহা-প্রলয়ের কী হতে চেয়েছেন?
Ⓐ মহাভয় Ⓑ ডমরু Ⓒ প্রণব-নাদ Ⓓ নটরাজ Ans Ⓓ

04. কবি নিজেকে পৃথিবীর কী হিসেবে উল্লেখ করেছেন?
Ⓐ সাইক্লোন Ⓑ আশীর্বাদ Ⓒ অভিশাপ Ⓓ মহাভয় Ans Ⓒ

05. কবি কী মানেন না?
Ⓐ আইন Ⓑ বন্ধন Ⓒ শৃঙ্খল Ⓓ নিয়ম Ans Ⓐ

06. কবি কী ভরা-ডুবি করেন?
Ⓐ আইন Ⓑ মাইন Ⓒ টর্পেডো Ⓓ ভরা-তরী Ans Ⓓ

07. কবির শির দেখে কী নতশির হয়ে যায়?
Ⓐ হিমালয় Ⓑ হিমালয় শিখর
Ⓒ স্রষ্টা Ⓓ পর্বতমালা Ans Ⓑ

08. কবি সকল বন্ধন, নিয়ম-কানুন-শৃঙ্খলকে কীভাবে অতিক্রম করে যান?
Ⓐ দ'লে Ⓑ পিষে Ⓒ ভেঙে Ⓓ ডুবিয়ে Ans Ⓐ

09. কবি নিজেকে কী ধরনের মাইন বলেছেন?
Ⓐ ভাসমান Ⓑ টর্পেডো
Ⓒ ভীম ভাসমান Ⓓ ভয়ানক Ans Ⓒ

10. কবি নিজেকে কেমন ঝড় বলে অভিহিত করেছেন?
Ⓐ বৈশাখীর Ⓑ এলোকেশে Ⓒ অকালের Ⓓ এলোমেলো Ans Ⓑ

11. আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব–
Ⓐ বিধাতার Ⓑ মাতার Ⓒ বিধাত্রীর Ⓓ বিধাতৃর Ans Ⓓ

12. কবি নিজেকে লোকালয়ের বিপরীতে কী হিসেবে উল্লেখ করেছেন?
Ⓐ ধ্বংস Ⓑ অরণ্য Ⓒ শ্মশান Ⓓ শশ্মান Ans Ⓒ

13. নজরুল নিজেকে কিসের অবসান বলেছেন?
Ⓐ নিশা Ⓑ দিবা Ⓒ রাত্রি Ⓓ ধ্বংসের Ans Ⓐ

14. ইন্দ্রাণী-সুত কে?
Ⓐ জয়ন্ত Ⓑ জয়ন্ত Ⓒ ইন্দ্রপুত্র Ⓓ ভীম Ans Ⓑ

15. ইন্দ্রাণী কে?
Ⓐ দেবী Ⓑ মহামায়া Ⓒ শ্যামা Ⓓ শচী Ans Ⓓ

16. ইন্দ্রাণী-সুতের হাতে কী?
Ⓐ চাঁদ Ⓑ চন্দ্র Ⓒ সূর্য Ⓓ চক্র Ans Ⓐ

17. কবি কীসের বাঁশরী হতে চেয়েছেন?
Ⓐ বাঁশের Ⓑ বাঁকা বাঁশের
Ⓒ পাকা বাঁশের Ⓓ জঙ্গলের Ans Ⓑ

18. কে এক হাতে বাঁশরী, আরেক হাতে রণ-তূর্য হতে চেয়েছেন?
Ⓐ অর্ফিয়াস Ⓑ শ্যাম Ⓒ কবি স্বয়ং Ⓓ বিদ্রোহী Ans Ⓒ

19. বেদুঈনরা কোন দেশের?
Ⓐ মধ্যপ্রাচ্যের Ⓑ সৌদীর Ⓒ ইরানের Ⓓ আরবদেশের Ans Ⓓ

20. আরবদেশের যাযাবর জাতি কারা?
Ⓐ বেদেরা Ⓑ বেদুঈনরা Ⓒ অর্ফিয়াসেরা Ⓓ বিদ্রোহীরা Ans Ⓑ

21. চেঙ্গিস খান কাদের নেতা?
Ⓐ মোঙ্গলজাতির Ⓑ যাযাবর জাতির
Ⓒ বেদুঈন জাতির Ⓓ জঙ্গিদের Ans Ⓐ

22. চেঙ্গিস খান মূলত–
Ⓐ যাযাবর Ⓑ বিদ্রোহী Ⓒ যোদ্ধা Ⓓ বেদুঈন Ans Ⓒ

23. কোন কোণ থেকে ওঙ্কার ধ্বনি ধ্বনিত হয়?
Ⓐ মরু Ⓑ ঈষাণ Ⓒ সিন্ধু Ⓓ বিষাণ Ans Ⓑ

24. ইস্রাফিলের শিঙ্গার কথা কোথায় উল্লেখ রয়েছে?
Ⓐ হাদিসে Ⓑ পুরাণে Ⓒ বেদে Ⓓ কোরআনে Ans Ⓓ

25. পিনাক কী?
Ⓐ ডমরু Ⓑ ত্রিশূল Ⓒ ধনু Ⓓ চক্র Ans Ⓒ

26. ডুগডুগি জাতীয় বাদ্যযন্ত্র কোনটি?
Ⓐ ডমরু Ⓑ পিণাক Ⓒ শঙ্খ Ⓓ হল Ans Ⓐ

27. প্রণব-নাদ বলতে বোঝানো হয়েছে কোনটিকে?
Ⓐ হুঙ্কার Ⓑ শিঙ্গা ধ্বনি Ⓒ পাশরি Ⓓ ওঙ্কার ধ্বনি Ans Ⓑ

28. কোপন-স্বভাব বিশিষ্ট মুনি কে?
Ⓐ বিশ্বামিত্র Ⓑ পরশুরাম Ⓒ দুর্বাসা Ⓓ জমদগ্নি Ans Ⓒ

29. কে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন?
Ⓐ দুর্বাসা Ⓑ অর্ফিয়াস Ⓒ পরশুরাম Ⓓ বিশ্বামিত্র Ans Ⓓ

30. কবিতায় 'গ্রীষ্মে'র প্রতিশব্দ হিসেবে কী ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ পাশরি Ⓑ নিদাঘ Ⓒ হুতাশী Ⓓ নিঘাদ Ans Ⓑ

31. গ্রিক পুরাণের গানের দেবতা কে?
Ⓐ এ্যাপোলো Ⓑ মিউজ Ⓒ অর্ফিয়াস Ⓓ ইস্রাস Ans Ⓐ

32. 'বিদ্রোহী' কবিতায় 'আমি' শব্দটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ ৫০ Ⓑ ৫২ Ⓒ ৫৫ Ⓓ ৫৮ Ans Ⓒ

33. অর্ফিয়াস কার পুত্র ছিলেন?
Ⓐ ক্যাল্লোপির Ⓑ ইউরিডিসের
Ⓒ থ্রেসের Ⓓ শচীমাতার Ans Ⓐ

34. সুরের জাল বিস্তার করে মৃত ইউরিডিসের প্রাণ ফিরে পেতে চেয়েছিলেন–
Ⓐ এ্যাপোলো Ⓑ মিউজ Ⓒ ইস্রাস Ⓓ অর্ফিয়াস Ans Ⓓ

35. 'হাবিয়া' কী?
Ⓐ সুরের বিস্তার Ⓑ বেহেশত
Ⓒ দোজখ Ⓓ ঝরনা Ans Ⓒ

36. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থের কততম কবিতা?
Ⓐ প্রথম Ⓑ দ্বিতীয় Ⓒ তৃতীয় Ⓓ চতুর্থ Ans Ⓑ

37. পরশুরাম তাঁর মাকে কীভাবে বাঁচিয়ে তোলেন?
Ⓐ মন্ত্রবলে Ⓑ যাদু করে Ⓒ ধ্যান করে Ⓓ সাধনাবলে Ans Ⓓ

38. 'বিদ্রোহী' কবিতার মাধ্যমে প্রাতিস্বিক কবিকণ্ঠের আত্মপ্রকাশ ঘটে–
Ⓐ রবীন্দ্রযুগে Ⓑ আধুনিক যুগে
Ⓒ রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে Ⓓ পঞ্চ-পাণ্ডবের যুগে Ans Ⓐ

39. কবিতায় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ পেয়েছে কবির–
Ⓐ দম্ভ Ⓑ ক্ষোভ
Ⓒ ক্ষোভ ও বিদ্রোহ Ⓓ আত্মজাগরণ Ans Ⓒ

40. সপ্ত নরকের কথা কোন ধর্মে উল্লেখ রয়েছে?
Ⓐ বৌদ্ধ Ⓑ খ্রিস্ট Ⓒ ইসলাম Ⓓ সনাতন Ans Ⓓ

41. 'ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার' কীসের ইঙ্গিত করে?
Ⓐ নবসৃষ্টি Ⓑ ধ্বংস Ⓒ বিদ্রোহ Ⓓ প্রতিবাদ Ans Ⓑ

42. 'চাঁদ ভালে সূর্য এখানে 'ভালে' কী?
Ⓐ ভালো Ⓑ ঢলে পড়া Ⓒ গাল Ⓓ কপাল Ans Ⓓ

43. কবি কাদের বঞ্চিত ব্যথা হতে চেয়েছেন?
Ⓐ বিধবার Ⓑ অবমানিতের
Ⓒ গৃহহারা পথিকের Ⓓ পথিক কবির Ans Ⓒ

44. মহাদেবকে ধূর্জটি বলা হয় কেন?
Ⓐ ধূম্ররূপী জটার জন্য Ⓑ জটাধারী বলে
Ⓒ বিধ্বংসী বলে Ⓓ মহা-প্রলয় আনার জন্য Ans Ⓐ

45. "শির নেহারি' আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!" এ বাক্যে কী প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ বিদ্রোহ Ⓑ আত্মজাগরণ
Ⓒ উন্মুখ প্রকাশ Ⓓ সদম্ভ আত্মপ্রকাশ Ans Ⓓ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

পদ্যাংশ
অধ্যায় ৩

প্রতিদান
জসীমউদ্দীন

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **জন্ম :** জসীমউদ্দীনের জন্ম ১ জানুয়ারি ১৯০৩, তাম্বুলখানাগ্রাম (মাতুলালয়), ফরিদপুর।
- পৈত্রিক নিবাস : গোবিন্দপুর, ফরিদপুর।
- পিতা : আনসারউদ্দীন মোল্লা।
- মাতা : আমিনা খাতুন ওরফে রাঙাছুট।
- শিক্ষাজীবন : ফরিদপুর জিলা স্কুল (১৯২১) থেকে মেট্রিক পাস; ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ আই.এ.বি.এ (১৯২৯); কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য) এম.এ (১৯৩১)। কলেজে অধ্যয়নকালে 'কবর' কবিতা রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন এবং ছাত্রাবস্থায়ই কবিতাটি পাঠ্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। জসীমউদ্দীন 'পল্লিকবি' হিসেবে সমধিক পরিচিত।
- **বিভিন্ন নাম :** জসীমউদ্দীন।
- **পূর্ণনাম :** মোহাম্মদ জসীমউদ্দীন মোল্লা।
- **ছদ্মনাম :** জমীরউদ্দীন মোল্লা। **উপাধি :** পল্লিকবি।
- **ছদ্মনামে প্রকাশ :** ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত তিনি যত কবিতা রচনা করেছিলেন তা 'তুজম্বর আলী' ছদ্মনামে ছাপা হয়েছিল।
- **পুরস্কার :** প্রেসিডেন্টস এওয়ার্ড ফর প্রাইড অফ পারফরম্যান্স, পাকিস্তান (১৯৫৮); রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট ডিগ্রি, ভারত (১৯৬৯); ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রত্যাখান করেন; একুশে পদক (১৯৭৬); স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (১৯৭৮, মরণোত্তর)।
- পল্লিকবি হিসেবে পরিচিতি পেলেও অনেকের দৃষ্টিতে জসীমউদ্দীন- **আধুনিক কবি।**
- জসীমউদ্দীনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ- **রাখালী (১৯২৭) [প্রকাশিত হয় 'কল্লোল' পত্রিকায়]।**
- জসীমউদ্দীন শিক্ষাজীবন শুরু করেন- **ওয়েলফেয়ার স্কুলে।**
- জসীমউদ্দীনের পিতা ছিলেন- **পাঠশালার শিক্ষক।**
- জসীমউদ্দীনের নিজের নির্মিত বাড়ি- **ঢাকার কমলাপুরে।**
- তিনি ছিলেন- **প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা।**
- তিনি সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার- **দৃঢ় সমর্থক।**
- তিনি বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনের (১৯৬৬-৭১)- **অন্যতম পৃষ্ঠপোষক।**
- তিনি লোকসংগীত সংগ্রহ করেছেন- **দশ হাজারেরও বেশি।**
- তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন- **গুরু মৃত্যুঞ্জয় সিলের কাছে।**
- জসীমউদ্দীনের কবিতায় গ্রামীণ জীবনের নিখুঁত চিত্রে সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছিল- **আধুনিক শিল্প-চেতনার ছাপ।**
- গোবিন্দপুরে প্রতিবছর তাঁর জন্মদিনকে স্মরণ করে 'জসীম মেলা' নামে একটি পাক্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়- **জানুয়ারি মাসে।**
- ষাটের দশকের শেষদিকে পাকিস্তান সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে- **তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।**
- তাঁর নামে একটি আবাসিক হলের নামকরণ করা হয়েছে- **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।**
- জসীমউদ্দীনের সংগ্রহশালা (ব্যক্তিভিত্তিক জাদুঘর)- **ফরিদপুরে।**
- কবির বাড়ির সামনে নদ রয়েছে- **কুমার নামক নদ।**
- জসীমউদ্দীন সংগ্রহশালা নির্মিত হয়েছে- **২০১৫ সালে [উন্মুক্ত হয় ২০১৬ সালে]।**

সাহিত্যকর্ম

- **কাব্যগ্রন্থ :** রাখালী, বালুচর, ধানখেত, রূপবতী, মাটির কান্না, সখিনা, ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে, হলুদ বরণী, জলে লেখন, পদ্মানদীর দেশে, কাফনের মিছিল, মহরম, দুমুখো চাঁদ পাহাড়ি, সুচয়নী।
- **গাথাকাব্য :** নক্সী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, মা যে জননী কান্দে।
- **নাটক :** পদ্মাপাড়, বেদের মেয়ে, মধুমালা, পল্লীবধূ, গ্রামের মেয়ে, ওগো পুষ্পধনু, আসমান সিংহ।
- **আত্মকথা(গদ্যগ্রন্থ) :** যাদের দেখেছি, ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (স্মৃতিকথা), জীবনকথা (আত্মজীবনী), স্মৃতিপট, স্মরণের সরণী বাহি।
- **গানের সংকলন :** রঙ্গিলা নায়ের মাঝি, গাঙ্গের পাড়, জারিগান, মুর্শিদী গান।
- **উপন্যাস :** বোবা কাহিনী (১৯৬৪) [একমাত্র উপন্যাস]।
- **হাস্যরসাত্মক গ্রন্থ :** বাঙালির হাসির গল্প।
- **শিশুতোষ গ্রন্থ :** হাসু, এক পয়সার বাঁশী, ডালিমকুমার।
- **ভ্রমণকাহিনি :** চলে মুসাফির, হলদে পরীর দেশ, যে দেশে মানুষ বড়, জার্মানীর শহরে বন্দরে।
- **অনুবাদ :** ই.এম.মিলফোর্ড জসীমউদ্দীনের 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্যটি 'Field of the Embroidered Quiet' নামে অনুবাদ করেন। 'বাঙালির হাসির গল্প' গ্রন্থটি 'ফোক টেলস অব ইস্ট পাকিস্তান' নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।
- **বিখ্যাত কবিতা : কবর :** [রাখালী কাব্যের অন্তর্গত] মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। কবিতায় ১১৮টি পঙ্‌ক্তি আছে। প্রিয়জন হারানোর মর্মান্তিক স্মৃতিচারণ কবিতাটির বিষয়বস্তু। 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিতাটি তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই (বি.এ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়। **রাখাল ছেলে** [রাখালী কাব্যের অন্তর্গত] : তিনি যখন দশম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন তখন এ কবিতাটি রচনা করেছিলেন। **আসমানী :** কবিতাটির প্রধান চরিত্র আসমানীর বাড়ি ফরিদপুর।
- **বিখ্যাত গান :** আমার সোনার ময়না পাখি; আমার গলার হার খুলে নে; কাজল ভ্রমরা রে; আমার হার কালা করলাম রে; নদীর কূল নাই কিনার নাই; আমায় ভাসাইলি রে; আমায় এতো রাতে; কেমন তোমার মাতা পিতা; প্রাণ সখিরে ঐ শুন কদম্বতলে; আমার দরদি আগে জানলে।

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **উৎস ও কবিতার সারসংক্ষেপ :** 'প্রতিদান' কবিতাটি কবি জসীমউদ্দীনের 'বালুচর' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। এ কবিতায় কবি ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতার মধ্যেই যে ব্যক্তির প্রকৃত সুখ ও জীবনের সার্থকতা নিহিত সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সমাজ-সংসারে বিদ্যমান বিভেদ-হিংসা-হানাহানি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কবির কণ্ঠে প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বিপরীতে ব্যক্ত হয়েছে প্রীতিময় এক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। কেননা ভালোবাসাপূর্ণ মানুষই নির্মাণ করতে পারে সুন্দর, নিরাপদ পৃথিবী। কবি অনিষ্টকারীকে কেবল ক্ষমা করেই নয়, বরং প্রতিদান হিসেবে অনিষ্টকারীর উপকার করার মাধ্যমে পৃথিবীকে সুন্দর, বাসযোগ্য করতে চেয়েছেন।
- **প্রথম লাইন-** আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর
- **শেষ লাইন-** আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
- **ছন্দ :** 'প্রতিদান' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

CamScanner

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোনটি জসীমউদ্দীনের ভ্রমণকাহিনি?
Ⓐ নকশী কাঁথার মাঠ Ⓑ যে দেশে মানুষ বড় Ⓒ পদ্মরাগ Ⓓ ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায় Ans B

02. 'নকশী কাঁথা' কোন কবির কাব্যকে আশ্রয় করে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে?
Ⓐ জীবনানন্দ দাশ Ⓑ কাজী নজরুল ইসলাম Ⓒ বন্দে আলী মিয়া Ⓓ জসীমউদ্দীন Ans D

03. জসীমউদ্দীনের কাব্য কোনটি?
Ⓐ মা যে জননী কান্দে Ⓑ ময়নামতির চর Ⓒ রস কদম্ব Ⓓ বনতুলসী Ans A

04. জসীমউদ্দীন রচিত শিশুতোষ কাব্য–
Ⓐ রাখালী Ⓑ এক পয়সার বাঁশী Ⓒ সোজন বাদিয়ার ঘাট Ⓓ নকশী কাঁথার মাঠ Ans B

05. জসীমউদ্দীনের 'আসমানী' চরিত্রটির বাড়ি কোথায়?
Ⓐ গোপালগঞ্জ Ⓑ ফরিদপুর Ⓒ রাজবাড়ী Ⓓ মাদারীপুর Ans B

06. জসীমউদ্দীনের 'কবর' কবিতার দাদু শাপলার হাটে কী বিক্রি করতেন?
Ⓐ আম Ⓑ পাট Ⓒ তরমুজ Ⓓ মাছ Ans C

07. 'বেদের মেয়ে' গীতিনাট্য কে লিখেছেন?
Ⓐ কাজী নজরুল ইসলাম Ⓑ জসীমউদ্দীন Ⓒ ড. নীলিমা ইব্রাহীম Ⓓ সাঈদ আহমদ Ans B

08. জসীমউদ্দীন তার বন্ধুকে কোন গাঁয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন?
Ⓐ পল্লি গাঁয়ে Ⓑ কাজল গাঁয়ে Ⓒ শ্যামল গাঁয়ে Ⓓ সবুজ গাঁয়ে Ans B

09. 'The Field of Embroidered Quilt' কাব্যটি কবি জসীমউদ্দীনের কোন কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ?
Ⓐ সোজনবাদিয়ার ঘাট Ⓑ রঙিলা নায়ের মাঝি Ⓒ নকশী কাঁথার মাঠ Ⓓ রাখালী Ans C

10. 'কবর' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
Ⓐ স্বরবৃত্ত Ⓑ মাত্রাবৃত্ত Ⓒ অক্ষরবৃত্ত Ⓓ ত্রিপদী Ans B

11. কোন কবির নামানুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসের নামকরণ হয়েছে?
Ⓐ জসীমউদ্দীন Ⓑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Ⓒ বেগম সুফিয়া কামাল Ⓓ গোলাম মোস্তফা Ans A

12. 'রঙ্গিলা নায়ের মাঝি' এর লেখক হলেন–
Ⓐ জসীমউদ্দীন Ⓑ ফররুখ আহমদ Ⓒ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ Ⓓ অতুল প্রসাদ Ans A

13. 'এ-গাঁর চাষী নিঘুম রাতে বাঁশের বাঁশীর সুরে/ওইনা গাঁয়ের মেয়ের সাথে গহন ব্যথায় ঝুঁরে।' চরণ দুটি যে বিখ্যাত রচনার অন্তর্গত–
Ⓐ নকশী কাঁথার মাঠ Ⓑ দেওয়ানা মদিনা Ⓒ চক্রবাক Ⓓ মহুয়া Ans A

14. নিচের কোন কবি লোকসাহিত্য সংগ্রাহক ছিলেন?
Ⓐ কাজী নজরুল ইসলাম Ⓑ সমর সেন Ⓒ আবুল হোসেন Ⓓ জসীমউদ্দীন Ans D

15. 'কবর' কবিতাটি প্রথম যখন স্কুলপাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় তখন জসীমউদ্দীন ছিলেন–
Ⓐ কলেজছাত্র Ⓑ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র Ⓒ কলেজশিক্ষক Ⓓ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক Ans B

16. পল্লিকবি জসীমউদ্দীনের উপন্যাস মোট কয়টি?
Ⓐ একটি Ⓑ দুইটি Ⓒ বারটি Ⓓ চৌদ্দটি Ans A

17. কোন মিলটি ঠিক–
Ⓐ অবরোধবাসিনী, তসলিমা নাসরিন Ⓑ সঞ্চয়িতা, কাজী নজরুল ইসলাম Ⓒ জসীমউদ্দীন, সোজন বাদিয়ার ঘাট Ⓓ সঞ্চিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Ans C

18. 'কবর' কবিতায় বৃদ্ধ তাঁর কোন আত্মীয়কে সোনালি উষার সোনামুখের সঙ্গে তুলনা করেছেন?
Ⓐ স্ত্রীকে Ⓑ পুত্রবধুকে Ⓒ কন্যাকে Ⓓ নাতনীকে Ans A

19. জসীমউদ্দীন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব লিটারেচার ডিগ্রি লাভ করেন?
Ⓐ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় Ⓑ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় Ⓒ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় Ⓓ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় Ans C

20. আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর– এ পঙ্ক্তিতে কী বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ পরোপকার Ⓑ কৃতজ্ঞতাবোধ Ⓒ সর্বংসহা মনোভাব Ⓓ আত্মগ্লানি Ans C

21. 'প্রতিদান' কবিতায় কবি কাঁটা পেয়ে কী দান করেছেন?
Ⓐ ফুল Ⓑ ঘৃণা Ⓒ বাণ Ⓓ ঘর Ans A

22. জসীমউদ্দীনের সংগ্রহশালা কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ তাম্বুলখানায় Ⓑ ফরিদপুরে Ⓒ রাজেন্দ্রপুরে Ⓓ গোবিন্দপুরে Ans B

23. পূর্ববঙ্গীয় গীতিকার সংগ্রাহক ছিলেন–
Ⓐ জীবনানন্দ দাশ Ⓑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Ⓒ জসীমউদ্দীন Ⓓ আফসারউদ্দীন মোল্লা Ans C

24. জসীমউদ্দীন প্রচার বিভাগের কোন পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন?
Ⓐ ডেপুটি ডাইরেক্টর Ⓑ রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট Ⓒ অফিসার Ⓓ অর্গানাইজার Ans A

25. জসীমউদ্দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে নিযুক্ত ছিলেন–
Ⓐ দুই বছর Ⓑ তিন বছর Ⓒ পাঁচ বছর Ⓓ আট বছর Ans C

26. কবির নির্বাচিত কবিতার সংকলন গ্রন্থ কোনটি?
Ⓐ বোবা কাহিনী Ⓑ মধুমালা Ⓒ ধানখেত Ⓓ সুচয়নী Ans D

27. জসীমউদ্দীন রচিত শিশুতোষ গ্রন্থ কোনটি?
Ⓐ গ্রামের মেয়ে Ⓑ আসমান সিংহ Ⓒ হলুদ বরণী Ⓓ এক পয়সার বাঁশী Ans D

28. কবির 'কবর' কবিতাটি কোন পর্যায়ে পাঠ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়?
Ⓐ প্রাথমিক Ⓑ মাধ্যমিক Ⓒ উচ্চ মাধ্যমিক Ⓓ এন্ট্রাস Ans B

29. 'আমায় এতো রাতে কেনে ডাক দিলি' গানটি কার রচিত?
Ⓐ আবদুল করিম Ⓑ লালন শাহ Ⓒ জসীমউদ্দীন Ⓓ হাসন রাজা Ans C

30. 'নকসী কাঁথার মাঠ' ইংরেজিতে অনুবাদ করেন কে?
Ⓐ ই.এম. মিলফোর্ড Ⓑ টি.এস. এলিয়ট Ⓒ শেক্সপীয়র Ⓓ পি.বি. শেলী Ans A

31. জসীমউদ্দীন কোন পুরস্কারটি মৃত্যুর পর পান?
Ⓐ প্রাইড অফ পারফরম্যান্স Ⓑ বংলা একাডেমি পুরস্কার Ⓒ একুশে পদক Ⓓ স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার Ans D

32. জসীমউদ্দীন কত বছর বেঁচে ছিলেন?
Ⓐ ৭১ বছর Ⓑ ৭৩ বছর Ⓒ ৭৫ বছর Ⓓ ৭৮ বছর Ans B

33. কবির নিজের নির্মিত বাড়িটি কোথায় ছিল?
Ⓐ কমলাপুরে Ⓑ অম্বিকাপুরে Ⓒ গুলশানে Ⓓ রোজ গার্ডেন Ans A

34. কবি কোন ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার দৃঢ় সমর্থক ছিলেন?
Ⓐ গণতান্ত্রিক Ⓑ রাজতন্ত্র Ⓒ সমাজতান্ত্রিক Ⓓ প্রগতিশীল Ans C

35. কবি লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেছেন–
Ⓐ পাঁচ হাজার Ⓑ দশ হাজার Ⓒ দশ হাজারেরও বেশি Ⓓ দশ হাজারেরও কম Ans C

36. যে কবির ঘর ভাঙে, কবি তার জন্য কী করেন?
Ⓐ প্রসাদ গড়েন Ⓑ ঘর বাঁধেন Ⓒ কূল বাঁধেন Ⓓ ভেঙে দেন Ans B

37. 'প্রতিদান' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত?
Ⓐ বালুচর Ⓑ ধানখেত Ⓒ রাখালী Ⓓ রূপবতী Ans A

38. যে কবিকে পর করেছে, কবি তার জন্য কী করেন?
Ⓐ পর করে দেন Ⓑ আপন করে নেন Ⓒ আকুল হয়ে উঠেন Ⓓ পথের বিবাগী হন Ans B

39. পরকে আপন করতে কবি কী করেন?
Ⓐ জেগে থাকেন Ⓑ ফুল দান করেন Ⓒ পথের বিবাগী হন Ⓓ কেঁদে বেড়ান Ans [illegible]

CamScanner

40. কবি কাকে আপন করতে কেঁদে বেড়ান?
Ⓐ বন্ধুকে Ⓑ আত্মীয়কে
Ⓒ পরকে Ⓓ পরোপকারীকে **Ans Ⓒ**

41. কবি দীঘল রজনী কীভাবে কাটান?
Ⓐ ঘুমিয়ে Ⓑ জেগে Ⓒ কেঁদে Ⓓ গান গেয়ে **Ans Ⓑ**

42. 'দীঘল রজনী' অর্থ–
Ⓐ নির্ঘুম রাত Ⓑ নিশি রাত Ⓒ কালো রাত Ⓓ দীর্ঘ রাত **Ans Ⓓ**

43. কবি দীঘল রজনী কার জন্য জাগেন?
Ⓐ যে কবির ঘর ভেঙেছে Ⓑ যে কবির ঘুম কেড়ে নিয়েছে
Ⓒ যে কবির ঘুম হরেছে Ⓓ যে কবিকে ঘুম পাড়িয়েছে **Ans Ⓒ**

44. 'উদাসীন' কোন শব্দের প্রতিশব্দ–
Ⓐ বিভাগী Ⓑ বিরাগী Ⓒ হানিয়া Ⓓ ঠাঁই **Ans Ⓑ**

45. 'যে মোরে করিল পথের বিরাগী' এর পরবর্তী চরণ কোনটি?
Ⓐ পথে পথে ফিরি তার লাগি Ⓑ পথে পথে তার লাগি ফিরি
Ⓒ পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি Ⓓ পথে পথে ফিরি আমি তার লাগি **Ans Ⓒ**

46. কবি কার কূল বাঁধেন?
Ⓐ যে কবির কূল ভেঙেছে Ⓑ যে কবির কূল বেঁধেছে
Ⓒ যে কবির কূল সাজান Ⓓ যে কবির বুক ভরেন **Ans Ⓐ**

47. কবিতায় কেমন রজনীর উল্লেখ রয়েছে?
Ⓐ নিশি রাত Ⓑ অমাবশ্যা
Ⓒ আলোকিত Ⓓ দীঘল **Ans Ⓓ**

48. যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি–
Ⓐ বাঁধি Ⓑ কাঁদি Ⓒ বুক ভরি Ⓓ মালঞ্চ ধরি **Ans Ⓑ**

49. 'প্রতিদান' কবিতায় কবি কী কী বেঁধেছেন?
Ⓐ ঘর-বাড়ি Ⓑ ঘর-সংসার
Ⓒ ঘর-কূল Ⓓ ঘর ও বাগান **Ans Ⓒ**

50. যার জন্য কবি কাঁদেন, সে কবিকে কোথায় আঘাত করেছে?
Ⓐ অন্তরে Ⓑ মনে Ⓒ হাতে Ⓓ বুকে **Ans Ⓓ**

পদ্যাংশ অধ্যায় ৪

তাহারেই পড়ে মনে — সুফিয়া কামাল

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সুফিয়া কামাল জন্মগ্রহণ করেন– **২০ জুন ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ; শায়েস্তাবাদ, বরিশাল।** পিতা : সৈয়দ আবদুল বারী। মাতা : সাবেরা বেগম। তাঁর পৈতৃক নিবাস কুমিল্লায়।
- সুফিয়া কামাল সাত বছর বয়সে– **পিতৃহারা হন।**
- রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়– **১৯১৮ সালে।**
- সুফিয়া কামালের প্রথম বিয়ে হয়– **মামাতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে ১৯২৩ সালে।**
- বিয়ের পর যে নামে তিনি পরিচিত হন– **সুফিয়া এন. হোসেন নামে।**
- সুফিয়ার স্বামী সৈয়দ নেহাল মারা যান– **১৯৩২ সালে যক্ষা রোগে।**
- তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন– **১৯৩৯ সালে চট্টগ্রাম নিবাসী লেখক কামাল উদ্দীন আহমদের সঙ্গে। এরপর তিনি 'সুফিয়া কামাল' নাম গ্রহণ করেন।**
- সুফিয়া কামাল ঢাকায় আসেন– **সপরিবারে ৪৭-এর দেশভাগের পর।**
- সামাজিক পারিবারিক বাধা অতিক্রম করে সুফিয়া কামাল বাঙালি পাইলট চালিত বিমানে চড়েন– **১৯২৮ সালে।**
- সুফিয়া কামাল সম্পাদক ছিলেন– **'বেগম' পত্রিকার (১৯৪৭)।**
- তিনি শিশুদের সংগঠন কচিকাঁচার মেলা প্রতিষ্ঠা করেন– **১৯৫৬ সালে।**
- সুফিয়া কামাল ছায়ানটের সভাপতি নির্বাচিত হন– **১৯৬১ সালে।**
- সুফিয়া কামাল 'মহিলা পরিষদ' প্রতিষ্ঠা করেন– **১৯৭০ সালে।**
- তিনি মহিলা সংগ্রাম কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন– **১৯৬৯ সালে।**
- তিনি যে মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও নেতৃত্ব দেন তার নাম– **মহিলা সংগ্রাম পরিষদ (১৯৬৯)। বর্তমান নাম বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।**
- সুফিয়া কামাল 'জাতীয় কবিতা পরিষদ' পুরস্কার পান– **১৯৯৫ সালে।**
- তিনি 'দেশবন্ধু সি আর দাশ গোল্ড মেডেল' পান– **১৯৯৬ সালে**
- সুফিয়া কামাল মারা যান– **১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২০ নভেম্বর ঢাকায়।**

সাহিত্যকর্ম

- সুফিয়া কামালের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ– **'সাঁঝের মায়া', 'মায়া কাজল', 'কেয়ার কাঁটা', 'উদাত্ত পৃথিবী'।**
- তাঁর 'রূপসী বাংলা' কবিতাটি– **'সাঁঝের মায়া' কাব্যের অন্তর্গত।**
- সুফিয়া কামালের প্রথম কাব্যের নাম– **সাঁঝের মায়া (১৯৩৮)।**
- তাঁর 'সাঁঝের মায়া'র মুখবন্ধ লিখেন– **কবি কাজী নজরুল ইসলাম।**
- সুফিয়া কামালের প্রথম কবিতা 'বাসন্তী' (১৯২৬) কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়– **মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত সওগাত পত্রিকায়।**
- তিনি যে পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন– **'বেগম' (১৯৪৭) পত্রিকা।**

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি– **১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় (নবম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা ১৩৪২) প্রথম প্রকাশিত হয়।**
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি– **অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।**
- 'গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে' যে চলে গিয়েছে– **মাঘের সন্ন্যাসী।**
- মাঘের সন্ন্যাসী গেছে– **রিক্ত হস্তে ও পুষ্পশূন্য দিগন্তে।**
- এ কবিতায় যে ধরনের গানের কথা বলা হয়েছে– **আগমনী গান।**
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূল বিষয়– **জীবনের বিষাদময় রিক্ততার সুর।**
- ধরায় ফাগুন এসেছে– **বসন্তকে বরণ করে নেওয়ার জন্য।**
- বসন্তে কবির যে সাজ প্রত্যাশিত ছিল– **পুষ্প সাজ।**
- 'ঋতুর রাজন' বলতে কবি বুঝিয়েছেন– **ঋতুরাজ বসন্তকে।**
- 'গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে।' যে গেছে– **কবির প্রিয় মানুষ।**
- দখিনা সমীর অধীর আকুল হয়– **বাতাবি নেবুর ফুল ও আমের মুকুলের গন্ধে।**
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি– **কথোপকথনধর্মী।**
- 'মিনতি' শব্দটি গঠিত হয়েছে যেভাবে– **সংস্কৃত বিনতি এবং আরবি মিনত্‌ শব্দ থেকে।**
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার স্তবক সংখ্যা– **পাঁচটি।**
- 'এখনো দেখ নি তুমি' এ প্রশ্ন– **কবি ভক্তের।**
- 'আঁখি' শব্দের বিবর্তিত রূপ– **অক্ষি।**
- 'ভুলিতে পারি না কোনো মতে' এ বাক্যে 'না'– **ক্রিয়া বিশেষণ।**
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার অন্যতম দুটি বৈশিষ্ট্য– **নাটকীয়তা ও সংলাপনির্ভরতা।**
- 'অর্ঘ্য' ও 'অর্ঘ' শব্দ দুটির অর্থগত পার্থক্য হলো– **'অর্ঘ্য' শব্দের অর্থ পূজার উপকরণ এবং 'অর্ঘ' শব্দের অর্থ 'মূল্য'।**
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার প্রধান গুণ– **প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্ক।**
- কবিভক্তের কবির কাছে মিনতি– **আগমনী গান শোনার জন্য।**
- কবি সুফিয়া কামালের ভাষায় ফাগুন এসেছে– **ধরায়।**
- ফাগুনকে স্মরণ করে আগমন বার্তা ধ্বনিত হয়েছে– **বসন্তের।**
- কুহেলী উত্তরী তলে চলে গেছে– **মাঘের সন্ন্যাসী।**
- যাকে সাদর আমন্ত্রণ জানানোর জন্যই যেন ফুল ফোটে– **বসন্তকে।**
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ঋতুরাজ বলা হয়েছে– **বসন্তকে।**
- কবি যাকে কিছুতেই ভুলতে পারছেন না– **শীতের করুণ বিদায়কে।**

CamScanner

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. বসন্তে বরিয়া তুমি —— কি তব বন্দনায়? শূন্যস্থানে কোন শব্দ বসবে?
Ⓐ লবে না Ⓑ নিবে না
Ⓒ নেবে না Ⓓ কোনোটিই নয় Ans Ⓐ

02. সুফিয়া কামালের জন্মের সময় মুসলমান নারীদের কী অবস্থা ছিল?
Ⓐ স্কুলে পড়ার সুযোগ ছিল Ⓑ স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ ছিল না
Ⓒ স্বামীর উপর নির্ভরশীল ছিল Ⓓ পিতার উপর নির্ভরশীল ছিল Ans Ⓑ

03. কত সালে কবি সুফিয়া কামালের প্রেরণাদাতা প্রথম স্বামী মারা যান?
Ⓐ ১৯৩১ Ⓑ ১৯৩২ Ⓒ ১৯৯৯ Ⓓ ২০০৯ Ans Ⓑ

04. কোন কবিতায় কবি সুফিয়া কামালের ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে?
Ⓐ অভিযান Ⓑ তাহারেই পড়ে মনে
Ⓒ নওল কিশোর Ⓓ অভিযাত্রিক Ans Ⓑ

05. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কে কবিকে বসন্তের বন্দনাগীত রচনা করতে বলেছেন?
Ⓐ কবির স্বামী Ⓑ কবির ভক্ত
Ⓒ ঋতুর রাজন Ⓓ মাঘের সন্ন্যাসী Ans Ⓑ

06. সুফিয়া কামালের উপাধি নিচের কোনটি?
Ⓐ জননী সাহসিকা Ⓑ শহিদ জননী
Ⓒ সাহসী জননী Ⓓ মূর্তিমতী জননী Ans Ⓐ

07. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কয়টি চরিত্রের উপস্থিতি রয়েছে?
Ⓐ একটি Ⓑ দুটি Ⓒ তিনটি Ⓓ চারটি Ans Ⓑ

08. 'তাহারেই পড়ে মনে' এখানে 'তাহারে' কোন ধরনের পদ?
Ⓐ বিশেষ্য Ⓑ বিশেষণ Ⓒ সর্বনাম Ⓓ অব্যয় Ans Ⓒ

09. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় শীতকে 'মাঘের সন্ন্যাসী' বলার কারণ কী?
Ⓐ শীতকাল বার বার শূন্য হাতে ফিরে আসে
Ⓑ শীতকাল খালি হাতে বিদায় নেয়
Ⓒ শীতকাল কুয়াশার চাদর গায়ে বিদায় নেয়
Ⓓ শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যাওয়ায় Ans Ⓒ

10. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কোন ফুলের কুঁড়ির গন্ধের কথা বলা হয়েছে?
Ⓐ মালতি Ⓑ মাধবী Ⓒ জুঁই Ⓓ চাঁপা Ans Ⓑ

11. কুয়াশার চাদর গায়ে জড়িয়ে কে আসে?
Ⓐ শীত Ⓑ বসন্ত Ⓒ শরৎ Ⓓ চৈত্র Ans Ⓐ

12. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটির গঠনরীতি কোন বৈশিষ্ট্যের?
Ⓐ বর্ণনাত্মক Ⓑ মহাকাব্যিক
Ⓒ নাটকীয় Ⓓ শোকধর্মী Ans Ⓒ

13. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি নীরব কেন?
Ⓐ আনন্দে Ⓑ ব্যথায় Ⓒ অসুস্থতায় Ⓓ শোকে Ans Ⓓ

14. কবির ঋতুরাজকে উপেক্ষার কারণ কী?
Ⓐ প্রিয়জনের মৃত্যু Ⓑ সৌন্দর্যের প্রতি বিতৃষ্ণাবোধ
Ⓒ প্রিয়জনের প্রতি অভিমান Ⓓ মানসিক ভারসাম্যহীনতা Ans Ⓐ

15. বসন্ত কবির কাছে অর্থহীন কেন?
Ⓐ বসন্ত কবিকে মুগ্ধ করে না Ⓑ প্রিয়জন কাছে নেই
Ⓒ বসন্তের আগমন কবির কাছে অজানা Ⓓ বসন্ত সৌন্দর্যহীন Ans Ⓑ

16. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্ত ঋতু কবির মনে সাড়া জাগাতে পারছে না কেন?
Ⓐ বসন্তের সৌন্দর্যহীনতার জন্য Ⓑ শীতের রিক্ততার জন্য
Ⓒ কবির বেদনার্ত হৃদয়ের জন্য Ⓓ কবির উদাসীনতার জন্য Ans Ⓒ

17. কোন উক্তিতে কবির উদাসীনতা ফুটে উঠেছে?
Ⓐ ফুটেছে কি আমের মুকুল? Ⓑ বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি?
Ⓒ কোথা তব নব পুষ্পসাজ? Ⓓ এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া। Ans Ⓒ

18. কবি সুফিয়া কামালকে সমস্ত সৌন্দর্য স্পর্শ করতে পারে না কেন?
Ⓐ বেদনার সাগরে নিমজ্জিত থাকায় Ⓑ আনন্দের ফোয়ারা বয়ে যাওয়ায়
Ⓒ সৌন্দর্যে কবি আকৃষ্ট নন Ⓓ কবি প্রেমপিয়াসী বলে Ans Ⓐ

19. 'এখনো দেখনি তুমি?' কথাটি দিয়ে কবিমনের কোন অবস্থার কথা নির্দেশ করা হয়েছে?
Ⓐ শোক Ⓑ রিক্ততা Ⓒ আনন্দ Ⓓ উদাসীনতা Ans Ⓓ

20. বসন্তের প্রতি তীব্র বিমুখতা কার?
Ⓐ কবিভক্তের Ⓑ কবির
Ⓒ কবির স্বজনদের Ⓓ কবির সমালোচকদের Ans Ⓑ

21. 'তবু বসন্তের প্রতি কেন এই তব তীব্র বিমুখতা?' এ পঙ্ক্তিতে 'বিমুখতা' শব্দটি যে অর্থে প্রয়োগ ঘটেছে—
Ⓐ আনমনা Ⓑ উদাসীনতা
Ⓒ বিরক্ত Ⓓ অনাগ্রহ Ans Ⓑ

22. 'তাহারেই পড়ে মনে' এখানে 'তাহারেই' সর্বনাম কাকে নির্দেশ করেছে?
Ⓐ কবির ভাইকে Ⓑ কবির পুত্রকে
Ⓒ কবির প্রথম স্বামীকে Ⓓ কবির দ্বিতীয় স্বামীকে Ans Ⓒ

23. 'কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি' এখানে কার আঁখির কথা বলা হয়েছে?
Ⓐ কবির Ⓑ কবিভক্তের
Ⓒ কবির স্বামীর Ⓓ বসন্তের Ans Ⓐ

24. 'নাই হলো, না হোক এবারে' কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?
Ⓐ শোক সংগীত রচনা প্রসঙ্গে Ⓑ বসন্ত-বন্দনা রচনা প্রসঙ্গে
Ⓒ বসন্তের পুষ্পসাজ প্রসঙ্গে Ⓓ ফুলের বসন্ত প্রসঙ্গে Ans Ⓑ

25. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'কুহেলি উত্তরী' শব্দটি কী অর্থ বহন করে?
Ⓐ মাঘের চাদর Ⓑ উত্তরের কুয়াশা
Ⓒ কুয়াশার চাদর Ⓓ মাঘের কুয়াশা Ans Ⓒ

26. কবিমন কীসে আচ্ছন্ন হয়ে আছে?
Ⓐ রিক্ততার হাহাকারে Ⓑ আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
Ⓒ অসীম ভাবনায় Ⓓ অনাবিল আশ্বাসে Ans Ⓐ

27. 'মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে বিদায় সন্ধ্যা বেলা/আমি দাঁড়ায়ে রহিনু, এপারে, তুমি ওপারে ভাসালে ভেলা'—
উদ্দীপকের ভাবের সঙ্গে কবির ভাবের মিল কোথায়?
Ⓐ ওগো কবি অভিমান করেছ কি তাই?
Ⓑ তাহারেই পড়ে মনে ভুলিতে পারি না কোনো মতে
Ⓒ নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়
Ⓓ বসন্ত-বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি এ মোর মিনতি Ans Ⓑ

28. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিতে কোন সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি পেয়েছে?
Ⓐ প্রকৃতি ও মানবমনের Ⓑ প্রকৃতি ও মানুষের জীবন প্রবাহের
Ⓒ মানুষ ও জীবজন্তুর জীবনযাপন Ⓓ প্রকৃতি ও পশুপাখির Ans Ⓐ

29. সুফিয়া কামালের জন্মের সময় বাঙালি মুসলিম নারীদের কেমন জীবন কাটাতে হতো?
Ⓐ বাধাহীন Ⓑ উন্মুক্ত Ⓒ গৃহবন্দি Ⓓ দারিদ্র্যে Ans Ⓒ

30. নিচের কোনটি সুফিয়া কামাল রচিত নয়?
Ⓐ সাঁঝের মায়া Ⓑ মায়া কাজল
Ⓒ মতিচূর Ⓓ উদাত্ত পৃথিবী Ans Ⓒ

31. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি কীসের মুকুল ফোটার কথা জানতে চেয়েছেন?
Ⓐ আম Ⓑ জাম Ⓒ লিচু Ⓓ পেয়ারা Ans Ⓐ

32. 'এমন উন্মনা তুমি?' এটি কার উক্তি?
Ⓐ কবির Ⓑ ভক্তের
Ⓒ কবির স্বামীর Ⓓ কবির ছেলের Ans Ⓑ

33. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি যে গান বাজার কথা জানতে চেয়েছেন?
Ⓐ লোকায়ত গান Ⓑ পল্লিগীতি গান
Ⓒ আগমনী গান Ⓓ আধ্যাত্মিক গান Ans Ⓒ

34. কার আবেদন সুফিয়া কামালের হৃদয় দ্বারে ব্যর্থ হয়ে গেছে?
Ⓐ বসন্তের আবেদন Ⓑ কবিভক্তের আবেদন
Ⓒ শীতের আবেদন Ⓓ শূন্যতার আবেদন Ans Ⓑ

CamScanner

পদ্যাংশ
অধ্যায় ৫

আঠারো বছর বয়স — সুকান্ত ভট্টাচার্য

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম– **১৫ আগস্ট ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ (৩০ শ্রাবণ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ); মাতুলালয়, মহিম হালদার স্ট্রিট, কালীঘাট, কলকাতায়।**
- সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈতৃক নিবাস– কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ। পিতা : **নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য। মাতা : সুনীতি দেবী।**
- সুকান্ত ভট্টাচার্য বেলেঘাটা দেশবন্ধু স্কুল থেকে– **১৯৪৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হন।**
- সুকান্ত ভট্টাচার্যকে বলা হয়– **কিশোরকবি।**
- তিনি যে পত্রিকার কিশোরসভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা– **সেকালের দৈনিক পত্রিকা 'স্বাধীনতা'র। এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।**
- সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় যে দিকটি বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পায়– **শোষিত মানুষের জীবন, যন্ত্রণা, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের হুংকার।**
- তিনি মাত্র একুশ বছর বয়সে যাদবপুর টি.বি. হাসপাতালে– **১৩ মে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে (২৯ বৈশাখ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) মারা যান।**

সাহিত্যকর্ম

- সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্য– **ছাড়পত্র (১৯৪৮), ঘুম নেই, পূর্বাভাস, অভিযান, হরতাল, গীতিগুচ্ছ।**
- সুকান্তের জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত একমাত্র গ্রন্থ– **আকাল।**
- পঞ্চাশের মন্বন্তর উপলক্ষ্য করে তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ– **আকাল।**
- ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে– **'আকাল' (১৩৫১) নামে একটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন।**

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত– **তাঁর 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।**
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি– **মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।**
- কবিতাটির প্রথম চরণ– **আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ।**
- কবিতাটির শেষ চরণ– **এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।**
- **কত বছর বয়স দুঃসহ**– আঠারো বছর বয়স।
- **কোন বয়স জানে না কাঁদা**– আঠারো বছর বয়স।
- **কবির কাছে আঠারো বছরে ছুটে চলাকে মনে হয়েছে**– বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো।
- 'সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে' চরণটি– **'আঠারো বছর বয়স' কবিতার।**
- আঠারো বছর বয়স আত্মাকে সঁপে– **শপথের কোলাহলে।**
- 'আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা' কারণ– **কারণ এ বয়সে মানুষ হয় আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মনির্ভরশীল।**
- 'আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ' এর কারণ– **এ বয়সটা মানব জীবনের উত্তরণের কাল।**
- আঠারো বছর বয়স– **মাথা নোয়াবার নয়।**
- আঠারো বছর বয়সকে বলা হয়– **দুঃসহ।**
- আঠারো বছর বয়স চলে– **বাষ্পের বেগে।**
- দুঃসাহসী হওয়ার সূচনা হয়– আঠারো বছরে।
- 'তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা' এ যন্ত্রণায়– **সামাজিক অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন দেখে প্রাণবন্ত তরুণেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।**
- 'এ বয়স কাঁপে ———।' শূন্যস্থানে বসবে– **বেদনায় থরোথরো।**
- আঠারো বছর বয়স লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে রং হয়– **কালো।**
- আঠারো বছর বয়স পথে প্রান্তরে ছোটায়– **তুফান।**
- আঠারো বছর বয়সে অবিশ্রান্ত রূপে আসে– **আঘাত।**
- কবি এদেশের জন্য যে বয়সের প্রার্থনা করেছেন– **আঠারো বছর বয়স।**
- 'এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে' একথা বলা হয়েছে– **কল্যাণের জন্য।**
- কবি এদেশের বুকে নেমে আসার কথা বলেছেন– **আঠারো বছর বয়স।**
- 'এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়' এর পরবর্তী চরণ– **এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।**
- 'তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি' পরের পঙ্‌ক্তি– **এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে।**
- বিপদের মুখে আঠারো বছর বয়সের প্রকৃতি– অগ্রণী।
- 'এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি' উক্তিটি– কবি সুকান্তের।
- সুকান্ত ভট্টাচার্যের ধারণা সব অন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণ করে– আঠারো বয়স।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির মূল বৈশিষ্ট্য– **দুর্বার সাহস ও যৌবনের উদ্দীপনা।**
- 'আঠারো' যার প্রতীক– **যৌবনের, প্রতিবাদের, আত্মপ্রত্যয়ের।**
- সুকান্ত যে সময়ের কবি– **নজরুল-রবীন্দ্র উত্তর যুগের।**
- ভীরু ও কাপুরুষ হবার বয়স নয়– **আঠারো বছর বয়স।**
- বেদনায় থরো থরো কাঁপে– **আঠারো বছর বয়স।**
- স্বাধীনভাবে চলার ঝুঁকি নিতে হয়– **আঠারো বছর বয়সে।**
- মানুষ সাহসী হয়ে ওঠে– **যৌবনের শুরুতে।**
- অল্প বয়সে কবি সুকান্ত যে জাতীয় কবি হিসেবে পরিচিত হন– **বামপন্থি কবি হিসেবে।**
- নজরুলের ধারায় সুকান্ত যে ধরনের কবি ছিলেন– **বিদ্রোহী কবি।**

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ছোটবেলা থেকেই সুকান্ত কোন বিষয়ে সচেতন ছিলেন?
Ⓐ রাজনীতি Ⓑ অর্থনীতি Ⓒ ধর্ম Ⓓ সাহিত্য **Ans Ⓐ**

02. মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
Ⓐ দৈনিক আকাল Ⓑ দৈনিক বাংলা Ⓒ দৈনিক স্বাধীনতা Ⓓ দৈনিক মুক্তি **Ans Ⓒ**

03. সুকান্ত ভট্টাচার্যের মায়ের নাম কী?
Ⓐ সুরোলা দেবী Ⓑ সুনীতি দেবী Ⓒ কুসুমকুমারী Ⓓ সুরবালা **Ans Ⓑ**

04. সুকান্ত ভট্টাচার্য দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকার কোন অংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন?
Ⓐ কিশোর সভা অংশ Ⓑ শিশু সভা অংশ Ⓒ রাজনীতি অংশ Ⓓ সাহিত্য অংশ **Ans Ⓐ**

05. বাংলা সাহিত্যের ফ্যাসিবিরোধী লেখক হিসেবে পরিচিত কে?
Ⓐ আহসান হাবীব Ⓑ অমিয় চক্রবর্তী Ⓒ সুকান্ত ভট্টাচার্য Ⓓ বুদ্ধদেব বসু **Ans Ⓒ**

06. 'এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে' এ পঙ্‌ক্তি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ ভীতির বার্তা Ⓑ প্রাণ বিসর্জন Ⓒ ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস Ⓓ জীবনের ঝুঁকি **Ans Ⓒ**

CamScanner

07. মানবজীবনের উত্তরণকালীন পর্যায় আসে কত বছর বয়সে?
Ⓐ ১৬ Ⓑ ১৮
Ⓒ ২০ Ⓓ ২১ Ans Ⓑ

08. আঠারো বছর বয়সের তরুণেরা পাথর বাধা কীভাবে ভাঙতে চায়?
Ⓐ হস্তাঘাতে Ⓑ পদাঘাতে
Ⓒ অস্ত্র দ্বারা Ⓓ বুদ্ধি দ্বারা Ans Ⓑ

09. কাঁদতে জানে না কোন বয়সের তরুণেরা?
Ⓐ ১৬ Ⓑ ১৮
Ⓒ ২০ Ⓓ ২১ Ans Ⓑ

10. সুকান্ত ভট্টাচার্য আঠারোকে কালো অধ্যায়ের দীর্ঘশ্বাসকে উপেক্ষা করে কী দিতে শুনেছে?
Ⓐ হুঙ্কার Ⓑ জয়ধ্বনি
Ⓒ ঝংকার Ⓓ চিৎকার Ans Ⓑ

11. কোন বয়সের মানুষ দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য সবচেয়ে অগ্রগামী?
Ⓐ ১৭ Ⓑ ১৮
Ⓒ ২০ Ⓓ ২১ Ans Ⓑ

12. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে নিচের কোন কবির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়?
Ⓐ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Ⓑ জসীমউদ্দীন
Ⓒ কাজী নজরুল ইসলাম Ⓓ আহসান হাবীব Ans Ⓒ

13. সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর কাব্যে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন-
Ⓐ সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে Ⓑ বিদ্রোহের পক্ষে
Ⓒ বিপ্লব ও মুক্তির পক্ষে Ⓓ উগ্র জঙ্গিবাদের পক্ষে Ans Ⓒ

14. সুকান্ত ভট্টাচার্য কী দেখে অত্যন্ত আলোড়িত হয়েছিলেন?
Ⓐ বাংলার প্রকৃতি Ⓑ মহাযুদ্ধের ধ্বংস ও তাণ্ডবলীলা
Ⓒ বাংলা ঐতিহ্য Ⓓ বাঙালির বিদ্রোহ Ans Ⓑ

15. আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর কেন?
Ⓐ বিপথগামী বলে Ⓑ কানে মন্ত্রণা আসে বলে
Ⓒ মন্ত্রণা সহ্য করতে হয় বলে Ⓓ দুঃসহ বলে Ans Ⓑ

16. আঠারো বছর বয়স যেমন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলার সময় তেমনি তা খুব সহজেই থেমে যেতে পারে। এক্ষেত্রে নিচের কোনটি গ্রহণযোগ্য?
Ⓐ পড়ালেখা না করা Ⓑ বেশি বেশি খেলাধুলা করা
Ⓒ সদুপদেশ গ্রহণ করা Ⓓ মাদকাসক্ত হওয়া Ans Ⓓ

17. আঠারো বছর বয়সে মানুষ কীসের ঝুঁকি নিয়ে থাকে?
Ⓐ জীবিকা নির্বাহের Ⓑ স্বাধীন সিদ্ধান্তের
Ⓒ স্বাধীনভাবে চলার Ⓓ মুক্তিসংগ্রামের Ans Ⓒ

18. আঠারো বছর বয়সে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী হয় কেন?
Ⓐ বুদ্ধিমান থাকে বলে Ⓑ দুর্বিনীত যৌবনে পদার্পণ করে বলে
Ⓒ এ বয়সে মানুষ কিশোর থাকে বলে Ⓓ বিদ্রোহী হয় বলে Ans Ⓑ

19. নব নব অগ্রগতি সাধনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তরুণদেরকে কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে?
Ⓐ সমষ্টিগতভাবে Ⓑ এককভাবে
Ⓒ দৃঢ় পদক্ষেপে Ⓓ নমনীয়ভাবে Ans Ⓒ

20. আঠারো বছর বয়সে সচেতন ও সচেষ্টভাবে নিজেকে পরিচালনা করতে না পারলে কী হতে পারে?
Ⓐ অশিক্ষিত Ⓑ দরিদ্র
Ⓒ অসামাজিক Ⓓ পদস্খলন Ans Ⓓ

21. কবি আঠারো বছর বয়সকে আহ্বান জানিয়েছেন কেন?
Ⓐ জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি বলে Ⓑ দুঃসাহসী বলে
Ⓒ গম্ভীর বলে Ⓓ অসহায় বলে Ans Ⓐ

22. অদম্য এ বয়সের আছে সমস্ত দুর্যোগ আর দুর্বিপাক মোকাবিলা করার-
Ⓐ সকল হাতিয়ার Ⓑ প্রয়োজনীয় পেশিশক্তি
Ⓒ প্রয়োজনীয় অর্থ Ⓓ অদম্য প্রাণশক্তি Ans Ⓓ

23. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কী প্রকাশিত হয়েছে?
Ⓐ শুভ ও অশুভর দ্বন্দ্ব Ⓑ সময়ের প্রতিচ্ছবি
Ⓒ তারুণ্যের অমিত সম্ভাবনা Ⓓ শোষণ-বঞ্চনার বিদ্রোহ Ans Ⓒ

24. আঠারো বছর বয়সে দুঃসাহসেরা উঁকি দেয় কেন?
Ⓐ এ বয়স বাধাহীন বলে
Ⓑ কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে বলে
Ⓒ দুঃখবোধ করে বলে
Ⓓ এ বয়স অবাধ্য বলে Ans Ⓑ

25. তরুণরা আত্মাকে কার কাছে সমর্পণ করে?
Ⓐ কবির কাছে Ⓑ ঝড়ের কাছে
Ⓒ সত্যের কাছে Ⓓ শপথের কোলাহলে Ans Ⓓ

26. আঠারো বছর বয়স স্পর্ধায় কীসের ঝুঁকি নেয়?
Ⓐ সমুদ্র পাড়ি দেবার Ⓑ মহাশূন্যে যাত্রায়
Ⓒ মাথা তোলবার Ⓓ রাজনীতি করার Ans Ⓒ

27. আঠারো বছর বয়সে কানে কী আসে?
Ⓐ গুজব Ⓑ মন্ত্রণা
Ⓒ সত্যের বাণী Ⓓ ভক্তির বাণী Ans Ⓑ

28. আঠারো বছর বয়সে কী ক্ষত-বিক্ষত হয়?
Ⓐ বুক Ⓑ চরিত্র
Ⓒ প্রাণ Ⓓ সারা দেহ Ans Ⓒ

29. আঠারো বছর বয়সে কীসের ঝুলিটা শূন্য থাকে না?
Ⓐ সাহসের Ⓑ যাযাবরের
Ⓒ তরুণের Ⓓ প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার Ans Ⓓ

30. কারা ভীরু, কাপুরুষ নয়?
Ⓐ কর্মীরা Ⓑ তরুণেরা
Ⓒ শিশুরা Ⓓ বৃদ্ধরা Ans Ⓑ

31. কবি কোন দেশে আঠারো নেমে আসার কথা বলেছেন?
Ⓐ এদেশে Ⓑ স্বদেশে
Ⓒ ভীনদেশে Ⓓ বিদেশে Ans Ⓐ

32. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সব কিছুর পরেও কার জয়ধ্বনি শুনতে পান?
Ⓐ যৌবনের Ⓑ আঠারোর
Ⓒ সত্যের Ⓓ তরুণের Ans Ⓑ

33. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার প্রথম স্তবকে কী প্রকাশিত হয়েছে?
Ⓐ তারুণ্যের দুঃসাহসী রূপ Ⓑ তারুণ্যের অসহায়ত্ব
Ⓒ তারুণ্যের মাতৃরূপ Ⓓ তারুণ্যের শক্তিময়তা Ans Ⓐ

34. তারুণ্য স্বপ্ন দেখে কীসের?
Ⓐ নতুন জীবনের Ⓑ নতুন পৃথিবীর
Ⓒ আত্মার প্রশান্তি Ⓓ শান্তির Ans Ⓐ

35. আঠারো বছর বয়সের নেতিবাচক দিক কোনটি?
Ⓐ ভয় নেই Ⓑ কাঁদতে জানে না
Ⓒ মাথা নোয়ায় না Ⓓ পদস্খলন হতে পারে Ans Ⓓ

36. আঠারো বছর বয়সের ধর্ম কী?
Ⓐ আত্মত্যাগ Ⓑ ছুটে চলা
Ⓒ ঘরকুনো হয়ে বসে থাকা Ⓓ সাহসিকতা দেখানো Ans Ⓐ

CamScanner

পদ্যাংশ
অধ্যায় ৬

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ — শামসুর রাহমান

Part 1 — গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আধুনিক নাগরিক কবি শামসুর রাহমান জন্মগ্রহণ করেন– **২৩ অক্টোবর ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ, মাহুতটুলী, ঢাকায়।**
- শামসুর রাহমানের পৈতৃক নিবাস– **পাড়াতলি, রায়পুরা, নরসিংদী।**
- শামসুর রাহমানের ডাকনাম– **বাচ্চু।**
- মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি যে ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন– **মজলুম আদিব।**
- কবি শামসুর রাহমানের স্ত্রীর নাম– **জোহরা রাহমান (বেগম)।**
- কবিকে ডি. লিট. উপাধি দেন– **রবীন্দ্রভারতী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।**
- ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন– **'দৈনিক মর্নিং নিউজ' এ সাংবাদিকতা দিয়ে।**
- আধুনিক নাগরিক কবি হিসেবে পরিচিত– **শামসুর রাহমান।**
- তিনি কাব্যচর্চা শুরু করেন– **১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১৯ বছর বয়স থেকে।**
- কবি শামসুর রাহমান রেডিও পাকিস্তানের অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন– **১৯৫৭-১৯৫৯ সাল পর্যন্ত।**
- ১৯৭৭ সালে তিনি যে দুটি পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন– **'দৈনিক বাংলা' ও সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা' পত্রিকার।**
- বিভিন্ন সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় তিনি যেসব ছদ্মনামে লিখতেন– **সিন্দবাদ, চক্ষুষ্মান, লিপিকর, নেপথ্যে, জনান্তিকে, মৈনাক।**
- এরশাদের স্বৈরশাসনের প্রতিবাদে তিনি ১৯৮৭ সালে পদত্যাগ করেন– **দৈনিক বাংলার প্রধান সম্পাদকের পদ থেকে।**
- নগর জীবনের যন্ত্রণা ও একাকিত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন যার কবিতার বৈশিষ্ট্য– **শামসুর রাহমানের।**
- তিনি পরলোকগমন করেন– **২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ আগস্ট ঢাকায়।**

সাহিত্যকর্ম

- শামসুর রাহমানের বিখ্যাত কাব্য– **প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (প্রথম কাব্য), রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিজ বাসভূমে, বন্দী শিবির থেকে, এক ফোঁটা কেমন অনল, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ, মাতাল ঋত্বিক।**
- শামসুর রাহমান রচিত উপন্যাস– **অক্টোপাস, নিয়ত মন্তাজ, অদ্ভুত আঁধার এক, এলো সে অবেলায়।**
- শামসুর রাহমানের 'বন্দী শিবির থেকে' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়– **১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতা থেকে।**
- কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়– **'সাপ্তাহিক সোনার বাংলা' পত্রিকায়।**
- শামসুর রাহমানের বিখ্যাত দুটি কবিতা হলো– **'স্বাধীনতা তুমি', 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা'।**
- কবি শামসুর রাহমানের 'বন্দী শিবির থেকে' গ্রন্থটি উৎসর্গিত হয়– **১৯৭১-এর শহিদদের উদ্দেশ্যে।**
- কবির প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম– **'উনিশশ' উনপঞ্চাশ'।**

- মুক্তিযুদ্ধের সময় মজলুম আদিব (বিপন্ন লেখক) নামে কবিতা ছাপা হ... **কলকাতার 'দেশ' পত্রিকায়।**
- তোমার পাঠ্যবইয়ের যে লেখক শেক্সপিয়রের হ্যামলেট বাংলায় অনু... করেন– **শামসুর রাহমান।**
- ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি গুলিস্তানে মিছিলের সামনে একটি লাঠিতে শহি... আসাদের রক্তাক্ত শার্ট দিয়ে বানানো পতাকা দেখে তিনি– **'আসাদের শার্ট' কবিতা লেখে...**
- তিনি স্বৈরশাসক আইয়ুব খানকে বিদ্রূপ করে ১৯৫৮-এ সিকানদার আবু জাফ... সম্পাদিত 'সমকাল' পত্রিকায়– **'হাতির শুঁড়' কবিতা লেখেন।**
- শেখ মুজিবুর রহমান যখন কারাগারে ছিলেন তখন তাঁর উদ্দেশে তিনি– **'টেলেমেকাস' নামক বিখ্যাত কবিতাটি রচনা করেন।**
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে তাঁর কবিতাগুলো হলো– **ইলেক্ট্রার গান, ধন্য সেই পুরুষ, বাইবেলের কালো অক্ষরগুলো।**
- তাঁর লেখা যে কবিতায় মওলানা ভাসানীর নাম আছে– **সফেদ পাঞ্জাবি।**

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' শীর্ষক কবিতাটি সংকলন করা হয়েছে– **শামসুর রাহমানের 'নিজ বাসভূমে' কাব্যগ্রন্থ থেকে।**
- 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' শীর্ষক কবিতাটি – **গদ্যছন্দে রচিত।**
- কৃষ্ণচূড়া যেথায় ফুটেছে– **শহরের পথে।**
- কবির কাছে কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলো মনে হয়– **শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ।**
- আমাদের চেতনায় যে রঙের বিস্তার– **একুশের কৃষ্ণচূড়ার বিপরীত রং।**
- চারদিকে যে বাগানের সমাহার– **মানবিক বাগানের।**
- উনিশশো উনসত্তরে সালাম শূন্যে তুলেছিল– **ক্লান্ত।**
- 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় ফুল ফোটে– **হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়।**
- কবিতায় বর্ণমালাকে– **নক্ষত্রের প্রতীক হিসেবে তুলনা করা হয়েছে।**
- 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' শীর্ষক কবিতায় কবি মানবিক বাগান বলতে বুঝিয়েছেন– **মানবীয় জগৎ, মনুষ্যত্ব, ন্যায় ও মঙ্গলের জগৎ।**
- সালামের 'ক্লান্ত' এর প্রকৃত অর্থ– **হাত।**
- কবি শামসুর রাহমান মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে ব্যবহার করেন– **কমলবন।**
- সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো ঝরে– **অবিনাশী বর্ণমালা।**
- কবিতায় শেষোক্ত কথাগুলি– **বরকতের।**
- যার চোখ আলোচিত ঢাকা– **সালাম।**
- 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি যে পটভূমিতে রচিত– **১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণআন্দোলন।**
- কৃষ্ণচূড়ার রং যার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হয়েছে– **একুশের চেতনা।**
- কবি মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে– **'কমলবন' প্রতীকী ব্যবহার করেছেন।**
- কবির মতে, আজ পূর্ব বাংলার তরুণ মূর্তি দেখা যায়– **সালামের মুখে।**

CamScanner

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. শামসুর রাহমান এর প্রথম প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম কোনটি?
Ⓐ কাব্য Ⓑ গদ্য Ⓒ উপন্যাস Ⓓ প্রবন্ধ Ans A

02. কবি শামসুর রাহমান কীসের পক্ষে ছিলেন?
Ⓐ একনায়কতন্ত্র Ⓑ গণতন্ত্র Ⓒ রাজতন্ত্র Ⓓ সমাজতন্ত্র Ans B

03. শহরের পথে থরে থরে আবার কী ফুটেছে?
Ⓐ শিমুল Ⓑ পলাশ Ⓒ জারুল Ⓓ কৃষ্ণচূড়া Ans D

04. কবি শামসুর রাহমানের মতে সারাদেশে এখন ঘাতকের কেমন আস্তানা?
Ⓐ শুভ Ⓑ অশুভ Ⓒ যুদ্ধাহত Ⓓ দুর্নীতিগ্রস্থ Ans B

05. সালামের চোখে আজ আলোচিত কোন শহর?
Ⓐ ঢাকা Ⓑ নারায়ণগঞ্জ Ⓒ রাজশাহী Ⓓ চট্টগ্রাম Ans A

06. ১১ দফা আন্দোলনের ঘোষক ছিল কারা?
Ⓐ মন্ত্রিপরিষদ Ⓑ শেখ মুজিব Ⓒ ছাত্ররা Ⓓ শিক্ষকরা Ans C

07. ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে নিচের কোন ব্যক্তি শহিদ হননি?
Ⓐ আসাদুজ্জামান Ⓑ মতিউর Ⓒ ড. শামসুজ্জোহা Ⓓ সালাম Ans D

08. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কখন অন্য রং মনে সন্ত্রাস আনে?
Ⓐ সকালে Ⓑ বিকেলে Ⓒ রাতে Ⓓ সকাল-সন্ধ্যায় Ans D

09. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি কোন পটভূমিতে রচিত?
Ⓐ গণঅভ্যুত্থান Ⓑ ভাষা আন্দোলন Ⓒ স্বাধীনতা যুদ্ধ Ⓓ ছাত্র আন্দোলন Ans A

10. দারিদ্র্যপীড়িত চিরকালের বাংলা মুখ এখন আর কী নয়?
Ⓐ সবাক নয় Ⓑ সোচ্চার নয় Ⓒ আত্মত্যাগী নয় Ⓓ নির্বাক নয় Ans D

11. চেতনার মধ্যে ফেব্রুয়ারির কোন ধরনের অভিজ্ঞতার কথা প্রবাহিত হচ্ছে?
Ⓐ শ্লোগানের Ⓑ গণজাগরণের Ⓒ আত্মাহুতির Ⓓ আত্মত্যাগের Ans C

12. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বাংলা ভাষাকে কীসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে–
Ⓐ নক্ষত্র Ⓑ রক্ত Ⓒ ফুল Ⓓ রৌদ্র Ans C

13. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কৃষ্ণচূড়া শহরের পথে ফুটে আছে–
Ⓐ থরে বিথরে Ⓑ সারি সারি Ⓒ বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে Ⓓ নিবিড় হয়ে Ans D

14. সালাম আবার কোথায় নামে?
Ⓐ মিছিলে Ⓑ রাস্তায় Ⓒ রাজপথে Ⓓ উঠোনে Ans C

15. শামসুর রাহমানের মায়ের নাম কী?
Ⓐ আমেনা খাতুন Ⓑ সালেহা বেগম Ⓒ আয়েশা বেগম Ⓓ মালেকা বেগম Ans A

16. শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ বলা হয়েছে কোন ফুলকে?
Ⓐ রক্তজবা Ⓑ কৃষ্ণচূড়া Ⓒ পলাশ Ⓓ শিমুল Ans B

17. ১৯৬৯-এর আন্দোলনের কারণ কী?
Ⓐ অর্থনৈতিক শোষণ Ⓑ জাতিগত শোষণ Ⓒ সামাজিক শোষণ Ⓓ ধর্মীয় শোষণ Ans B

18. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি কোন ধরনের কবিতা?
Ⓐ রোমান্সধর্মী Ⓑ ইতিহাসনির্ভর Ⓒ রাজনৈতিক Ⓓ রোমান্টিক Ans B

19. সালামের হাত থেকে অবিরত কী ঝরে পড়ে?
Ⓐ অবিনাশী বর্ণমালা Ⓑ ঝলকিত অস্ত্র Ⓒ অবিমিশ্র রক্ত Ⓓ অজস্র ফুল Ans A

পদ্যাংশ অধ্যায় ৭ — আমি কিংবদন্তির কথা বলছি — আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ জন্ম– **১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বহেরচর-ক্ষুদ্রকাঠি গ্রাম।**
- কবির পুরো নাম– **আবু জাফর মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ খান।**
- তিনি ইংরেজি সাহিত্যে বি.এ. (সম্মান) সহ এম.এ. পাস করে কিছুদিন– **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।**
- বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য তাঁকে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে– **বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রদান করা হয়।**
- তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু– **রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ।**
- রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং এ বিষয়ক সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তিনি ভূষিত হন– **একুশে পদকে।**
- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ছিলেন– **কৃষি ও পানিসম্পদ মন্ত্রী (১৯৮২)।**
- তিনি কার আমলে মন্ত্রী ছিলেন– **এরশাদ সরকারের আমলে।**
- তিনি ছিলেন মূলত– **বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের মৌলিক কবি।**
- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ 'বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ'– এর যে পদে দায়িত্ব পালন করেন– **চেয়ারম্যান পদে।**
- তিনি বাংলাদেশ সচিবালয়ে– **সচিব পদে নিযুক্ত ছিলেন।**
- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন– **যুক্তরাষ্ট্রে।**
- তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে– **দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন।**
- তিনি 'ফেলো' অর্জন করেন– **হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স এবং জন এফ কেনেডি স্কুল অব গভর্নমেন্ট থেকে।**
- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ– **২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ মার্চ মারা যান।**

সাহিত্যকর্ম

- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর বিখ্যাত কাব্য– **সাতনরী হার (১৯৫৫), কমলের চোখ (১৯৭৪), আমি কিংবদন্তির কথা বলছি (১৯৮১), আমার সময়, সহিষ্ণু প্রতীক্ষা, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি।**
- তাঁর রচিত প্রথম কাব্যের নাম– **সাতনরী হার (১৯৫৫)।**
- তাঁর দুটি বিখ্যাত কবিতার নাম– **'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' ও 'কোন এক মাকে'।**
- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ– **সাতনরী হার।**
- তাঁর জীবিত থাকা অবস্থায় সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ– **মসৃণ কৃষ্ণগোলাপ।**
- 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কাব্যগ্রন্থে কবিতা আছে– **৩৯টি।**
- 'কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা' এ বিখ্যাত লাইনটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর– **'কোন এক মাকে' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।**
- তাঁর 'কখনো রং কখনো সুর' প্রকাশিত হয়– **১৯৭০ সালে।**

CamScanner

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- কবিতাটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ– 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কাব্যগ্রন্থের নাম– **কবিতা।**
- কবিতাটির প্রথম লাইন– **আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।**
- কবিতার শেষ লাইন– **আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো।**
- 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি– **গদ্যছন্দে রচিত।**
- কবি কার কথা বলেছেন– **পূর্বপুরুষের কথা।**
- কবির পূর্বপুরুষের করতলে ছিল– **পলিমাটির সৌরভ।**
- কবির পূর্বপুরুষের পিঠের ক্ষত কেমন ছিল– **রক্তজবার মতো।**
- পলিমাটির সৌরভ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে– **উর্বর মৃত্তিকা।**
- কারা অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন– **কবির পূর্বপুরুষেরা।**
- জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ– **কবিতা।**
- যে কবিতা শুনতে জানে না সে কী করবে– **ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে।**
- দিগন্তের অধিকার হতে বঞ্চিত হবে সে– **যে কবিতা শুনতে জানে না।**
- কারা আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে– **যারা কবিতা শুনতে জানে না।**
- মাছের সাথে খেলা করতে পারে না– **যে কবিতা শুনতে জানে না।**
- মায়ের ছেলেরা ভালোবেসে কোথায় যায়– **যুদ্ধে।**
- যুদ্ধ আসে কীভাবে– **ভালোবেসে।**
- কবির পূর্বপুরুষেরা পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন– **তারা সংগ্রামী ছিলেন বলে।**
- সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান– **কবিতা।**
- মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না– **যে কবিতা শুনতে জানে না।**
- কবি যার মৃত্যুর কথা বলতেন– **গর্ভবতী বোনের।**
- কে প্রবহমান নদীর কথা বলতেন– **কবির মা।**
- যে কবিতা শুনতে জানে না, সে সূর্যকে ধারণ করতে পারে না– **হৃৎপিণ্ডে।**
- কবির পূর্বপুরুষ কী ছিলেন– **ক্রীতদাস।**
- ভালোবাসা দিলে মারা যায়– **মা।**
- সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত– **কবিতা।**
- শস্যের সম্ভার যাকে সমৃদ্ধ করবে– **যে কর্ষণ করে।**
- প্রবহমান নদী যাকে পুরস্কৃত করবে– **যে মৎস্য লালন করে।**
- উজ্জ্বল জানালা কীসের আগুনে আলোকিত– **উনোনের।**
- নদীতে ভাসতে পারে না– **যে কবিতা শুনতে জানে না।**
- জননীর আশীর্বাদ কাকে দীর্ঘায়ু করবে– **যে গাভীর পরিচর্যা করবে।**
- ইস্পাতের তরবারি যাকে সশস্ত্র করবে– **যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে।**
- 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় দীর্ঘদেহ যারা– **পুত্রগণ।**

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ইস্পাতের তরবারি কাকে সশস্ত্র করবে?
Ⓐ যে কর্ষণ করে Ⓑ যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে Ⓒ যে যুদ্ধে যায় Ⓓ যে মৎস্য পালন করে **Ans B**

02. যে কবিতা শুনতে জানে না সে কতকাল ক্রীতদাস থাকবে?
Ⓐ আজন্ম Ⓑ ১০ বছর Ⓒ ২০ বছর Ⓓ ৩০ বছর **Ans A**

03. যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে ইস্পাতের তরবারি তাকে কী করবে?
Ⓐ শাণিত Ⓑ শক্তিশালী Ⓒ বেপরোয়া Ⓓ সশস্ত্র **Ans D**

04. 'অরণ্য এবং শ্বাপদ' কিসের প্রতীক?
Ⓐ বিপদের Ⓑ সতর্কতার Ⓒ রোমাঞ্চের Ⓓ পরিশ্রমের **Ans A**

05. যে কবিতা শুনতে জানে না সে ভালোবেসে কোথায় যেতে পারে না?
Ⓐ যুদ্ধে Ⓑ গ্রামে Ⓒ আন্দোলনে Ⓓ বিদেশে **Ans A**

06. 'বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা' কোন কবির কাব্যগ্রন্থ?
Ⓐ জীবনানন্দ দাশ Ⓑ আহসান হাবীব Ⓒ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ Ⓓ শামসুর রাহমান **Ans C**

07. হিংস্র মাংসাশী শিকারি জন্তুকে কী বলা হয়?
Ⓐ দৈত্য Ⓑ দানব Ⓒ শ্বাপদ Ⓓ অসুর **Ans C**

08. 'চিত্রকল্প' কী?
Ⓐ শব্দের ছবি Ⓑ ছবির দৃশ্য Ⓒ ছন্দের ধারা Ⓓ রূপরেখা **Ans A**

09. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় মুক্তির পূর্বশর্ত কী?
Ⓐ শান্তি Ⓑ সাহসী Ⓒ যুদ্ধ Ⓓ স্বাধীনতা **Ans C**

10. কবি কেন বিচলিত স্নেহের কথা বলেছেন?
Ⓐ ভয়ে Ⓑ শঙ্কায় Ⓒ ভীরুতায় Ⓓ কল্পনায় **Ans B**

11. 'পাহাড়' এর সমার্থক শব্দ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় নিচের কোনটি?
Ⓐ অটবি Ⓑ মহীধর Ⓒ গিরি Ⓓ শৈল **Ans A**

12. কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কী?
Ⓐ গান Ⓑ স্লোগান Ⓒ কবিতা Ⓓ গদ্য **Ans C**

13. কোন ধরনের নদী যে সাঁতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে?
Ⓐ উত্তাল Ⓑ গতিহীন Ⓒ প্রবহমান Ⓓ উচ্ছল **Ans C**

14. চিত্রকল্প নির্মাণের পূর্বশর্ত কী?
Ⓐ প্লট নির্মাণ Ⓑ চরিত্র নির্বাচন Ⓒ কাহিনি বিবরণ Ⓓ অভিনবত্ব **Ans D**

15. কবির পূর্বপুরুষের পলিমাটির সৌরভ ছিল কোথায়?
Ⓐ পিঠে Ⓑ করতলে Ⓒ শস্যদানার Ⓓ মাটিতে **Ans B**

16. পূর্বপুরুষ অরণ্য এবং কীসের কথা বলতেন?
Ⓐ শ্বাপদের Ⓑ হিংস্রজন্তু Ⓒ ঝরনা Ⓓ পাহাড়ি পথ **Ans A**

17. কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর মতে, যুদ্ধ কীসের পূর্বশর্ত?
Ⓐ মুক্তির Ⓑ পরিশ্রমের Ⓒ অর্থের Ⓓ ধৈর্যের **Ans A**

18. যে কবিতা শুনতে জানে না সে কিসের অধিকার থেকে বঞ্চিত?
Ⓐ মানবিকতার Ⓑ দিগন্তের Ⓒ স্বাধীনতার Ⓓ মুক্তির **Ans B**

19. কবি কিসের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলেছেন?
Ⓐ খড়ের Ⓑ দাবানলের Ⓒ উনোনের Ⓓ হৃদয়ের **Ans C**

20. কবি কিসের স্নেহের কথা বলেছেন?
Ⓐ বিচলিত Ⓑ উদ্বেলিত Ⓒ তরল Ⓓ আকাঙ্ক্ষা **Ans A**

21. যে কবিতা শুনতে জানে না সে কার কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না?
Ⓐ বাবার Ⓑ দাদির Ⓒ মায়ের Ⓓ বোনের **Ans C**

22. কারা ভীরু কাপুরুষের মতো পেছন থেকে আক্রমণ করছে?
Ⓐ মিত্ররা Ⓑ শত্রুরা Ⓒ ভণ্ডরা Ⓓ শয়তানরা **Ans B**

23. যে কর্ষণ করে কী তাকে সমৃদ্ধ করবে?
Ⓐ উর্বর জমি Ⓑ শস্যের সম্ভার Ⓒ মালিক Ⓓ মহাজন **Ans B**

24. কোন ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কবিতা?
Ⓐ মা Ⓑ শিল্পী Ⓒ সুপুরুষ Ⓓ আগন্তুক **Ans C**

CamScanner

পদ্যাংশ অধ্যায় ৮

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম– **১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি; যশোর জেলার কেশবপুর থানাধীন সাগরদাঁড়ি গ্রাম।**
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের বন্ধুর নাম– **রাজনারায়ণ বসু।**
- পেত্রার্ক যে দেশের কবি ছিলেন– **ইতালিয়ান।**
- কবি ও নাট্যকার মাইকেল বভিন্ন ভাষায় শিক্ষা লাভ করেছিলেন– **শিবপুরের বিশপ্স কলেজে অবস্থানকালে।**
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেশপ্রেমের প্রবল প্রকাশ ঘটেছে– **সনেটে।**
- 'দত্তকুলোদ্ভব' কবি মাইকেল মূলত– **উনিশ শতকের কবি।**
- মধুসূদন দত্তকে বলা হয়– **বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি। কারণ তিনিই প্রথম সাহিত্যের মাধ্যমে সামাজিক বিদ্রোহ করেন।**
- তিনি মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করেন– **২৪ বছর বয়সে।**
- মধুসূদনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থের নাম– **যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (১৮৯৩)।**
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রধান অবদান– **মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে।**
- মধুসূদনের সাহিত্য সৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণ বলা হয়– **মাদ্রাজ থেকে ১৮৫৬ সালের প্রথম দিকে কলকাতায় ফিরে ১৮৬২ সালের মাঝামাঝি সময়ে মধুসূদনের বিলেত গমনের পূর্ব পর্যন্ত।**
- কবি যেসব ভাষায় দক্ষ ছিলেন– **বাংলা, ইংরেজি, গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, হিব্রু, পার্সি, জার্মান, ইটালিয়ান, তামিল ও তেলেগু ভাষায়।**
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত মারা যান– **১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯এ জুন কলকাতায়।**
- কবির সমাধিস্থান– **কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোড।**

সাহিত্যকর্ম

- কবির রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক গীতিকাব্যের নাম– **ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১)।**
- অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত তাঁর প্রথম কাব্য– **তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক– **কৃষ্ণকুমারী।**
- মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকৃতপক্ষে– **বীর রসের কাব্য।**
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ– **The Captive Ladie (১৮৪৯; ইংরেজিতে লেখা গ্রন্থ)।**
- তাঁর রচিত ও প্রকাশিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ– **শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) নাটক।**
- তাঁর রচিত অমর মহাকাব্যের নাম– **মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)।**
- মহাভারতের দেবযানী-যযাতি উপাখ্যান অবলম্বনে লেখা নাটক– **শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)।**
- গ্রিক পুরাণ থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে লেখা নাটক– **পদ্মাবতী (১৮৬০)।**
- রাজপুত ইতিহাসের বিয়োগান্তক আখ্যান অবলম্বনে লেখা নাটক– **কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)।**
- বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেন– **পদ্মাবতী নাটকে (দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে)।**
- তিনি হোমারের 'ইলিয়াড' এর উপাখ্যান অবলম্বনে বাংলা গদ্যে রচনা করেন– **হেক্টরবধ (১৮৭১)।**
- ইংরেজি শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গলদের মদ্যাসক্তি, উচ্ছৃঙ্খলা, অনাচারকে ব্যঙ্গ করে লেখা প্রহসন– **একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০)।**
- আচারনিষ্ঠ প্রাচীনপন্থি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের গোপন লাম্পট্যকে পরিহাস করে লেখা প্রহসন– **বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)।**
- মহাভারতের সুন্দ ও উপসুন্দের কাহিনি অবলম্বনে লেখা গীতিকাব্য– **তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০)।**
- রামায়ণের রাম-রাবণের কাহিনির ওপর ইউরোপীয় মহাকাব্যের সৌন্দর্য ও দীপ্ত শৌর্যের রং মাখিয়ে ওজস্বিনী ভাব ও আলংকারিক ভাষায় লেখা মহাকাব্য– **মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)।**
- রোমান কবি ওভিদের হিরোইদস্ কাব্যের অবলম্বনে লেখা ব্যক্তি-স্তুতি পত্রকাব্য– **বীরাঙ্গনা।**
- স্বদেশপ্রেম ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধ প্রকাশিত সনেট সংকলন– **চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)।**

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- নিকষা সতী তোমার জননী, সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? এখানে 'সহোদর'– **বিভীষণের ভাই রাবণ।**
- রামানুজকে মেঘনাদ পাঠাতে চেয়েছে– **শমন-ভবনে।**
- কুম্ভকর্ণের মায়ের নাম– **নিকষা।**
- 'কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি পিতৃতুল্য।' এ বাক্যে 'পিতৃতুল্য' বলতে যাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে– **বিভীষণকে।**
- মেঘনাদ 'মহারথী' বলে সম্বোধন করেছেন– **বিভীষণকে।**
- মেঘনাদের দৃষ্টিতে নন্দন-কাননে ভ্রমণ করছে– **দৈত্য।**
- 'প্রফুল্ল কমলে কীটবাস' উক্তিটি– **মেঘনাদের।**
- লক্ষ্মণের মায়ের নাম– **সুমিত্রা।**
- মেঘনাদ 'দুরাচার দৈত্য' বলে অভিহিত করেছে– **লক্ষ্মণকে।**
- আত্মপক্ষ সমর্থনের ক্ষেত্রে বিভীষণ যে বিষয়টিকে সামনে এনেছেন– **নৈতিকতাবোধ।**
- 'রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী তেঁই আমি।' 'তেঁই' শব্দের অর্থ– **তজ্জন্য বা সেহেতু।**
- রামের মাতার নাম– **কৌশল্যা (অযোধ্যার রাজা দশরথের প্রধানা স্ত্রী, কোশালাধিপতির কন্যা)।**
- জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি –এ সকলে দিলা জলাঞ্জলি? যে জলাঞ্জলি দিয়েছে– **বিভীষণ।**
- 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ চরিত্রে যে মানসিকতা ফুটে উঠেছে– **দেশদ্রোহিতার প্রতি ঘৃণা ও মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা।**
- 'বীরেন্দ্র বলী' বলা হয়েছে– **মেঘনাদকে।**

CamScanner

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মূল (সংস্কৃত) রামায়ণ থেকে মধুসূদন দত্তের যে বিখ্যাত গ্রন্থের কাহিনি নেওয়া হয়েছে?
Ⓐ তিলোত্তমাসম্ভব Ⓑ মেঘনাদবধ কাব্য
Ⓒ কৃষ্ণকুমারী Ⓓ বীরাঙ্গনা কাব্য **Ans: B**

02. কতটি সনেটের সংকলনে মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচিত?
Ⓐ ১০১টি Ⓑ ১০২টি Ⓒ ১০৫টি Ⓓ ১১০টি **Ans: B**

03. 'মেঘনাদবধ কাব্য' নয়টি সর্গে রচিত' এখানে 'সর্গ' শব্দের অর্থ–
Ⓐ বেহেশত Ⓑ অধ্যায় Ⓒ সরণি Ⓓ স্তম্ভ **Ans: B**

04. মাইকেল মধুসূদন দত্ত মারা যান কোন সালের কত তারিখে?
Ⓐ ২১ জুন ১৮৭০ Ⓑ ২৩ জুন ১৮৭০
Ⓒ ১৯ জুন ১৮৭৩ Ⓓ ২৯ জুন ১৮৭৩ **Ans: D**

05. 'ক্ষুদ্রমতি নর' কাকে বলা হয়েছে?
Ⓐ বীরবাহু Ⓑ রাম Ⓒ লক্ষ্মণ Ⓓ বিভীষণ **Ans: C**

06. বাসব কে?
Ⓐ বাসুদেবের সহোদর Ⓑ দেবতাদের রাজা ইন্দ্র
Ⓒ মেঘনাদ Ⓓ বিভীষণ **Ans: B**

07. '... কী প্রকারে/তাহার বিপক্ষ কাজ করিব' চরণদ্বয়ে কে কার বিপক্ষে কাজ করতে অসমর্থ?
Ⓐ মেঘনাদ রাবণের Ⓑ বিভীষণ লক্ষ্মণের
Ⓒ মেঘনাদ বিভীষণের Ⓓ বিভীষণ রামের **Ans: D**

08. রঘু বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান রামচন্দ্রকে কী হিসেবে অভিহিত করা হয়?
Ⓐ সীতানাথ Ⓑ রঘুপতি Ⓒ রাঘব Ⓓ রঘুরাজ **Ans: C**

09. 'নহি দোষী আমি' কথাটি কে বলেছে?
Ⓐ রাম Ⓑ বিভীষণ Ⓒ মেঘনাদ Ⓓ রাবণ **Ans: B**

10. বিভীষণ দ্বার ছাড়লে মেঘনাদ কোথায় যাবে বলেছিল?
Ⓐ যজ্ঞাগারে Ⓑ লঙ্কাপুরীতে
Ⓒ রাবণের কাছে Ⓓ অস্ত্রাগারে **Ans: D**

11. লঙ্কার অধঃপতনকে বিভীষণ কীসের সঙ্গে তুলনা করেছে?
Ⓐ প্রলয়ে পৃথিবী ডুবে যাওয়ার সাথে
Ⓑ প্রলয়ে ঘরবাড়ি ডুবে যাওয়ার সাথে
Ⓒ প্রলয়ে জনজীবনে দুর্বিষহ হয়ে যাওয়ার সাথে
Ⓓ প্রলয়ে লঙ্কাপুরী ডুবে যাওয়ার সাথে **Ans: A**

12. লঙ্কাপুরী কালসলিলে ডুবে গেলে বিভীষণ কোথায় আশ্রয়প্রার্থী?
Ⓐ মেঘনাদের যজ্ঞাগারে Ⓑ রাবণের পদাশ্রয়ে
Ⓒ রাঘব বা রামের পদাশ্রয়ে Ⓓ বাসবপুরীতে **Ans: C**

13. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশে 'দুর্মতি' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ দুর্গতি Ⓑ অসৎ বা মন্দ বুদ্ধি
Ⓒ মন্দ শক্তি Ⓓ দুর্বিষহ পরিস্থিতি **Ans: B**

14. মেঘনাদ যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতার পূজা করতে চেয়েছিল কেন?
Ⓐ পিতাকে খুশি করতে Ⓑ পরিবারের কল্যাণে
Ⓒ ভ্রাতৃহত্যার শোকে Ⓓ যুদ্ধে জয় নিশ্চিত করতে **Ans: D**

15. রাবণের মধ্যম সহোদর কে?
Ⓐ বিভীষণ Ⓑ কুম্ভকর্ণ
Ⓒ রাঘব Ⓓ বীরবাহু **Ans: B**

16. 'হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে' এখানে 'বীরকেশরী' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ রাবণকে Ⓑ বিভীষণকে
Ⓒ মেঘনাদকে Ⓓ কুম্ভকর্ণকে **Ans: B**

17. মধুসূদন দত্তের নামের পূর্বে মাইকেল শব্দটি কখন যুক্ত হয়?
Ⓐ ইংল্যান্ড গমন করার পর Ⓑ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর
Ⓒ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের পর Ⓓ বিদেশ গমনের পূর্বে **Ans: B**

18. 'পশিল' শব্দটির অর্থ কী?
Ⓐ প্রবেশ করল Ⓑ পৌঁছাল Ⓒ নষ্ট হলো Ⓓ পেছাল **Ans: A**

19. সম্পূর্ণ পরিত্যাগ অর্থে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাংশে কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ উৎসর্গ Ⓑ ত্যাগী Ⓒ জলাঞ্জলি Ⓓ বিসর্জন **Ans: C**

20. 'বিধু' শব্দের অর্থ কী?
Ⓐ চাঁদ Ⓑ সূর্য
Ⓒ বুধবার Ⓓ বোধশক্তিসম্পন্ন **Ans: A**

21. নিচের কোনটি ভিন্নার্থক শব্দ?
Ⓐ গম্ভীর শব্দ Ⓑ গম্ভীর ধ্বনি Ⓒ মন্দ্র Ⓓ মগ্ন **Ans: D**

22. 'যেমতি' বলতে কী বোঝায়?
Ⓐ এমন Ⓑ যেমন Ⓒ তেমন Ⓓ কেমন **Ans: B**

23. 'এবে' শব্দটির অর্থ কোনটি?
Ⓐ আসবে Ⓑ এখন
Ⓒ এমন Ⓓ এভাবে **Ans: B**

24. 'মজাইলা' শব্দটির অর্থ কী?
Ⓐ মজে গেলো Ⓑ নষ্ট করলে
Ⓒ বিপদগ্রস্ত করলে Ⓓ আনন্দ-ফূর্তি করলে **Ans: C**

25. 'সহিছ' বলতে কী বোঝায়?
Ⓐ সাথে আছে Ⓑ সহ্য করছ
Ⓒ সামনে আছে Ⓓ সই করেছ **Ans: B**

26. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় 'রাবণ-আত্মজ' কাকে বলা হয়েছে?
Ⓐ বিভীষণকে Ⓑ কুম্ভকর্ণকে
Ⓒ মেঘনাদকে Ⓓ প্রমীলাকে **Ans: C**

27. 'তস্কর' শব্দটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ তুষের ঘর Ⓑ তক্ষক Ⓒ চোর Ⓓ তাসের ঘর **Ans: C**

28. 'প্রগল্ভে' শব্দটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ গোপনে Ⓑ প্রাগ্রসর হয়ে
Ⓒ নির্ভীকচিত্তে Ⓓ নিরপেক্ষভাবে **Ans: C**

29. 'মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী।' চরণটির অন্তর্নিহিত অর্থ কী?
Ⓐ প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হয়ে রামের মাথা নত অবস্থা
Ⓑ প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হয়ে বিভীষণের মাথা নত অবস্থা
Ⓒ প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হয়ে মেঘনাদের মাথা উঁচু অবস্থা
Ⓓ লক্ষ্মণের হাতে মেঘনাদের পরাস্ত হওয়া **Ans: B**

30. 'জ্ঞাতি' বলতে বোঝায়?
Ⓐ জানাশোনা Ⓑ জানা
Ⓒ সগোত্র Ⓓ উপজাতি **Ans: C**

31. 'হায়, তাত, উচিত কি তব এ কাজ?' এখানে 'কাজ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ কুম্ভকর্ণের সহায়তা Ⓑ লক্ষ্মণের প্রবেশে সহায়তা
Ⓒ বিভীষণের সহায়তা Ⓓ রামচন্দ্রের আজ্ঞা **Ans: B**

32. 'হায়, তাত, উচিত কি তব এ কাজ?' চরণটিতে 'তাত' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহার হয়েছে?
Ⓐ তার জন্য Ⓑ পিতামহ
Ⓒ পিতৃব্য বা চাচা Ⓓ পিতার বন্ধু **Ans: C**

33. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাংশটিতে 'কমলবন' কীসের প্রতীক?
Ⓐ অন্যায়ের Ⓑ অকল্যাণের
Ⓒ ন্যায়ের ও কল্যাণের Ⓓ জীবনের **Ans: C**

34. মেঘনাদ 'দুরাচার দৈত্য' বলে অভিহিত করেছেন কাকে?
Ⓐ রামকে Ⓑ ইন্দ্রকে
Ⓒ বিভীষণকে Ⓓ লক্ষ্মণকে **Ans: D**

35. 'পৃথিবী'র কোন সমার্থক শব্দটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাংশে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ বসুন্ধরা Ⓑ ধরণি Ⓒ বসুধা Ⓓ বিশ্ব **Ans: C**

36. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাংশটিতে 'সৌমিত্রি' কে?
Ⓐ রাম Ⓑ রাবণ Ⓒ বিভীষণ Ⓓ লক্ষ্মণ **Ans: D**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

পদ্যাংশ

অধ্যায় ৯

সুচেতনা

জীবনানন্দ দাশ

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- জীবনানন্দ দাশ আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন।
- পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং মা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন সেকালের বিখ্যাত কবি।
- **শিক্ষাজীবন :** ম্যাট্রিক (১৯১৫), ব্রজমোহন স্কুল, বরিশাল। আই.এ. (১৯১৭), ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল। বি.এ. অনার্স (১৯১৯), কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ; এম.এ. ইংরেজি (১৯২১), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মায়ের কাছ থেকে তিনি কবিতা লেখার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। স্বল্প সময়ের জন্য বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করলেও মূলত ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। কবি জীবনানন্দ দাশ কবিতায় সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভবের এক জগৎ তৈরি করেন।
- **পঞ্চপাণ্ডবদের একজন :** বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতাবাদী ৫ জন পঞ্চপাণ্ডবের (অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) মধ্যে তিনি অন্যতম এবং তাঁকে কল্লোলের ও তিরিশের কবি বলা হয়।
- **পেশা/কর্মজীবন : অধ্যাপনা :** কলকাতা সিটি কলেজ (১৯২২-১৯২৮); বাগেরহাট কলেজ (১৯২৯); দিল্লির রামযশ কলেজ (১৯২৯-১৯৩০); ব্রজমোহন কলেজ (১৯৩৫-১৯৪৬); খড়গপুর কলেজ (১৯৫১-১৯৫২); বড়িষা কলেজ (১৯৫২); হাওড়া গার্লস কলেজ (১৯৫৩-১৯৫৪)।
- **সম্পাদনা :** দৈনিক স্বরাজ (১৯৪৭) [সাহিত্য বিভাগ সম্পাদনা করতেন]; ১৯৫০ সালে তিনি 'দ্বন্দ্ব' (১৩৫৪) পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন।
- **গবেষণা :** জীবনানন্দ দাশের উপর গবেষণা করেন– ক্লিনটন বি-সীলি।
- **শুদ্ধতম কবি :** বাংলা ভাষায় তাকে 'শুদ্ধতম কবি' বলে আখ্যায়িত করা হয়।
- **উপাধি :** রূপসী বাংলার, নির্জনতার, তিমির হননের ও ধূসরতার কবি।
- **মিল :** ধূসর পাণ্ডুলিপি'র (১৯৩৬) সঙ্গে কবি W. B. Yeats Gi 'The Falling of the Leaves's' কবিতার মিল আছে।
- জীবনানন্দ দাশের আদি নিবাস– **গাওপাড়া গ্রাম, বিক্রমপুর।**
- 'ঝরা পালক' ও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যে ধরনের রচনা– **কাব্যগ্রন্থ।**
- পাশ্চাত্যের যে সকল কবি দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন– **ইয়েটস, বোদলেয়ার, অ্যাডগার এলেন পো।**
- তাঁর গল্প সংকলন 'জীবনানন্দ দাশের গল্প' (১৩৭৯) যাঁদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়– **সুকুমার ঘোষ, সুবিনয় মুস্তাফীর সম্পাদনায়।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কবিতাগ্রন্থ পাঠ করে জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে *চিত্ররূপময় কবিতা* বলেছেন– **ধূসর পাণ্ডুলিপি।**
- বুদ্ধদেব বসু তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন– **'নির্জনতম কবি' বলে।**
- তিনি জীবন অতিবাহিত করেন– **ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে।**
- কবি কুসুমকুমারী দাশের সঙ্গে কবি জীবনানন্দ দাশের সম্পর্ক– **মা-ছেলে।**
- সম্প্রতি খুঁজে পাওয়া জীবনানন্দ দাশের একটি উপন্যাসের নাম– **'কল্যাণী' (প্রকাশ ১৯৯৯)।**
- জীবনানন্দ দাশ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন– **লাবণ্য গুপ্তের সঙ্গে।**
- জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর তাঁর যে দুটি কাব্য প্রকাশিত হয়– **'রূপসী বাংলা' ও 'বেলা অবেলা কালবেলা'**
- বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতাকে তীব্রভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল– **তাঁর নিসর্গবিষয়ক কবিতা।**
- বাংলা সাহিত্যে 'রূপসী বাংলার কবি' হিসেবে খ্যাত– **জীবনানন্দ দাশ।**
- কবির 'হায় চিল' কবিতার সঙ্গে W. B. Yeats এর যে কবিতার মিল আছে– **'He reproves the curlow' কবিতার।**
- 'সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি।' উক্তিটি যে গ্রন্থের– **'কবিতার কথা' প্রবন্ধের।**
- তাঁর কবিতায় পরিলক্ষিত হয়– **সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভবের জগৎ।**
- জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ফুটে উঠেছে– **আধুনিক জীবনের বিচিত্র যন্ত্রণা ও হাহাকার।**
- আলো-আঁধারের ব্যবহার, রঙের ব্যবহার ও অনুভবের বৈচিত্র্য প্রকাশে অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন– **জীবনানন্দ দাশ।**

সাহিত্যকর্ম

- **কাব্যগ্রন্থ :** ঝরা পালক (১৯২৮), ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), রূপসী বাংলা (১৯৫৭), বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)।
- **বিখ্যাত কবিতা :** বনলতা সেন (১৯৪২) : 'বনলতা সেন' কবিতার উপর অ্যাডগার এলেন পো'র 'টু হেলেন' কবিতার প্রভাব রয়েছে।
- **উপন্যাস :** মাল্যবান (১৯৭৩), সুতীর্থ (১৯৭৪), কল্যাণী (১৯৩২), মৃণাল (১৯৩৩), কারুবাসনা (১৯৩৩), বিরাজ (১৯৩৩), বাসমতির উপাখ্যান।
- **প্রবন্ধগ্রন্থ :** কবিতার কথা (১৯৫৬)।

গল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **উৎস পরিচিতি :** 'সুচেতনা' কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।
- **কবিতার সারসংক্ষেপ :** 'সুচেতনা' জীবনানন্দ দাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এ কবিতায় সুচেতনা সম্বোধনে কবি তাঁর প্রার্থিত, আরাধ্য এক চেতনানিহিত বিশ্বাসকে শিল্পিত করেছেন। কবির বিশ্বাসমতে, সুচেতনা দূরতম দ্বীপসদৃশ একটি ধারণা, যা পৃথিবীর নির্জনতায়, যুদ্ধে, রক্তে নিঃশেষিত নয়। চেতনাগত এই সত্তা বর্তমান পৃথিবীর গভীরতর ব্যাধিকে অতিক্রম করে সুস্থ ইহলৌকিক পৃথিবীর মানুষকে জীবন্ময় করে রাখে। জীবন্মুক্তির এই চেতনাগত সত্যই পৃথিবীর ক্রমমুক্তির আলোকে প্রজ্বলিত রাখবে, মানবসমাজের অগ্রযাত্রাকে নিশ্চিত করবে। শাশ্বত রাত্রির বুকে অনন্ত সূর্যোদয়কে প্রকাশ করবে।
- **প্রথম লাইন–** সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
- **শেষ লাইন–** শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।
- **ছন্দ :** 'সুচেতনা' কবিতাটি ৮ + ৬ মাত্রার পূর্ণ পর্বে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। অপূর্ণ পর্ব ৪ মাত্রার।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে। এখানে 'এ-পথেই' দ্বারা কোন পথের কথা বলা হয়েছে।
Ⓐ দ্বন্দ্ব সংঘাত Ⓑ সুচেতনা
Ⓒ রক্তপাত Ⓓ নির্জনতা **Ans B**

02. জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় কীসের ছবি এঁকেছেন?
Ⓐ গ্রামবাংলার Ⓑ জীবজগতের
Ⓒ অনুভবের Ⓓ বাস্তবতার **Ans A**

03. 'সুচেতনা' কবিতায় দূরতম দ্বীপটি কোথায়?
Ⓐ দারুচিনির ফাঁকে Ⓑ বনানীর ফাঁকে
Ⓒ বিকেলের নক্ষত্রের কাছে Ⓓ রুদ্র রৌদ্রে **Ans C**

04. দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে কী আছে?
Ⓐ সুচেতনা Ⓑ দূরতর দ্বীপ
Ⓒ বন্ধু পরিজন Ⓓ নির্জনতা **Ans D**

05. এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা—
Ⓐ সত্য Ⓑ শেষ সত্য
Ⓒ রূঢ় Ⓓ নির্জন **Ans A**

06. কোনটি এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সত্য নয়?
Ⓐ রূঢ় রৌদ্র Ⓑ রণ রক্ত সফলতা
Ⓒ ভালোবাসা Ⓓ অন্ধকার **Ans B**

07. অনেক রূঢ় রৌদ্রে কী ঘুরে?
Ⓐ মানুষ Ⓑ পৃথিবী
Ⓒ প্রাণ Ⓓ সুচেতনা **Ans C**

08. কবিপ্রাণ কোথায় ঘুরে?
Ⓐ দারুচিনি বনে Ⓑ রূঢ় রৌদ্রে
Ⓒ বনানীর ফাঁকে Ⓓ দূরতর দ্বীপে **Ans B**

09. কবি পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো কী দিতে চেয়েছেন?
Ⓐ ভালোবাসা Ⓑ ঘৃণা
Ⓒ শ্রদ্ধা Ⓓ সফলতা **Ans A**

10. কার হাতে ভাই বোন বন্ধু পরিজন নিহত হয়ে পড়ে আছে?
Ⓐ সুচেতনার হাতে Ⓑ মানুষের হাতে
Ⓒ মনীষীর হতে Ⓓ কবির হাতে **Ans D**

11. পৃথিবীর এখন কেমন অসুখ?
Ⓐ রণ রক্ত Ⓑ রূঢ় রৌদ্র
Ⓒ গভীরতর Ⓓ সূর্যকরোজ্জ্বল **Ans C**

12. মানুষ কার কাছে ঋণী?
Ⓐ মানুষের কাছে Ⓑ পৃথিবীর কাছে
Ⓒ সুচেতনার কাছে Ⓓ মনীষীর কাছে **Ans B**

13. পৃথিবীর ক্রমমুক্তি কীভাবে ঘটবে?
Ⓐ যজ্ঞ করে Ⓑ আলো জ্বেলে
Ⓒ যুদ্ধ করে Ⓓ ভালোবাসা দিয়ে **Ans B**

14. পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হতে কত সময় লাগবে?
Ⓐ এক শতাব্দী Ⓑ বহু শতাব্দী
Ⓒ অনেক শতাব্দী Ⓓ সহস্র শতাব্দী **Ans C**

15. পৃথিবীর ক্রমমুক্তি ঘটানো কাদের কাজ?
Ⓐ মনীষীর Ⓑ মানুষের
Ⓒ সাধকের Ⓓ সুচেতনার **Ans A**

16. কবি কোনটিকে পরম সূর্যকরোজ্জ্বল বলেছেন?
Ⓐ পৃথিবীকে Ⓑ মানুষকে
Ⓒ আলোকে Ⓓ বাতাসকে **Ans D**

17. প্রায় ততদূর ভালো—
Ⓐ মানব Ⓑ পৃথিবী
Ⓒ মানব-সমাজ Ⓓ সমাজ **Ans C**

18. কবি কাদের হাতে ভালো মানব সমাজ গড়ার দায়িত্ব দিয়েছেন?
Ⓐ তরুণদের Ⓑ নেতাদের
Ⓒ মাঝিদের Ⓓ নাবিকদের **Ans D**

19. কবি কীসের টানে মানবজন্মের ঘরে এসেছেন?
Ⓐ মাটির টানে Ⓑ পৃথিবীর টানে
Ⓒ উভয়ই Ⓓ কোনটিই নয় **Ans C**

20. শিশির কখন শরীর ছুঁয়ে যায়?
Ⓐ সন্ধ্যায় Ⓑ সমুজ্জ্বল ভোরে
Ⓒ ভোরে Ⓓ রাতে **Ans B**

21. শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি—
Ⓐ অনন্ত সূর্যোদয় Ⓑ অন্তিম প্রভাত
Ⓒ সমুজ্জ্বল ভোর Ⓓ পড়ন্ত বিকেল **Ans A**

22. কোন পথ পাড়ি দিয়ে ভালোবাসার পরিণামে পৌঁছাতে হয়?
Ⓐ প্রেমের পথ Ⓑ রক্তাক্ত পথ
Ⓒ ইতিবাচক পথ Ⓓ নেতিবাচক পথ **Ans B**

23. শুভচেতনা কোন ধরনের চেতনা?
Ⓐ ইতিবাচক Ⓑ নেতিবাচক
Ⓒ মুক্তির Ⓓ বিকাশের **Ans A**

24. কোন সঙ্কট প্রত্যক্ষ করে কবি পৃথিবীতে মানবরূপে জন্ম না নেওয়াকে কাঙ্ক্ষিত মনে করেছেন?
Ⓐ ব্যক্তিক Ⓑ সামষ্টিক
Ⓒ উভয়ই Ⓓ কোনোটিই নয় **Ans B**

25. পৃথিবীব্যাপ্ত অন্ধকার, অশুভের অন্তরালে রয়েছে—
Ⓐ সুচেতনা Ⓑ ভালোবাসা
Ⓒ মুক্তি Ⓓ মুক্তির দিশা **Ans D**

26. সুচেতনার বিকাশে কীসের দেখা মিলবে?
Ⓐ মুক্তির Ⓑ আলোকজ্জ্বোল পৃথিবী
Ⓒ শুভচেতনার Ⓓ অগ্রযাত্রার **Ans B**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

পদ্যাংশ

অধ্যায় ১০

পদ্মা
ফররুখ আহমদ

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **জন্ম :** ফররুখ আহমদের জন্ম ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুন মাগুরা জেলার মাঝআইল গ্রামে।
- **পিতা :** সৈয়দ হাতেম আলী।
- **মাতা :** রওশন আখতার।
- **শিক্ষাজীবন :** মাধ্যমিক : ম্যাট্রিক (১৯৩৭), খুলনা জিলা স্কুল। উচ্চ মাধ্যমিক : আই.এ (১৯৩৯), রিপন কলেজ, কলকাতা। উচ্চতর শিক্ষা : স্কটিশ চার্চ কলেজ, দর্শন এবং ইংরেজি সাহিত্য। কর্মজীবনে বহুবিচিত্র পেশা অবলম্বন করেছেন তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন ঢাকা বেতারে 'স্টাফ রাইটার' হিসেবে। ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে খালাতো বোন সৈয়দ তৈয়বা খাতুন (লিলি) এর সঙ্গে বিয়ে হয়। চল্লিশের দশকে আবির্ভূত শক্তিমান কবিদের অন্যতম ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে।
- **উপাধি :** মুসলিম রেনেসাঁর কবি।
- **রাজনৈতিক বিশ্বাস :** ছাত্রাবস্থায় বামপন্থী রাজনীতি। চল্লিশের দশকে ভারত বিভাগ তথা পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন।
- **পেশা/কর্মজীবন :** ১৯৪৩ সালে আই.জি.প্রিজন অফিসে, ১৯৪৪ সালে সিভিল সাপ্লাইতে, ১৯৪৬ সালে জলপাইগুড়িতে একটি ফার্মে, ১৯৪৫ সালে মাসিক মোহাম্মদী'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, ১৯৪৮ সালে ঢাকা বেতার প্রথমে অনিয়মিত ও পরে নিয়মিত 'স্টাফ রাইটার' হিসেবে স্থায়ীভাবে কর্মরত ছিলেন ১৯৭২ সাল পর্যন্ত।
- **পুনর্জাগরণের কবি :** তাঁকে 'মুসলিম পুনর্জাগরণের কবি' বলা হয়।
- **শব্দের ব্যবহার :** তিনি কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগে দক্ষতার পরিচয় দেন।
- **রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে :** পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে তাঁর অবস্থান বাংলা ভাষার পক্ষেই ছিল।
- **পুরস্কার ও সম্মাননা :** বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬০); পাকিস্তান সরকারের প্রেসিডেন্ট পদক 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' (১৯৬১); আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৬; হাতেমতায়ী গ্রন্থের জন্য); ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৬; 'পাখির বাসা' গ্রন্থের জন্য); একুশে পদক (১৯৭৭; মরণোত্তর); স্বাধীনতা পদক (১৯৮০; মরণোত্তর)।
- ফররুখ আহমদ চল্লিশের দশকের– **শক্তিমান কবিদের অন্যতম।**
- ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ– **সাত সাগরের মাঝি।**
- ইসলামি ভাবধারার বাহক ফররুখ আহমদ– **বিংশ শতাব্দীর কবি।**
- কবির বিশ্বাস– **ইসলামি ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে।**
- 'উপহার' কবিতাটি ছাপা হয়– **'সওগাত' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ সংখ্যায়।**
- ফররুখ আহমদের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে– **বাংলার অধঃপতিত মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের অনুপ্রেরণা।**
- ফররুখ আহমদের নিজের বিয়ে উপলক্ষে লেখা কবিতা– **উপহার।**
- ফররুখ আহমদের ছেলে-মেয়ে– **এগারো জন (৩ মেয়ে, ৮ ছেলে)।**
- ফররুখ আহমদের কর্মজীবন শুরু হয়– **কলকাতায়।**
- কবি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সমর্থন করতেন– **বাংলা।**
- ঢাকা বেতারে ফররুখ আহমদ কাজ করতেন– **স্টাফ রাইটার হিসেবে।**
- কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন– **ফররুখ আহমদ।**
- ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যের নাম– **সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪)।**
- নৌফেল ও হাতেম ফররুখ আহমদের– **কাব্যনাট্য।**
- ফররুখ আহমদের সনেট সংকলনের নাম– **মুহূর্তের কবিতা।**
- মৃত্যুর পর ফররুখ আহমদকে ভূষিত করা হয়– **একুশে পদকে।**
- ফররুখ আহমদের কাহিনিকাব্য– **হাতেম তায়ী।**

সাহিত্যকর্ম

- **কাব্যগ্রন্থ :** সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২), ধোলাই কাব্য (১৯৬৩), নতুন লেখা (১৯৬৯), কাফেলা (১৯৮০), হাবিদা মরুর কাহিনী (১৯৮১), সিন্দাবাদ (১৯৮৩), দিলরুবা (১৯৯৪), হে বন্য স্বপ্নেরা, অনুস্বার।
- **কাব্যনাট্য :** নৌফেল ও হাতেম (জুন, ১৯৬১)।
- **কাহিনিকাব্য :** হাতেম তায়ী (মে, ১৯৬৬)।
- **সনেট সংকলন :** মুহূর্তের কবিতা (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩)।
- **শিশুতোষ গ্রন্থ :** পাখির বাসা (১৯৬৫), নতুন লেখা (১৯৬৯), হরফের ছড়া (১৯৭০), চাঁদের আসর (১৯৭০), ছড়ার আসর (১৯৭০), ফুলের জলসা (ডিসেম্বর, ১৯৮৫)।
- **বিখ্যাত কবিতা :** সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), পাঞ্জেরী (১৯৬৫) [কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত], উপহার : তিনি নিজের বিয়ে উপলক্ষে কবিতাটি রচনা করেন, যা 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

গল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **উৎস :** 'পদ্মা' কবিতাটি 'কাফেলা' (১৯৮০) নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। 'কাফেলা' কাব্য সাতটি সনেটের সমন্বয়ে রচিত। সংকলনভুক্ত কবিতাটি পাঁচ সংখ্যক সনেট।
- **কবিতার সারসংক্ষেপ :** নদীমাতৃক বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদ-নদী। এসবের মধ্যে পদ্মা সর্ববৃহৎ। 'পদ্মা' কবিতায় এ নদীর দুই রূপ প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে এর ভয়ংকর, প্রমত্ত রূপ– যা দেখে বহু সমুদ্র ঘোরার অভিজ্ঞতায়– ঋদ্ধ, দুরন্ত জলদস্যুদের মনেও ভয়ের সঞ্চার হয়। অন্যদিকে, পদ্মার পলিতে প্লাবিত এর দুই পাড়ের উর্বর ভূমি মানুষকে দিয়েছে পর্যাপ্ত ফসল, জীবনদায়িনী সবুজের সমারোহ। আবার, এই পদ্মাই বর্ষাকালে জলস্রোতে স্ফীত হয়ে ভাসিয়ে নেয় মানুষের সাজানো বাগান, ঘর, এমনকি জীবন পর্যন্ত। সেই ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে আবারও প্রাণের স্পন্দন জেগে ওঠে পদ্মাকে ঘিরেই। অর্থাৎ একই পদ্মা কখনও ধ্বংসাত্মক রূপে, কখনও কল্যাণময়ী হয়ে এদেশের জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে।
- **প্রথম চরণ–** অনেক ঘূর্ণিতে ঘুরে, পেয়ে ঢের সমুদ্রের স্বাদ।
- **শেষ চরণ–** তোমার সুতীব্র গতি; তোমার প্রদীপ্ত স্রোতধারা।
- **ছন্দ :** 'পদ্মা' চতুর্দশপদী (sonnet) কবিতা। তিন পঙ্ক্তিযুক্ত চারটি স্তবক এবং শেষে দুই পঙ্ক্তিযুক্ত একটি স্তবকে কবিতাটি বিন্যস্ত। কবিতাটির মিলবিন্যাস– কখক খগখ গঘগ ঘঙঘ ঙঙ।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মুসলিম রেনেসাঁর কবি কে?
Ⓐ শামসুর রাহমান Ⓑ ফররুখ আহমদ Ⓒ সৈয়দ শামসুল হক Ⓓ আল মাহমুদ **Ans B**

02. ফররুখ আহমদের জন্ম কত সালে?
Ⓐ ১৯১৮ Ⓑ ১৮১৯ Ⓒ ১৯৮৮ Ⓓ ১৮৯৯ **Ans A**

03. ফররুখ আহমদের জন্ম কোন গ্রামে?
Ⓐ চুরুলিয়া Ⓑ বাগমারা Ⓒ মাঝআইল Ⓓ পাংশা **Ans C**

04. ফররুখ আহমদের মাতার নাম কী?
Ⓐ রাহেলা খাতুন Ⓑ সাবেরা বেগম Ⓒ মরিয়ম আক্তার Ⓓ রওশন আখতার **Ans D**

05. ফররুখ আহমদ কোন দশকের কবি?
Ⓐ ত্রিশের Ⓑ চল্লিশের Ⓒ পঞ্চাশের Ⓓ ষাটের **Ans B**

06. কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
Ⓐ মুহূর্তের কবিতা Ⓑ নৌফেল ও হাতেম Ⓒ সাত সাগরের মাঝি Ⓓ সিরাজাম মুনীরা **Ans C**

07. ফররুখ আহমদের সনেট সংকলন কোনটি?
Ⓐ হাতেম তায়ী Ⓑ মুহূর্তের কবিতা Ⓒ পাখির বাসা Ⓓ নতুন লেখা **Ans B**

08. 'কাফেলা' কাব্যগ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
Ⓐ ১৯১৮ Ⓑ ১৯৪৪ Ⓒ ১৯৭৪ Ⓓ ১৯৮০ **Ans D**

09. কবি কোন বেতারে কাজ করেছেন?
Ⓐ ঢাকা বেতারে Ⓑ কালুর ঘাট বেতার Ⓒ পাকিস্তান বেতার Ⓓ চট্টগ্রাম বেতার **Ans A**

10. কবির 'উপহার' কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে?
Ⓐ কল্লোল Ⓑ শিখা Ⓒ সওগাত Ⓓ কবিতা **Ans C**

11. ফররুখ আহমদ কর্মজীবন শুরু করেন?
Ⓐ ঢাকায় Ⓑ কলকাতায় Ⓒ পাকিস্তানে Ⓓ মাগুরায় **Ans B**

12. ফররুখ আহমদের সহধর্মিণীর নাম কী?
Ⓐ লিলি Ⓑ মিলি Ⓒ মলি Ⓓ মিষ্টি **Ans A**

13. ফররুখ আহমদ উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন কোন কলেজ থেকে?
Ⓐ ইসলামিয়া কলেজ Ⓑ রিপন কলেজ Ⓒ বেথুন কলেজ Ⓓ স্কটিশ চার্চ কলেজ **Ans D**

14. কবি ছাত্রাবস্থায় কোন ধরনের রাজনীতি করতেন?
Ⓐ ডানপন্থি Ⓑ বামপন্থি Ⓒ গণতন্ত্র Ⓓ রাজতন্ত্র **Ans B**

15. কবি আন্তর্জাতিক কোন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন?
Ⓐ পদ্মভূষণ Ⓑ দেশরত্ন Ⓒ ইউনেস্কো Ⓓ জাতিসংঘ **Ans C**

16. কবি ছোটদের জন্য কী লিখতেন?
Ⓐ কবিতা ও ছড়া Ⓑ ছড়া ও ছবি Ⓒ গান ও কবিতা Ⓓ ধাধা ও গল্প **Ans A**

17. কবি মরণোত্তর কোন পুরস্কারে ভূষিত হন?
Ⓐ বাংলা একাডেমি পুরস্কার Ⓑ একুশে পদক Ⓒ ইউনেস্কো পুরস্কার Ⓓ শ্রেষ্ঠকবির পুরস্কার **Ans B**

18. কবি কোন সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন?
Ⓐ ১৯৪০ Ⓑ ১৯৪১ Ⓒ ১৯৪২ Ⓓ ১৯৪৩ **Ans C**

19. কবি কোন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন?
Ⓐ মাগুরা জিলা স্কুল Ⓑ ময়মনসিংহ জিলা স্কুল Ⓒ রংপুর জিলা স্কুল Ⓓ খুলনা জিলা স্কুল **Ans D**

20. 'ফুলের জলসা' কবির কী ধরনের রচনা?
Ⓐ কাহিনিকাব্য Ⓑ সনেট Ⓒ শিশুতোষ রচনা Ⓓ কাব্যগ্রন্থ **Ans C**

21. কবি কত সালে মারা যান?
Ⓐ ১৯৭১ Ⓑ ১৯৭২ Ⓒ ১৯৭৩ Ⓓ ১৯৭৪ **Ans D**

22. কবি কোন সময়ে মারা যান?
Ⓐ সকালে Ⓑ বিকালে Ⓒ সন্ধ্যায় Ⓓ রাতে **Ans C**

23. 'পদ্মা' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
Ⓐ কাফেলা Ⓑ দিলরুবা Ⓒ ধোলাই কাব্য Ⓓ ফুলের জলসা **Ans A**

24. স্প্যানিশ শব্দ 'Armada' থেকে বাংলা কোন শব্দটি এসেছে?
Ⓐ হারাম Ⓑ হার্মাদ Ⓒ জলদস্যু Ⓓ হাতেম **Ans B**

25. 'কাফেলা' কাব্যগ্রন্থটিতে কতটি সনেট রয়েছে?
Ⓐ পাঁচটি Ⓑ ছয়টি Ⓒ সাতটি Ⓓ আটটি **Ans C**

26. বাংলাদেশের সববৃহৎ নদী কোনটি?
Ⓐ মেঘনা Ⓑ যমুনা Ⓒ গঙ্গা Ⓓ পদ্মা **Ans D**

27. কবিতায় পদ্মা নদীর কতটি রূপ প্রকাশিত হয়েছে?
Ⓐ একটি Ⓑ দুইটি Ⓒ তিনটি Ⓓ চারটি **Ans B**

28. 'পদ্মা' কী ধরনের কবিতা?
Ⓐ কাহিনিকাব্য Ⓑ কাব্যনাট্য Ⓒ সনেট সংকলন Ⓓ সনেট **Ans D**

29. সাদাটে হলুদ বর্ণকে কী বলা হয়?
Ⓐ পাণ্ডুর Ⓑ হলদেটে Ⓒ বাসন্তি Ⓓ ফিকে **Ans A**

30. 'তরঙ্গভঙ্গ' বলতে কী বোঝায়?
Ⓐ ভাঙা ঢেউ Ⓑ বায়ুর আবর্তন Ⓒ ঢেউয়ের আবর্তন Ⓓ জলের আবর্তন **Ans C**

CamScanner

পদ্যাংশ অধ্যায় ১১

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায় — সৈয়দ শামসুল হক

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সৈয়দ শামসুল হকের জন্ম– **১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর কুড়িগ্রাম।**
- তিনি তার বাবা-মায়ের আট সন্তানের– **জ্যেষ্ঠতম সন্তান।**
- তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের– **ইংরেজি বিভাগের ছাত্র ছিলেন।**
- সৈয়দ শামসুল হকের বাবা সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন পেশায় ছিলেন– **হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।**
- সৈয়দ শামসুল হকের স্ত্রীর নাম– **প্রথিতযশা লেখিকা ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. আনোয়ারা সৈয়দ হক।**
- তিনি সাংবাদিকতা করেন– **বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রযোজক হিসেবে।**
- তিনি বিবিসির বাংলা বিভাগের বিভাগের– **প্রযোজক ছিলেন।**
- তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল প্রবণতা– **মানুষের জটিল জীবনপ্রবাহ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।**
- তিনি বাংলা সাহিত্যে– **সব্যসাচী লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।**
- তিনি খ্যাতিমান ছিলেন– **চিত্রনাট্য রচয়িতা ও গীতিকার হিসেবে।**
- তিনি 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' পান– **১৯৬৬ সালে।**
- সাহিত্যের গঠনশৈলীর ক্ষেত্রে সৈয়দ শামসুল হক ছিলেন– **নিরীক্ষাপ্রিয়।**
- শামসুল হক প্রথমে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন– **সাংবাদিকতা।**
- সৈয়দ শামসুল হক মারা যান– **২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা ইউনাইটেড হসপাতালে।**

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কবি সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত কাব্য– **একদা এক রাজ্যে (১৯৬১), প্রতিধ্বনিগণ (১৯৭৩), অপর পুরুষ (১৯৭৮), পরানের গহীন ভিতর (১৯৮০), রক্তগোলাপ চলেছি (১৯৮৮), বেজান শহরের জন্য কোরাস (১৯৮৯), অগ্নি ও জলের কবিতা (১৯৮৯), আমি জন্মগ্রহণ করিনি (১৯৯০), তোরাপের ভাই (১৯৯০), নাভিমূলে ভস্মাধার, ধ্বংসস্তূপে কবি ও নগর, রাজনৈতিক কবিতা প্রভৃতি।**
- তাঁর রচিত প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস– **দেয়ালের দেশ।**
- একটি ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত তাঁর গল্পের নাম– **অগত্যা (১৯৫১)।**
- তাঁর 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'– **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাব্যনাটক।**
- তিনি 'মাটির পাহাড়' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লেখেন– **১৯৫৯ সালে।**
- সৈয়দ শামসুল হকের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থের নাম– **উৎকট তন্দ্রার নিচে।**
- সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত উপন্যাস– **এক মহিলার ছবি (১৯৫৯), অনুপম দিন (১৯৬২), সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪), খেলারাম খেলে যা (১৯৭৯), নীল দংশন (১৯৮১), স্মৃতিমেধ (১৯৮৬), বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ (১৯৮৯), ত্রাহি (১৯৮৯), নির্বাসিতা (১৯৯০), নিষিদ্ধ লোবান (১৯৯০)।**
- সৈয়দ শামসুল হক রচিত প্রথম প্রকাশিত কাব্য– **একদা এক রাজ্যে।**
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে রচিত সৈয়দ শামসুল হকের কবিতার নাম– **আহা, আজ কী আনন্দ অপার।**
- সৈয়দ শামসুল হক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে তাঁর কবিতাটি রচনা করেন– **৭০তম জন্মদিনে।**
- তার রচিত 'নিষিদ্ধ লোবান'– **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।**

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটি সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত কাব্যনাটক– **'নূরলদীনের সারাজীবন' শীর্ষক কাব্যনাটক থেকে সংকলন করা হয়েছে।**
- কবিতাটি 'নূরলদীনের সারাজীবন' নাটকের– **প্রস্তাবনা অংশ।**
- 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতা– **গদ্যছন্দে রচিত।**
- কবিতাটির প্রথম লাইন– **নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত আর**
- কবিতাটির শেষ লাইন– **দিবে ডাক, "জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?"**
- নিলক্ষা আকাশ কেমন– **নীল।**
- পূর্ণিমার চাঁদ কীসের মতো জ্যোৎস্না ঢালছে– **ধবল দুধের মতো।**
- কীসের দেহ ছিঁড়ে ধ্বনির শব্দ শোনা যায়– **স্তব্ধতার দেহ।**
- অতীত হানা দেয়– **মানুষের বন্ধ দরজায়।**
- নূরলদীন দেখা দেয়– **মরা আঙিনায়।**
- নূরলদীনের বাড়ি ছিল– **রংপুর।**
- নূরলদীন সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল– **১১৮৯ বঙ্গাব্দে/১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে।**
- নির্ঝরের পতনের স্থানকে বলে– **প্রপাত।**
- দালালের আলখাল্লায় দেশ ছেয়ে যাওয়া, বাংলায় শকুন নেমে আসা, যে সময়ের সাক্ষী– **১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ।**
- 'যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়' পঙ্‌ক্তিটিতে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে– **১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।**
- 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটিতে 'দালাল' বলতে বোঝানো হয়েছে– **রাজাকার, আলবদর, আলশামস।**
- স্তব্ধতার দেহ বলতে বোঝানো হয়েছে– **এখানে নীরব, নিস্তব্ধ পরিবেশ বোঝানো হয়েছে।**
- কবিতায় 'বড় সংসার যখন নষ্ট' বোঝাতে যে জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে তার নাম হলো– **নষ্ট ক্ষেত, নষ্ট মাঠ, নদী নষ্ট, বীজ নষ্ট।**
- অভাগা মানুষ সকল অন্যায় ভাসিয়ে দিবে– **পাহাড়ি ঢলের মতো।**
- আকাশের নিচে আছে– **উনসত্তর হাজার লোকালয়।**
- 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় হঠাৎ দেখা যায়– **বড় চাঁদ।**
- দীর্ঘ যত মাস বাংলা মৃত্যুপুরীর রূপ নিয়েছিল– **নয় মাস।**
- 'বাহে' এলাকার সম্বোধন বিশেষণ– **দিনাজপুর, রংপুর।**

CamScanner

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কবিতায় নূরলদীনের ডাকে কীভাবে জনগণ সাড়া দেয়?
Ⓐ বিচ্ছিন্নভাবে Ⓑ ধীরে ধীরে Ⓒ একে একে Ⓓ সর্বসম্মতভাবে Ans D

02. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কয়টি নদীর কথা উল্লেখ আছে?
Ⓐ ১টি Ⓑ ২টি Ⓒ ৩টি Ⓓ ৪টি Ans A

03. 'এখানে এখন' ও 'ঈর্ষা' কোন ধরনের রচনা?
Ⓐ কাব্য Ⓑ উপন্যাস Ⓒ নাটক Ⓓ কাব্যনাটক Ans D

04. 'জ্যোৎস্না' বলতে বোঝায়-
Ⓐ পূর্ণিমার রাত Ⓑ অমাবস্যা Ⓒ চন্দ্রালোক Ⓓ নক্ষত্রালোক Ans C

05. নিচের কোনটি ঐতিহাসিক চরিত্র?
Ⓐ নূরলদীন Ⓑ নাসিরউদ্দীন
Ⓒ বশিরউদ্দীন Ⓓ খালেকুদ্দীন Ans A

06. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কত লাইন আছে?
Ⓐ ৩২ Ⓑ ৩৮ Ⓒ ৪০ Ⓓ ৪২ Ans D

07. 'যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়।' চরণটি দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ হতাশা Ⓑ বেদনা Ⓒ আশা Ⓓ ঘৃণা Ans B

08. 'কোনঠে' শব্দের অর্থ কী?
Ⓐ কে Ⓑ কোন Ⓒ কোথায় Ⓓ কীভাবে Ans C

09. নূরলদীনের কথা সারা দেশে কীসের ঢলের মতো নেমে আসে?
Ⓐ নদীর Ⓑ সমুদ্রের Ⓒ পাহাড়ি Ⓓ জোয়ারের Ans C

10. প্রতিবাদী নূরলদীন ইতিহাসের পাতা থেকে কাদের সঙ্গে মিশে যায়?
Ⓐ শ্রমজীবী Ⓑ চাকুরীজীবী Ⓒ আমলা Ⓓ ছাত্রদের Ans A

11. এই বাংলায় কী নেমে এলে নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়?
Ⓐ হায়েনা Ⓑ জানোয়ার Ⓒ অন্ধকার Ⓓ শকুন Ans D

12. নূরলদীন কোন অঞ্চলের সামন্তবাদী সাম্রাজ্যবাদী মানুষের বিরোধিতা করে?
Ⓐ রংপুর Ⓑ দিনাজপুর Ⓒ জামালপুর Ⓓ পিরোজপুর Ans A

13. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীন কীসের বিরোধী ছিলেন?
Ⓐ আধুনিকতার Ⓑ ধর্মীয় অনুশাসন Ⓒ সাম্রাজ্যবাদ Ⓓ পুঁজিবাদ Ans C

14. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কেন কবির স্বপ্ন লুট হয়ে যায়?
Ⓐ অহংকারে Ⓑ অভাবে Ⓒ দালালের কারণে Ⓓ অত্যাচারে Ans C

15. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কোন আকাশের রং নীল ছিল?
Ⓐ নিলক্ষা Ⓑ ধূসর Ⓒ পূর্ব Ⓓ পশ্চিম Ans A

16. নূরলদীনের কথা যখন মনে পড়ে, তখন 'কালঘুম' কোথায়?
Ⓐ বাংলায় Ⓑ ইতালি Ⓒ পাকিস্তানে Ⓓ চীনে Ans A

17. হঠাৎ কোথায় তীব্র শিস দিয়ে বড় চাঁদ দেখা দেয়?
Ⓐ মধ্যগগনে Ⓑ নিলক্ষার নীলে
Ⓒ রাতের আকাশে Ⓓ পূর্ণিমার রাতে Ans B

18. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় শকুন কোথায় নেমে আসে?
Ⓐ সোনার বাংলায় Ⓑ ভারতে Ⓒ পাকিস্তানে Ⓓ চীনে Ans A

19. অভাগা মানুষ আবার কার আশায় জেগে ওঠে?
Ⓐ চেতনার Ⓑ নূরলদীনের Ⓒ ইতিহাসের Ⓓ ঐতিহ্যের Ans B

20. দিনাজপুর ও রংপুর এলাকার বিশেষ সম্বোধন নিচের কোনটি?
Ⓐ কেরে Ⓑ বাহে Ⓒ বাহি Ⓓ ওহে Ans B

পদ্যাংশ অধ্যায় ১২ — ছবি — আবু হেনা মোস্তফা কামাল

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **জন্ম :** আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ মার্চ সিরাজগঞ্জ (তৎকালীন পাবনা) জেলার অন্তর্গত উল্লাপাড়ার গোবিন্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- পিতা : এম. শাহজাহান আলী।
- মাতা : খালেকুননেসা।
- শিক্ষাজীবন : ম্যাট্রিক (১৯৫২), পাবনা জেলা স্কুল; আই.এ (১৯৫৪), ঢাকা কলেজ। বি.এ (১৯৫৮), ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান আধিকার করে তিনি এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। পি.এইচ.ডি (১৯৬৯) লন্ডন থেকে কমনওয়েলথ শিক্ষাবৃত্তিসহ বেঙ্গলি প্রেস অ্যান্ড লিটারারি রাইটিং ১৮১৮-১৮৩১ শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে অর্জন করেন। তিনি বিশিষ্ট রোমান্টিক কবি, একইসঙ্গে খ্যাতিমান অধ্যাপক, সফল গীতিকার, সম্মোহনক্ষম বাগ্মী ও মননশীল সাহিত্য-সমালোচক। সমগ্র শিক্ষাজীবনে তিনি সুপরিচিত ছিলেন কৃতী ছাত্র হিসেবে। পাবনার এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর কর্মজীবন। তিনি ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক থাকাকালে তিনি বাংলা একাডেমি ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক-এর দায়িত্ব পালন করেছেন।
- আবু হেনা মোস্তফা কামাল– বিশিষ্ট রোমান্টিক কবি।
- তাঁর রচিত কবিতার প্রধান সম্পদ– শব্দের বহুমুখী দ্যোতনা ও চিত্রধর্মিতা।
- কবি বি.এ ও এম.এ তে প্রথম শ্রেণিতে– প্রথম স্থান অধিকার করেন।
- ছাত্রজীবন থেকে আবু হেনা ছিলেন– সংস্কৃতিপ্রেমী।
- কবিপুত্র সুজিত মোস্তফা– একজন নজরুলসংগীত শিল্পী, সংগঠক ও গবেষক।
- কবি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন– ১১ মার্চ ১৯৮৬।

সাহিত্যকর্ম

- **কাব্যগ্রন্থ :** আপন যৌবন বৈরী (১৯৭৪), যেহেতু জন্মান্ধ (১৯৮৪), আক্রান্ত গজল (১৯৮৮)।
- **গীতি-সংকলন :** আমি সাগরের নীল।
- **গান :** তুমি যে আমার কবিতা, অনেক বৃষ্টি ঝরে, নদীর মাঝি বলে প্রভৃতি।
- **প্রবন্ধ-গবেষণা :** শিল্পীর রূপান্তর (১৯৭৫), দি বেঙ্গলি প্রেস অ্যান্ড লিটারারি রাইটিং (১৯৭৭), কথা ও কবিতা (১৯৮১)।

গল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **উৎস :** 'ছবি' কবিতাটি আবু হেনা মোস্তফা কামালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আপন যৌবন বৈরী' থেকে সংকলিত হয়েছে।
- **কবিতার সারসংক্ষেপ :** 'ছবি' কবিতায় রোমান্টিক কবি নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশকে মহান শিল্পীর তুলিতে আঁকা একটি কালজয়ী ছবি হিসেবে কল্পনা করেছেন। কবি নিপুণ শব্দের ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেন ত্রিশ লক্ষ খাঁটি বাঙালি-শিল্পী তথা শহিদের দীর্ঘ নয় মাসের শ্রমে-আত্মদানে সৃজিত হয়েছে এই ছবি। তাঁর নিশ্চিত ধারণা, রঙের জাদুকর শিল্পী ভ্যান গগও ছবিটিতে ছড়ানো রঙের আশ্চর্য গাঢ়তা কখনো দেখেননি। কবি মনে করেন, ছবিটিতে ব্যবহৃত অসংখ্য নরমুণ্ডের ব্যবহার ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মদানের সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ করে আছে, যা এই ছবির মতো দেশটির গৌরবময় স্মারক। ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তস্নাত সুন্দর এই দেশ পরিদর্শনের জন্য কবি বিদেশিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কবিতায়।
- **প্রথম চরণ–** আপনাদের সবার জন্যে এই উদার আমন্ত্রণ
- **শেষ চরণ–** এই ছবির মতো দেশের– থিম!
- **ছন্দ :** কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত। গদ্যছন্দে কোনো সুনির্দিষ্ট পর্ব ও মাত্রাসাম্য থাকে না।

CamScanner

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কবি মোট কতটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন?
Ⓐ ১টি Ⓑ ২টি Ⓒ ৩টি Ⓓ ৪টি **Ans Ⓒ**

02. 'কথা ও কবিতা' কোন ধরনের রচনা?
Ⓐ কাব্যগ্রন্থ Ⓑ গীতি-সংকলন
Ⓒ প্রবন্ধগ্রন্থ Ⓓ সনেট **Ans Ⓒ**

03. 'তুমি যে আমার কবিতা' গানটি কার রচিত?
Ⓐ আবু হেনা মোস্তফা কামাল Ⓑ গোলাম মোস্তফা
Ⓒ কবির বকুল Ⓓ আবদুল জব্বার **Ans Ⓐ**

04. 'আক্রান্ত গজল' কী ধরনের রচনা?
Ⓐ কবিতা Ⓑ গল্প
Ⓒ কাহিনিকাব্য Ⓓ কাব্যগ্রন্থ **Ans Ⓓ**

05. 'যেহেতু জন্মান্ধ' কত সালে প্রকাশিত হয়?
Ⓐ ১৯৭৪ Ⓑ ১৯৮৪ Ⓒ ১৯৮৮ Ⓓ ১৯৮৯ **Ans Ⓑ**

06. আবু হেনা মোস্তফা কামালের কবিতার প্রধান সম্পদ কোনটি?
Ⓐ মননশীলতা Ⓑ রোমান্টিকতা
Ⓒ শব্দের বহুমুখী দ্যোতনা ও চিত্রধর্মীতা Ⓓ প্রকৃতিচেতনা **Ans Ⓒ**

07. কবি 'ছবি' কবিতায় কাদের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন?
Ⓐ সবার জন্য Ⓑ চিত্রশিল্পীদের জন্য
Ⓒ মননশীলদের জন্য Ⓓ সাহিত্যিকদের জন্য **Ans Ⓐ**

08. কবি সবাইকে কেমন আমন্ত্রণ জানিয়েছেন?
Ⓐ সাদর Ⓑ বিনয়ী
Ⓒ উদার Ⓓ অকৃত্রিম **Ans Ⓒ**

09. কবি এই দেশকে কীসের সাথে তুলনা করেছেন?
Ⓐ মনোহরী স্পট Ⓑ ছবি Ⓒ প্রকৃতি Ⓓ শিল্প **Ans Ⓑ**

10. কবি এই ছবির মতো দেশে সবাইকে কী করতে বলেছেন?
Ⓐ ঘুরতে Ⓑ প্রমাণ করতে
Ⓒ পিকনিক Ⓓ বেড়িয়ে যেতে **Ans Ⓓ**

11. এদেশে উল্লেখযোগ্য তেমন কী নেই?
Ⓐ ছবি Ⓑ মনোহরী স্পট Ⓒ রং Ⓓ ইতিহাস **Ans Ⓑ**

12. 'ছবির মতো এই দেশ' বলতে কবি কোন দেশকে বুঝিয়েছেন?
Ⓐ বাংলাদেশ Ⓑ ভারত
Ⓒ শ্রীলঙ্কা Ⓓ মালদ্বীপ **Ans Ⓐ**

13. কোন দেশে তেমন কোনো মনোহারী স্পট নেই?
Ⓐ নিউজিল্যান্ড Ⓑ নেপাল
Ⓒ বাংলাদেশ Ⓓ ভূটান **Ans Ⓒ**

14. 'কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না' কবি কীসের কথা বলেছেন?
Ⓐ বেড়ানোর বিষয়টি Ⓑ মনোহারী স্পট না থাকার দিকটি
Ⓒ সৌন্দর্যের দিকটি Ⓓ ইতিহাসের বিষয়টি **Ans Ⓑ**

15. আপনার ——— সঞ্চয় থেকে/ শূন্যস্থানে কী বসবে?
Ⓐ স্ফীত Ⓑ ক্ষুদ্র Ⓒ বিশাল Ⓓ সকল **Ans Ⓐ**

16. বিদেশিদের ডলার মার্ক কী হচ্ছে?
Ⓐ সদ্ব্যবহার হচ্ছে Ⓑ উপচে পড়ছে
Ⓒ অপচয় হচ্চে Ⓓ সঞ্চিত থাকছে **Ans Ⓑ**

17. মার্ক কী?
Ⓐ নগর Ⓑ হিসাবের একক
Ⓒ মানবজাতি Ⓓ নদী **Ans Ⓑ**

18. যুক্তরাজ্যের সরকারী মুদ্রার নাম কী?
Ⓐ মার্ক Ⓑ পাউন্ড Ⓒ ডলার Ⓓ টাকা **Ans Ⓑ**

19. 'মনোহরী স্পট' দ্বারা কী বোঝায়?
Ⓐ মন হরণকারী Ⓑ চিত্তাকর্ষক পর্যটনস্থল
Ⓒ মিষ্টি বিশেষ Ⓓ আকর্ষনীয় স্থান **Ans Ⓑ**

20. ফুলে ফেঁপে ওঠা সঞ্চিত অর্থকে কী বলে?
Ⓐ আঙুল ফুলে কলাগাছ Ⓑ বাড়তি অর্থ
Ⓒ স্ফীত সঞ্চয় Ⓓ স্থূল সঞ্চয় **Ans Ⓒ**

21. 'স্টার্লিং' মূলত কী?
Ⓐ পাউন্ড Ⓑ ডলার Ⓒ টাকা Ⓓ অর্থ **Ans Ⓐ**

22. পাউন্ড-স্টার্লিং কোন দেশের সরকারি মুদ্রার নাম?
Ⓐ যুক্তরাষ্ট্র Ⓑ জাপান
Ⓒ চীন Ⓓ যুক্তরাজ্য **Ans Ⓓ**

23. কালিফোর্নিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কততম বৃহত্তম অঙ্গরাজ্য?
Ⓐ দ্বিতীয় Ⓑ তৃতীয়
Ⓒ চতুর্থ Ⓓ পঞ্চম **Ans Ⓑ**

24. সোনা ও রুপার ওজন পরিমাপে হিসাবের একক হয়ে কাজ করে কোনটি?
Ⓐ ডলার Ⓑ দিনার
Ⓒ মার্ক Ⓓ পাউন্ড **Ans Ⓒ**

25. ডাল্লাস কী ধরনের নগরী?
Ⓐ নিরিবিলি Ⓑ ব্যস্ততম
Ⓒ বিখ্যাত Ⓓ জনাকীর্ণ **Ans Ⓓ**

26. টেক্সাস কী?
Ⓐ অঙ্গরাজ্য Ⓑ রাজ্য Ⓒ নগরী Ⓓ বন্দর **Ans Ⓐ**

27. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অঙ্গরাজ্য কোনটি?
Ⓐ মিসিসিপি Ⓑ টেক্সাস
Ⓒ টেনিসি Ⓓ ডাল্লাস **Ans Ⓒ**

28. 'ছবি' কবিতায় কোন কাব্যতাত্ত্বিকের উল্লেখ রয়েছে?
Ⓐ প্লেটো Ⓑ অ্যারিস্টটল
Ⓒ সক্রেটিস Ⓓ শেক্সপিয়র **Ans Ⓑ**

29. কবি শিল্পকে কী বলে অভিহিত করেছেন?
Ⓐ জীবন Ⓑ সাহিত্য Ⓒ ঘটনা Ⓓ নকল **Ans Ⓓ**

30. 'Aryan' বাংলা কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?
Ⓐ আদি Ⓑ আর্য
Ⓒ অনার্য Ⓓ দ্রাবিড় **Ans Ⓑ**

31. খাঁটি বাঙালি চেতনার ধারকদের কবি কী বলেছেন?
Ⓐ মহান Ⓑ মহৎ Ⓒ মহামানব Ⓓ মহাত্মা **Ans Ⓒ**

32. কবি শহিদদের কী হিসেবে অভিহিত করেছেন?
Ⓐ কারিগর Ⓑ শিল্পী
Ⓒ চিত্রকর Ⓓ ইম্প্রেশনিস্ট **Ans Ⓐ**

33. ভ্যান গগের জন্ম কত সালে?
Ⓐ ১৮২১ Ⓑ ১৮৩৫ Ⓒ ১৮৫৩ Ⓓ ১৮৮৮ **Ans Ⓒ**

34. 'Self Portraits' কার বিখ্যাত ছবি?
Ⓐ পাবলো পিকাসো Ⓑ ভ্যান গগ্
Ⓒ উইলিয়াম ভিনসেন্ট Ⓓ লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি **Ans Ⓑ**

35. ভ্যান গগ্ কোন সময়ের চিত্রশিল্পে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন?
Ⓐ আঠারো শতক Ⓑ উনিশ শতক
Ⓒ বিশ শতক Ⓓ একুশ শতক **Ans Ⓒ**

36. 'নরমুণ্ডের ক্রমাগত ব্যবহার' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ মানুষের মাথার ছবি দ্বারা আঁকা চিত্রশিল্প
Ⓑ মানুষের মাথার সারি
Ⓒ চিন্তা বা বাণীর প্রকাশ
Ⓓ মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী অসংখ্য শহিদের করোটি **Ans Ⓓ**

37. কোনো সুনির্দিষ্ট পর্ব ও মাত্রাসাম্য থাকে না কোনটিতে?
Ⓐ গদ্যছন্দে Ⓑ স্বরবৃত্তে
Ⓒ লৌকিক ছন্দে Ⓓ মাত্রাবৃত্তে **Ans Ⓐ**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

উপন্যাস ও নাটক

অধ্যায় ১

লালসালু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জন্ম– **১৫ আগস্ট ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ; ষোলশহর, চট্টগ্রাম। পিতা : সৈয়দ আহমদউল্লাহ (অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন)। মাতা : নাসিম আরা খাতুন।**
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আদি নিবাস– **নোয়াখালী।**
- তিনি হাতে লেখা পত্রিকা সম্পাদনা করেন– **ফেনী স্কুলের ছাত্রাবস্থায় (১৯৩৬) 'ভোরের আলো' নামের পত্রিকায়।**
- ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত তিনি ইংরেজি পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন– **কলকাতার দৈনিক স্টেটসম্যান; সহকারী সম্পাদক পদে।**
- মুক্তিযুদ্ধকালে প্রবাসে ইউনেস্কোতে কর্মরত থাকার সময় তিনি– **স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ার কাজ করেন।**
- তাঁর স্ত্রীর নাম– **ফরাসি নাগরিক এ্যান মেরি (বিয়ে : ১৯৫৬)।**
- তাঁর বড় মামি ছিলেন– **নওয়াব আবদুল লতিফ পরিবারের মেয়ে।**
- উর্দু ভাষার লেখিকা ও রবীন্দ্রনাথের গল্প-নাটকের উর্দু অনুবাদক– **সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বড় মামি।**
- ইউনেস্কোয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চাকরির মেয়াদ শেষ হয়েছিল– **১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বর।**
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কর্মজীবন শুরু করেন– সাংবাদিক হিসেবে।
- বাংলাদেশের কথাসাহিত্যকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার পথিকৃৎ– **সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্।**
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বড় মামা– **কর্মজীবনে কৃতি হয়ে খানবাহাদুর উপাধি পেয়েছিলেন।**
- পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি ঢাকায় এসে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে সহকারী বার্তা সম্পাদক– **১৯৪৭ সালে হিসেবে যোগদান করেন।**
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান– **১৯৬১ সাল।**
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আদমজী পুরস্কার পান– **১৯৬৫ সাল।**
- তিনি একুশে পদক পান– **১৯৮৩ সাল।**
- তিনি ১৯৫০ সালে করাচি বেতার কেন্দ্রের– **বার্তা সম্পাদক নিযুক্ত হন।**
- তিনি মারা যান– **১০ অক্টোবর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ; প্যারিস, ফ্রান্স।**

সাহিত্যকর্ম

- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ছোটগল্প– **নয়নচারা, দুই তীর ও অন্যান্য গল্প।**
- তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস– **লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো, দি আগলি এশিয়ান (ইংরেজি ভাষায়; রচনা ১৯৬৩)।**
- 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়– **১৯৬৮ সালে।**
- 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়– **১৯৪৬ সালে।**
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটক– **বহিপীর, তরঙ্গভঙ্গ, সুড়ঙ্গ, উজানে মৃত্যু।**
- তাঁর প্রকাশিত প্রথম গল্পের নাম– **'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'। (প্রকাশ : ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে)।**
- পি. ই. এন. পুরস্কার পান– **'বহিপীর' নাটকের জন্য।**
- ১৯৬৫-তে আদমজী পুরস্কার লাভ করেন– **'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের জন্য।**
- 'লালসালু' প্রথম প্রকাশিত হয়– **১৯৪৮ সালে।**

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- 'লালসালু' উপন্যাসের অনুবাদ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :

যে ভাষায় অনুবাদ ও নাম	অনুবাদক	প্রকাশ
উর্দু : Lal Shalu	কলিমুল্লাহ।	১৯৬০
ফরাসি : L'arbre sans racines	অ্যান-মারি থিবো	১৯৬১
ইংরেজি : Tree without Roots	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	১৯৬৭

- 'লালসালু' উপন্যাসে যা না হলে বিদেশে এক পাও চলে না– **বদনা।**
- নোয়াখালি অঞ্চলে শস্যের চেয়ে বেশি– **টুপি।**
- 'কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ' কারণ– **শস্যহীন বলে।**
- মজিদের শারীরিক গড়ন– **শীর্ণকায়।**
- মোদাচ্ছের পীরের কবর আবিষ্কার করায় মজিদ চরিত্রের যে দিকটি উন্মোচিত হয়েছে– **মিথ্যাচার।**
- বিভিন্ন গ্রাম থেকে মহব্বতনগরে মানুষ আসতে লাগল– **মাজারে মানত করতে।**
- 'চোখে ধারালো দৃষ্টি' বলতে 'লালসালু' উপন্যাসে যে দৃষ্টির কথা বলা হয়েছে– **পানির নিচে মাছের অবস্থান অনুমান করার মতো দৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।**
- দুদু মিঞার মুখে লজ্জার হাসি আসে– **কলমা জানে না তাই।**
- মজিদের শক্তির মূল উৎস– **মাজার।**
- মজিদের সঙ্গে গ্রামবাসীর যোগসূত্রকারী চরিত্র হিসেবে সাদৃশ্যপূর্ণ– **রহিমা।**
- ঢেঙা বুড়োর হাতে মার খেয়ে হাসুনির মা– **মজিদের বাড়িতে গিয়েছিল।**
- ঝড় এলে হাসুনির মায়ের অভ্যাস– **হৈ চৈ করা।**
- মজিদ হাসুনির মার কাছ থেকে চেয়েছিল– **তামাক।**
- মজিদ হাসুনির মাকে যে রঙের শাড়ি কিনে দিয়েছিল– **বেগুনি।**
- মজিদের মাজারে মানুষের আসা কমে যায়– **অন্য পিরদের আধিপত্যে।**
- 'পাথর এবার হঠাৎ নড়ে'। এখানে 'পাথর' যে– **মজিদকে।**
- আমেনা বিবি তার স্বামীকে পানিপড়া আনতে বলেছিল– **মা হওয়ার আশায়।**
- জমিলা আমাদের সমাজ ব্যবস্থার যে অসঙ্গতির শিকার– **বাল্যবিবাহ।**
- রহিমা জমিলাকে সম্বোধন করে– **বোন বলে।**
- 'তালাব' শব্দের অর্থ– **পুকুর।**
- জমিলা পাটি বুনতে বুনতে কেঁদে উঠেছিল– **রহিমার গম্ভীর মুখ দেখে।**
- খোদার অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাজারে খ্যাংটা বুড়ি নালিশ করেছিল– **ছেলের মৃত্যুতে**
- 'লালসালু' উপন্যাসে যে পাড়ার উৎসবের কথা আছে– **ডোমপাড়া।**
- যার বিলাপ শুনে জমিলার মন খারাপ হয়েছিল– **খ্যাংটা বুড়ির।**
- 'লালসালু' উপন্যাসে জমিলা হলো– **স্বাধীনচেতা মানুষ।**
- মজিদের বাড়িতে জিকিরের জন্য যে শিরনি রান্না চলছিল তার তদারকির দায়িত্ব ছিল কার– **রহিমা ও জমিলার।**
- জিকির করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল– **মজিদ।**
- মজিদের মুখে থুথু মেরেছিলো– **জমিলা।**
- 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত চৌকাঠে বসলে ঘরে যা আসে বলে উল্লেখ রয়েছে– **বালা (এখানে বালা হলো মুসিবত বা বিপদ)।**
- সমাজ যার মনের মস্করা সহ্য করার মতো দুর্বল নয়– **মেয়েলোকের।**
- আমেনা বিবি ১৩বছর বয়সে– **খালেক ব্যাপারীর সংসারে এসেছিল।**
- 'ওটা ছিল নিশানা, আনন্দের আর সুখের।' ওটা হলো– **খোতামুখের তালগাছ (নিশানাটা ছিল খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনা বিবির)।**
- যা দেখে মজিদের মন অন্ধকার হয়ে আসে– **ঝালরের বিবর্ণ অংশ।**
- বহুদিন বিদেশে ছিল– **মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

- ব্যথাবিদীর্ণ কণ্ঠে মজিদ হাহাকার করে ওঠে– **নিঃসন্তান বলে।**
- খ্যাংটা বুড়ি মাজারে এসে মজিদের দিকে ছুঁড়ে দেয়– **পাঁচ আনা পয়সা।**
- মহব্বতনগর গ্রামে মসজিদ নির্মাণে তদারকিতে ছিল– **মজিদ।**
- 'তার চোখ যেন পৃথিবীর দুঃখ বেদনার অর্থহীনতায় হারিয়ে গেছে' যার সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে– **জমিলা।**
- 'হঠাৎ এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝে উঠতে পারে না তাকে কীভাবে দমন করতে হবে।' মজিদের এ প্রতিদ্বন্দ্বীটি– **জমিলা।**
- কার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়– **রহিমার।**
- মজিদের মতে মাজারে শুয়ে থাকা ব্যক্তির নাম– **মোদাচ্ছের।**
- 'মোদাচ্ছের' শব্দের অর্থ– **কাপড়ে ঢাকা মানুষ, অজ্ঞাতনামা।**
- জমিলা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে শুরু করে– **ক্রোধে।**
- 'মজিদ সত্যি বজ্রাহত হয়েছে।'– **জমিলার থুথু নিক্ষেপের ঘটনায়।**
- 'প্রবৃত্তি এই রকম যে মজিদের ইচ্ছা হয় একটা হুঙ্কার ছাড়ে।' যার প্রশ্ন শুনে মজিদের হুঙ্কার ছাড়ার ইচ্ছা হয়– **রহিমার।**
- জমিলাকে দেখে রহিমার মধ্যে জেগে উঠেছিল– **মাতৃস্নেহ।**
- রহিমার পেটে চৌদ্দ প্যাঁচের– **বেড়ি রয়েছে।**
- আমেনাকে তালাক দেওয়ার পরামর্শ দেয়– **মজিদ।**
- আক্কাস কাজ করত– **পাটের আড়তে।**
- ঝড়ের রাতে সুবেহ সাদেকের সময় মজিদের কণ্ঠে যে ছুরা গানের মতো গুনগুনিয়ে ওঠে– **সূরা আল-ফালাক।**
- 'কোঁচ' শব্দের অর্থ– **মাছ ধরার জন্য নিক্ষেপণযোগ্য অস্ত্র।**
- 'নিরাক' শব্দের অর্থ হচ্ছে– **স্তব্ধতা।**
- যে মাসের রাতে রহিমা ধান সিদ্ধ করছিল– **পৌষ।**
- বয়স হলেও যার মধ্যে আনাড়িপনা ভাব রয়েছে– **হাসুনির মা।**
- তনু বিবির ডাক শুনে ফাঁসির আসামির মতো চমকে ওঠে– **আমেনা।**
- মজিদের প্রতিহিংসার আগুনে দগ্ধ হয়েছে– **আমেনা বিবি।**
- 'আমার দয়ার শরীল' এখানে যার কথা বলা হয়েছে– **মজিদের।**
- গ্রামবাসীর অন্তর জর্জরিত হয়ে ওঠে– **অনুশোচনায়।**
- কাদের আর তাহের লোকটিকে চেয়ে দেখে– **অবাক দৃষ্টিতে।**
- 'পুলক' শব্দের অর্থ– **আনন্দ।**
- 'বেলশহর' অবস্থিত– **চট্টগ্রাম।**
- 'লালসালু' যে ধরনের উপন্যাস– **সামাজিক।**
- এশার নামাজ পড়ে মজিদ মাজারে কীসের আওয়াজ শুনেছিল বলে প্রকাশ করে– **সিংহের।**
- সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ– **মজিদ।**
- যার পা দেখে মজিদের মনে সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারবার জন্য– **আমেনা বিবির।**
- মজিদের যশ, খ্যাতির উৎস– **পুরনো কবরটি।**
- মজিদের নিঃসঙ্গবোধের কারণ– **নিঃসন্তান হওয়ায়।**
- রহিমা পোষ্য রাখতে চায়– **হাসুনিকে।**
- 'তোমার একটা সাথি আনুম?' এখানে 'সাথি' বলতে বোঝানো হয়েছে– **সতিন। (উক্তিটি মজিদের)**
- মসজিদ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছিল– **জ্যৈষ্ঠমাসে।**
- রহিমা জমিলাকে হাসি থামাতে বলে– **মজিদের ভয়ে।**
- 'আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ'-এখানে 'তানি'– **মজিদ।**
- পশ্চিম আকাশে শুকতারা জ্বলে– **শেষরাতে।**
- 'তোমার বাপ-মা দেখি বড় জাহেল কিছিমের মানুষ।' এখানে 'জাহেল' শব্দের অর্থ– **মূর্খ বা নির্বোধ।**
- 'লালসালু' উপন্যাস অনুসারে হাসপাতাল অবস্থিত– **করিমগঞ্জে।**
- 'ভেতরে তার ক্রোধের আগুন জ্বলছে, বাইরে যত ঠান্ডা থাকুক না কেন?' যার ভেতরে ক্রোধের আগুন জ্বলছে– **মজিদের।**
- মজিদের বাড়িতে প্রথম এসে জমিলা-রহিমাকে ভেবেছিল– **শাশুড়ি।**
- 'নামহীন জনবহুল এ অঞ্চল' এখানে এ অঞ্চল হলো– **নোয়াখালী।**
- মজিদ জমিলাকে বেঁধে রেখেছিল– **মাজারে।**
- মজিদের মতে দুনিয়ার মানুষের মতো তাকে ভয় পায়– **জিন-পরীরা।**
- 'ও যেন ঘোর পাপী।' এখানে যার কথা বলা হয়েছে– **তাহেরের বাপ।**
- মহব্বতনগর গ্রামে কে শিকড় গেড়েছে– **মজিদ।**
- আওয়ালপুরের পির কোথায় বাস করে– **ময়মনসিংহে।**
- গ্রামের লোকেরা কী চেনে– **জমি আর ধান।**
- আমেনা বিবি যে বারে রোজা রাখে– **শুক্র।**
- এককালে যে উড়ুনি মেয়ে ছিল– **বুড়ি।**
- ধলা মিয়া মজিদের কাছে গিয়েছিল– **পানিপড়া আনতে।**
- 'ছেলেরা ছুটত বাইরে, লুফে লুফে খেত খোদার ঢিল।' এখানে 'খোদার ঢিল' বলতে বোঝানো হয়েছে– **শিলাবৃষ্টিকে।**
- মজিদ যখন মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশ করে– **শ্রাবণের দুপুরে।**
- মাজারের অনাবৃত কোণটা দেখে মজিদের– **মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়।**
- গ্রামবাসীর অন্তর খাঁ খাঁ করে– **মাটির তৃষ্ণায়।**
- দুদু মিঞার ছেলে– **সাতটা।**
- 'কলমা জানস না ব্যাটা?' উক্তিটি– **খালেক ব্যাপারীর।**
- মতলুব খাঁ ছিলেন– **ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।**
- বুড়ি যেভাবে আল্লা, আল্লা বলে– **শিশুর মতো।**
- যার দেহ ভরা ধানের গন্ধ– **রহিমার।**
- মহব্বতনগর গ্রামের মাতব্বরের নাম ছিল– **রেহান আলি।**

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মজিদ পূর্বে কোথায় বাস করত?
Ⓐ গারো পাহাড়ে Ⓑ মধুপুর গড়ে Ⓒ পাহাড়পুরে Ⓓ সোনারগাঁয়ে **Ans Ⓐ**

02. রহিমার কাছে নিজের মৃত্যু কামনা করে কে?
Ⓐ আমেনা Ⓑ হাসুনির মা Ⓒ জমিলা Ⓓ বুড়ি **Ans Ⓑ**

03. গ্রামের মহিলারা কার মাধ্যমে মজিদের কাছে আর্জি পাঠায়?
Ⓐ রহিমার Ⓑ হাসুনির মার Ⓒ হাসিনার Ⓓ খালেক ব্যাপারীর **Ans Ⓐ**

04. মজিদ হাসুনির মার জন্য কী রঙের শাড়ি এনে দেয়?
Ⓐ বেগুনি রং, কালো পাড় Ⓑ বেগুনি রং, লাল পাড় Ⓒ কালো রং, বেগুনি পাড় Ⓓ লাল রং, বেগুনি পাড় **Ans Ⓐ**

05. আওয়ালপুরে পিরের চেলারা কার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে?
Ⓐ মজিদের Ⓑ কালুর Ⓒ তাহেরের Ⓓ কাদেরের **Ans Ⓑ**

06. 'তোমার দাড়ি কই মিঞা' মজিদ কার উদ্দেশে উক্তিটি করেছে?
Ⓐ মোদাব্বের মিঞার Ⓑ তাহেরের Ⓒ খালেক ব্যাপারী Ⓓ আক্কাসের **Ans Ⓓ**

07. আওয়ালপুরের পিরের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য?
Ⓐ মৌসুমি পির Ⓑ ভ্রাম্যমাণ পির Ⓒ স্থায়ী পির Ⓓ ভণ্ড পির **Ans Ⓐ**

08. মজিদ সূরা আল ফালাকের কয় আয়াত তেলাওয়াত করে?
Ⓐ পাঁচ Ⓑ নয় Ⓒ সাত Ⓓ তিন **Ans Ⓐ**

09. মজিদের সামাজিক প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে কে?
Ⓐ রহিমা Ⓑ জমিলা Ⓒ হাসুনির মা Ⓓ আমেনা **Ans Ⓐ**

10. মজিদ গ্রামবাসীদের কী বলে গালি দেয়?
Ⓐ বেঈমান Ⓑ নাস্তিক Ⓒ জাহেল Ⓓ অধার্মিক **Ans Ⓒ**

11. মজিদের বয়স নিয়ে কটাক্ষ করে কে?
Ⓐ আমেনা Ⓑ জমিলা Ⓒ ফাতেমা Ⓓ রহিমা **Ans Ⓑ**

CamScanner

12. রহিমার কয়টি বিয়ে হয়েছে?
Ⓐ একটি Ⓑ . তিনটি Ⓒ চারটি Ⓓ দুটি **Ans D**

13. 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত সকল ঘটনার নিয়ন্ত্রক কে?
Ⓐ খালেক ব্যাপারী Ⓑ আমেনা Ⓒ আক্কাস Ⓓ মজিদ **Ans D**

14. 'লালসালু' উপন্যাসে উল্লেখকৃত 'খোদার এলেমে বুক ভরে না' কেন?
Ⓐ তলায় পেট শূন্য বলে Ⓑ কুসংস্কারের জন্য
Ⓒ স্বার্থপরতার জন্য Ⓓ শিক্ষাহীনতার ফলে **Ans A**

15. আমেনা বিবির প্রতি মজিদের কোন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ দয়া Ⓑ স্নেহ Ⓒ লালসা Ⓓ ভালোবাসা **Ans C**

16. খালেক ব্যাপারীর সামনে বসে কথা বলতে অস্বস্তিবোধ করে কে?
Ⓐ মজিদ Ⓑ ধলা মিয়া
Ⓒ জমিলা Ⓓ আমেনা **Ans B**

17. 'ওনারে কইবেন, আমার যেন মওত হয়' এ আর্জি কার?
Ⓐ আমেনা বিবি Ⓑ হাসুনির মায়ের
Ⓒ রহিমার Ⓓ জমিলার **Ans B**

18. মাঠের ধান নষ্ট হয়ে যায় কেন?
Ⓐ ঝড়ো বৃষ্টি হলে Ⓑ ঘন বৃষ্টি হলে
Ⓒ শিলা বৃষ্টি হলে Ⓓ কালবৈশাখীতে **Ans C**

19. উপন্যাস মূলত কী নির্ভর?
Ⓐ কাহিনি Ⓑ সংলাপ
Ⓒ বর্ণনা Ⓓ চরিত্র **Ans A**

20. মোনাজাত শেষে মজিদ কোন দিকে পা ফেলেছিল?
Ⓐ পূর্ব Ⓑ উত্তর
Ⓒ পশ্চিম Ⓓ দক্ষিণ **Ans B**

21. আমেনা বিবি ও রহিমার মধ্যে কোন বিষয়টিতে মিল রয়েছে?
Ⓐ শারীরিক সৌন্দর্যে Ⓑ চালচলনে
Ⓒ মানসিকতায় Ⓓ নিঃসন্তান হওয়ার **Ans D**

22. আমেনাকে কিভাবে মাজার ঘরে আনা হয়?
Ⓐ ঘোড়ার গাড়িতে Ⓑ মহিষের গাড়িতে
Ⓒ গরুর গাড়িতে Ⓓ পালকিতে **Ans D**

23. একদিন মাজারে এসে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করেছিল কে?
Ⓐ হাসুনির মা Ⓑ তানু বিবি Ⓒ খ্যাংটা বুড়ি Ⓓ জমিলা **Ans C**

24. ঘুমকাতুরে কে?
Ⓐ জমিলা Ⓑ রহিমা Ⓒ আমেনা Ⓓ তানু বিবি **Ans A**

25. কে হাঁটলে মাটিতে আওয়াজ হয়?
Ⓐ জমিলা Ⓑ রহিমা Ⓒ হাসুনির মা Ⓓ আমেনা বিবি **Ans B**

26. খালেক ব্যাপারীর মতে আক্কাস দাড়ি রাখেনি কেন?
Ⓐ ধর্মবিদ্বেষী বলে Ⓑ ইংরেজি পড়েছে বলে
Ⓒ আধুনিক বলে Ⓓ বিদেশে ছিল বলে **Ans B**

27. নামাজের সময় সিজদায় গিয়ে কে আর উঠেনি?
Ⓐ রহিমা Ⓑ আমেনা Ⓒ জমিলা Ⓓ হাসুনির মা **Ans C**

28. গ্রামে কীসের হিড়িক পড়েছে?
Ⓐ মসজিদ স্থাপনের Ⓑ বাঁজা বউদের দূর করার
Ⓒ মাজার নির্মাণের Ⓓ কবর বাঁধাইয়ের **Ans B**

29. আমেনা বিবির আনন্দ আর সুখের নিশানা কী?
Ⓐ থোতা মুখের তালগাছ Ⓑ তেঁতুলগাছ
Ⓒ মাজার Ⓓ বড় নদী **Ans A**

30. 'তাছির' শব্দের অর্থ কী?
Ⓐ তোয়াজ করা Ⓑ পরিচর্যা করা Ⓒ প্রতিবাদ করা Ⓓ প্রভাব **Ans D**

31. আক্কাসের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
Ⓐ ধর্মান্ধ Ⓑ প্রগতিশীল Ⓒ মানবতাবাদী Ⓓ জনসেবক **Ans B**

32. আওয়ালপুরের পিরের মধ্যে কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ হিংসা Ⓑ ধর্মান্ধতা Ⓒ ধর্মব্যবসা Ⓓ সাধুতা **Ans C**

33. আওয়ালপুরের পির আছরের সময় কোন নামাজ পড়েছিল?
Ⓐ ফজর Ⓑ জোহর
Ⓒ মাগরিব Ⓓ এশা **Ans B**

34. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিষয়ে এম.এ ভর্তি হন?
Ⓐ দর্শন Ⓑ সাহিত্য
Ⓒ ইতিহাস Ⓓ অর্থনীতি **Ans D**

35. আওয়ালপুরের পিরের প্রতি আমেনার কী প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ ক্রোধ Ⓑ অবিশ্বাস
Ⓒ ক্ষোভ Ⓓ অন্ধবিশ্বাস **Ans D**

36. ধলা মিয়া খালেক ব্যাপারীর সম্পর্কে কী হয়?
Ⓐ শ্যালক Ⓑ ভাই Ⓒ চাচা Ⓓ মামা **Ans A**

37. ধলা মিয়াকে ব্যাপারী আওয়ালপুরে যেতে বলেছিল কেন?
Ⓐ আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে Ⓑ পিরের সাথে দেখা করতে
Ⓒ ব্যবসায়ের কাজে Ⓓ পানিপড়া আনতে **Ans D**

38. আওয়ালপুরের পিরকে মজিদ কী হিসেবে আখ্যা দিয়েছে?
Ⓐ ঠগবাজ Ⓑ মিথ্যাবাদী
Ⓒ ইবলিশ Ⓓ ভণ্ড **Ans C**

39. নিদারুণ ভয়ে কে অসাড় হয়ে যায়?
Ⓐ রহিমা Ⓑ জমিলা
Ⓒ আমেনা বিবি Ⓓ ধলা মিঞা **Ans A**

40. 'আমেনা'র ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য?
Ⓐ সুখী Ⓑ নিঃসন্তান
Ⓒ দরিদ্র Ⓓ কুৎসিত **Ans B**

41. ঢেঙা বুড়োর স্ত্রীর জানাজা পড়ানোর কথা ছিল কার?
Ⓐ মজিদের Ⓑ মতলুব খাঁর
Ⓒ মোল্লা শেখের Ⓓ আওয়ালপুরের পিরের **Ans C**

42. উঠানের পথটুকু পাড়ি দিতে আমেনা বিবি পরিশ্রান্ত বোধ করে কেন?
Ⓐ শারীরিক দুর্বলতায় Ⓑ অসুস্থতায়
Ⓒ মাজারের ভয়ে Ⓓ তানুবিবির কারণে **Ans A**

43. পানিপড়ায় বিশ্বাস স্থাপন আধুনিক বিজ্ঞানে কী হিসেবে বিবেচ্য?
Ⓐ সংস্কার Ⓑ কুসংস্কার
Ⓒ নেক কাজ Ⓓ পবিত্র কাজ **Ans B**

44. আমেনা বিবিকে পালকি থেকে নামিয়ে মজিদ কোথায় নিতে বলেছিলেন?
Ⓐ ঘরে Ⓑ উঠানে
Ⓒ বারান্দায় Ⓓ মাজারে **Ans D**

45. মজিদ বার বার আমেনা বিবির দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল কেন?
Ⓐ মনোভাব বুঝতে Ⓑ কড়া শাসনে রাখতে
Ⓒ ভীতি সৃষ্টিতে Ⓓ রূপের মোহে **Ans D**

46. মজিদের সামনে খালেক ব্যাপারী অসহায় কেন?
Ⓐ ক্ষমতার দুর্বলতায় Ⓑ ভক্তি-শ্রদ্ধায়
Ⓒ ধর্মভীতির কারণে Ⓓ অভিশাপের ভয়ে **Ans C**

47. আমেনা বিবি মাজারে পাক কোন দিক থেকে শুরু করেছিল?
Ⓐ ডান দিকে Ⓑ বাঁ দিক
Ⓒ পূর্ব দিক Ⓓ উত্তর দিক **Ans A**

48. আমেনা বিবিকে তালাক দেওয়ানোর মূল কারণ কী ছিল?
Ⓐ মজিদের আত্মঅহমিকায় আঘাত Ⓑ খালেক ব্যাপারীর মানসিক যন্ত্রণা
Ⓒ আমেনার চারিত্রিক ত্রুটি Ⓓ সন্তান দানে অক্ষমতা **Ans A**

49. 'খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা' উক্তিটি কার?
Ⓐ কাদেরের Ⓑ মজিদের
Ⓒ তাহেরের Ⓓ মোদাচ্ছের পীরের **Ans B**

50. 'কলমা জানো মিঞা?' 'লালসালু' উপন্যাসে প্রশ্নটি কাকে করা হয়েছে?
Ⓐ আক্কাসকে Ⓑ দুদু মিঞাকে
Ⓒ সোলেমানকে Ⓓ মোদাব্বের মিঞাকে **Ans B**

CamScanner

51. রহিমা মাজারে আমেনা বিবির দৃশ্যগুলো কীভাবে দেখেছিল?
Ⓐ অপলক দৃষ্টিতে Ⓑ ঘরের কোণায় দাঁড়িয়ে
Ⓒ বেড়ার ফুটো দিয়ে Ⓓ জানালা দিয়ে **Ans Ⓒ**

52. আমেনা বিবি মাজারের মধ্যে মূর্ছা গিয়েছিল কেন?
Ⓐ ভয়ে Ⓑ মজিদের অলৌকিক ক্ষমতায়
Ⓒ মাজারের ক্ষমতায় Ⓓ শারীরিক দুর্বলতায় **Ans Ⓓ**

53. খালেক ব্যাপারীর গলায় শিশুর ভাব আসে কেন?
Ⓐ ভয়ে Ⓑ ক্রোধে Ⓒ সন্দেহে Ⓓ বিশ্বাসে **Ans Ⓒ**

54. আমেনা বিবির ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
Ⓐ অশান্ত Ⓑ স্বামীভীরু
ⓖ শক্তিশালী Ⓓ সমাজ-বিদ্বেষী **Ans Ⓑ**

55. 'বেত্তমিজের মতো কথা কইস না', উক্তিটি কার সম্পর্কে করা হয়েছিল?
Ⓐ আক্কাস Ⓑ তাহের Ⓒ কাদের Ⓓ ধলা মিঞা **Ans Ⓐ**

56. মতিগঞ্জের সড়কটা দিয়ে দলে-দলে লোক চলেছে কোন দিকে?
Ⓐ পূর্ব দিকে Ⓑ পশ্চিম দিকে
Ⓒ উত্তর দিকে Ⓓ দক্ষিণ দিকে **Ans Ⓒ**

57. মহব্বতনগর গ্রামের কয় গ্রাম পরে নতুন পির সাহেব এসেছে?
Ⓐ তিন গ্রাম Ⓑ চার গ্রাম Ⓒ পাঁচ গ্রাম Ⓓ ছয় গ্রাম **Ans Ⓐ**

58. ঝড়ের সময় ঢেঙা বুড়ো কী খেতে চেয়েছিল?
Ⓐ গুড় Ⓑ চিনি
Ⓒ মুড়ি Ⓓ চিঁড়া **Ans Ⓓ**

59. আওয়ালপুরের পিরের পূর্বপুরুষেরা কোন এলাকা থেকে এসেছেন?
Ⓐ এশিয়া Ⓑ মধ্যপ্রাচ্য
Ⓒ দক্ষিণ আমেরিকা Ⓓ আফ্রিকা **Ans Ⓑ**

60. 'লালসালু' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশক কে?
Ⓐ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ Ⓑ সৈয়দ হাবিবুল্লাহ
Ⓒ মুহাম্মদ আতাউল্লাহ Ⓓ নওরোজ কিতাবিস্তান **Ans Ⓒ**

61. 'লালসালু' উপন্যাসে 'মেয়েলোকের মস্করা' বলতে বোঝানো হয়েছে—
Ⓐ নারীর অধিকার চেতনা Ⓑ নারী স্বাধীনতা
Ⓒ নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা Ⓓ নারীর হাসি-তামাশা **Ans Ⓒ**

62. আমেনা বিবির সতিন কে?
Ⓐ রহিমা বিবি Ⓑ জমিলা Ⓒ তানু বিবি Ⓓ হাসুনির মা **Ans Ⓒ**

63. মজিদের জমি-জায়গার সাথে সাথে আরও কী বাড়ে?
Ⓐ অর্থ Ⓑ পরিচিতি Ⓒ খ্যাতি Ⓓ সম্মান **Ans Ⓓ**

64. 'আপনারা জাহেল, বে-এলেম, আনপাড়হ' কারা?
Ⓐ নোয়াখালিবাসী Ⓑ আওয়ালপুরবাসী
Ⓒ মতিগঞ্জবাসী Ⓓ মহব্বতনগরবাসী **Ans Ⓓ**

65. 'তাই তারা ছোটে', 'ছোটে'- কেন?
Ⓐ ধর্মের জন্য Ⓑ জীবিকার জন্য
Ⓒ কল্যাণের জন্য Ⓓ সুবিধার জন্য **Ans Ⓑ**

66. কাদের স্থান বেহেস্তে সুনির্দিষ্ট?
Ⓐ আলেম Ⓑ মৌলবি Ⓒ মাওলানা Ⓓ হাফেজ **Ans Ⓓ**

67. 'লালসালু' উপন্যাসে কোন অঞ্চলের জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে?
Ⓐ নোয়াখালী Ⓑ সিলেট Ⓒ চট্টগ্রাম Ⓓ বান্দরবান **Ans Ⓐ**

68. আক্কাস স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায় কেন?
Ⓐ মজিদকে গ্রামছাড়া করতে Ⓑ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে
Ⓒ গোঁড়ামি দূর করতে Ⓓ গ্রামবাসীকে শিক্ষিত করতে **Ans Ⓓ**

69. রেলগাড়ির খুপরিতে অনেকের দেহে শেষ পর্যন্ত কী থাকে না?
Ⓐ কাপড় Ⓑ বল Ⓒ চেতনা Ⓓ তাবিজ **Ans Ⓐ**

70. দশ কথায় রাও নেই কার?
Ⓐ রহিমার Ⓑ বুড়ির
Ⓒ হাসুনির মার Ⓓ তাহেরের বাপের **Ans Ⓐ**

71. পিরের মাজারকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
Ⓐ লালসালুর Ⓑ মাঠের সঙ্গে
Ⓒ মাছের পিঠের সঙ্গে Ⓓ উটের পিঠের সঙ্গে **Ans Ⓒ**

72. 'লালসালু' উপন্যাসে নবাগত লোকটির কোটরাগত চোখে কী ছিল?
Ⓐ রাগ Ⓑ ক্ষোভ Ⓒ প্রতিহিংসা Ⓓ আগুন **Ans Ⓓ**

73. 'তাকিয়ে থাকতে ঘোর লাগে, চোখ অবশ হয়ে আসে' কোথায়?
Ⓐ জমিতে Ⓑ মাজারে Ⓒ হাট-বাজার Ⓓ সড়কে **Ans Ⓑ**

74. মজিদ আমেনা বিবির চিকিৎসার ভার নিয়েছিল কেন?
Ⓐ স্ত্রীর ক্ষমতা বোঝাতে Ⓑ ব্যাপারীর অনুরোধে
Ⓒ প্রতিশোধের মোহে Ⓓ রহিমার অনুরোধে **Ans Ⓒ**

75. আওয়ালপুরের পির কোন ভাষায় বয়ান করেন?
Ⓐ আরবি Ⓑ ফারসি Ⓒ উর্দু Ⓓ হিন্দি **Ans Ⓒ**

76. উপন্যাসের কোন চরিত্রটি মজিদকে ভীত, উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত করেছে?
Ⓐ রহিমা Ⓑ জমিলা Ⓒ আমেনা Ⓓ হাসুনির মা **Ans Ⓑ**

77. সারিবদ্ধ হয়ে মজুররা কীসের মতো কাস্তে নিয়ে ধান কাটে?
Ⓐ দ্বিতীয়ার তারার মতো Ⓑ দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো
Ⓒ ধনুকের মতো Ⓓ তীরের মতো **Ans Ⓑ**

78. মহব্বতনগর গ্রামের লোকগুলো ইদানীং কেমন হয়ে উঠেছে?
Ⓐ পরহেজগার Ⓑ দরিদ্র
Ⓒ অবস্থাপন্ন Ⓓ কবর ব্যবসায়ী **Ans Ⓒ**

79. ছোটবেলায় নাকে নোলক পরে হলদে শাড়ি পেঁচিয়ে ছোটাছুটি করত কে?
Ⓐ জমিলা Ⓑ রহিমা Ⓒ হাসুনির মা Ⓓ আমেনা **Ans Ⓑ**

80. মজিদ বুড়োকে মাজারে পাঁচ পয়সার শিরনি দিতে বলে কেন?
Ⓐ দান হিসেবে Ⓑ মানত হিসেবে
Ⓒ শাস্তি হিসেবে Ⓓ মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায় **Ans Ⓒ**

81. 'হা-শূন্য' কথাটির অর্থ কী?
Ⓐ ঋণগ্রস্ত Ⓑ রোগগ্রস্ত Ⓒ অভাবগ্রস্ত Ⓓ মানসিক বিকারগ্রস্ত **Ans Ⓒ**

82. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সর্বশেষ কর্মস্থল ছিল কোনটি?
Ⓐ ঢাকা Ⓑ কলকাতা Ⓒ প্যারিস Ⓓ করাচি **Ans Ⓒ**

83. মজিদ কাকে ভয় পায়?
Ⓐ জমিলাকে Ⓑ আওয়ালপুরের পিরের ক্ষমতাকে
Ⓒ আক্কাসকে Ⓓ ব্যাপারীকে **Ans Ⓑ**

84. হাসুনির মা মজিদের কাছে যায় কেন?
Ⓐ নালিশ করতে Ⓑ সাহায্য চাইতে
Ⓒ কাজ চাইতে Ⓓ বাবার জন্য ক্ষমা চাইতে **Ans Ⓐ**

85. 'থাক কইবার দাও। খোদাই তার শাস্তি করবো।' উক্তিটি কার?
Ⓐ তাহেরের Ⓑ কাদেরের
Ⓒ রতনের Ⓓ হাসুনির মার **Ans Ⓑ**

86. 'হুকায় এক ছিলিম তামাক ভইরা দেওগো বিটি' মজিদ এ কথা কাকে বলে?
Ⓐ রহিমাকে Ⓑ জমিলাকে
Ⓒ হাসুনির মাকে Ⓓ হাসুনিকে **Ans Ⓒ**

87. 'লালসালু' উপন্যাসে 'বাহে মুলুক' বলতে কোন অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ পূর্ববঙ্গ Ⓑ পশ্চিমবঙ্গ
Ⓒ উত্তরবঙ্গ Ⓓ দক্ষিণবঙ্গ **Ans Ⓒ**

88. 'লালসালু' উপন্যাসে গ্রামের মানুষ জাঁদরেল পিরের কাছে যায় কেন?
Ⓐ ধর্ম শিক্ষার জন্য Ⓑ ঝাড়ফুঁকের জন্য
Ⓒ জান্নাত লাভের জন্য Ⓓ মনোবাসনা পূরণের জন্য **Ans Ⓓ**

89. 'কথাডা জানি আপনার বইনে না হুনে' 'লালসালু' উপন্যাসে উক্তিটি কার?
Ⓐ মজিদের Ⓑ রহিমার
Ⓒ খালেক ব্যাপারীর Ⓓ জমিলার **Ans Ⓒ**

CamScanner

উপন্যাস ও নাটক

অধ্যায় ২ সিরাজউদ্দৌলা সিকান্দার আবু জাফর

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সিকান্দার আবু জাফর জন্মগ্রহণ করেন– **১৯ মার্চ ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ; তেঁতুলিয়া, তালা, সাতক্ষীরা। পিতা : সৈয়দ মঈনুদ্দীন হাশেমী।**
- সিকান্দার আবু জাফরের পিতৃব্য– **সৈয়দ জালালুদ্দীন হাশেমী (কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও অবিভক্ত বঙ্গের লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির ডেপুটি স্পিকার)।**
- তাঁর পূর্ণ নাম– **সৈয়দ আল্ হশমী আবু জাফর মুহম্মদ বখ্‌ত সিকন্দার।**
- তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'সমকাল' হয়ে উঠেছিল– **তরুণ সাহিত্যিকদের মিলনক্ষেত্র; পাকিস্তানি অপশাসনের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের এক বলিষ্ঠ প্লাটফর্ম।**
- দেশভাগের পর তিনি পূর্ব বাংলায় আসেন এবং ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত রেডিও পাকিস্তানের– **স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।**
- প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তিনি বরাবরই– **অগ্রবর্তী ছিলেন।**
- মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতা থেকে 'সাপ্তাহিক অভিযান' পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশের গুরুদায়িত্ব পালন করেন– **সিকান্দার আবু জাফর।**
- তিনি ছিলেন মুখ্যত একজন– **সাংবাদিক।**
- কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'নবযুগ' পত্রিকায়– **তিনি কাজ করেন।**
- তিনি বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন– **নাট্যকার হিসেবে।**
- তিনি কলকাতার মিলিটারি একাউন্টস বিভাগে যোগদান করে পেশাগত জীবন শুরু করে– **১৯৩৯ সালে।**
- তাঁর সম্পাদনায় ১৯৫৬-১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়– **সাহিত্য পত্রিকা 'সমকাল'।**
- তিনি 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' পান– **১৯৬৬ সালে।**
- তিনি মরণোত্তর 'একুশে পদক' পান– **১৯৮৪ সালে।**
- ১৯৭৫ সালের ৫ আগস্ট– **তিনি ঢাকায় মারা যান।**

সাহিত্যকর্ম

- সিকানদার আবু জাফর রচিত কাব্যগ্রন্থ– **প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫), বৈরী বৃষ্টিতে (১৯৬৫), কবিতা ১৩৭২ (১৯৬৮), বৃশ্চিক লগ্ন (১৯৭১), বাংলা ছাড়ো (১৯৭১)।**
- 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই', 'বাংলা ছাড়ো' প্রভৃতি বিখ্যাত রচনার স্রষ্টা– **সিকানদার আবু জাফর।**
- তাঁর গানের সংকলন– **মালব কৌশিক (১৯৬৯)।**
- সিকানদার আবু জাফর রচিত উপন্যাস– **মাটি আর অশ্রু (১৯৪২), পূরবী (১৯৪৪), নতুন সকাল (১৯৪৫)।**
- সিকানদার আবু জাফর রচিত গল্পগ্রন্থ– **মতি আর অশ্রু (১৯৪১)।**
- সিকানদার আবু জাফরের অনুবাদগ্রন্থ– **রুবাইয়াৎ : ওমর খৈয়াম (১৯৬৬), সেন্ট লুইয়ের সেতু (১৯৬১), বারনাড মালামুডের যাদুর কলস (১৯৫৯)।**

নাটক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটি চারটি অঙ্কে ও বারোটি দৃশ্যে বিন্যস্ত। এর মধ্যে আটটি দৃশ্যেই সিরাজ স্বয়ং উপস্থিত।
- সিকান্দার আবু জাফর রচিত এ নাটকটি একই সঙ্গে ঐতিহাসিক (১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধ ও বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়) ও ট্র্যাজেডি তথা করুণ রসাত্মক নাটক।
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান– ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ।
- কলকাতার নাম আলিনগর ঘোষণা করেন– **সিরাজউদ্দৌলা।**
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে প্রথম যে চরিত্রের উপস্থিতি আছে– **ক্লেটন।**
- আলিনগরের দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়– **রাজা মানিকচাঁদকে।**
- 'প্রাণপণে যুদ্ধ করো, সাহসী ব্রিটিশ সৈনিক' এ কথাটি– **ক্যাপ্টেন ক্লেটনের।**
- নবাবের রাজধানী ছিল– **মুর্শিদাবাদে।**
- 'স্বার্থান্ধ প্রতারকের কাপুরুষতা বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি' একথা বলতে বোঝানো হয়েছে– **সাহসিকতা।**
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সময়কাল– **১৯ জুন ১৭৫৬ সাল।**
- 'সিপাহসালার' বলতে বোঝায়– **সেনাপতিকে।**
- 'ডাচ' শব্দটি দ্বারা যে জাতিকে নির্দেশ করা হয়– **ওলন্দাজ বা হল্যান্ডের অধিবাসীদের।**
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে 'কোম্পানি' শব্দটি দ্বারা যে কোম্পানিকে নির্দেশ করে– **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে।**
- 'যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যুবরণ, এ আমাদের প্রতিজ্ঞা।' এ সংলাপটি– **ক্লেটনের।**
- নবাবের পদাতিক বাহিনী– **দমদমের সরু রাস্তা দিয়ে চলে এসেছে।**
- নবাবের গোলন্দাজ বাহিনী যে খাল পেরিয়ে ইংরেজ দুর্গের দিকে এগিয়ে আসে– **শিয়ালদহের মারাঠা খাল।**
- 'কাপুরুষ বেইমান, জ্বলন্ত আগুনের মুখে বন্ধুদের ফেলে পালিয়ে যায়।' ক্লেটন এ উক্তিটি করেন– **মিনচিন, ফ্রাঙ্কল্যান্ড, ম্যানিংহামদের উদ্দেশ্যে।**
- উইলিয়াম ওয়াটস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে এলাকার কুঠির পরিচালক ছিল– **কাশিমবাজার।**
- পেশায় চিকিৎসক হলওয়েল– **অন্ধকূপ হত্যার কল্পিত ঘটনা প্রচার করে।**
- হলওয়েলের উপাধি সার্জন হলে রোজার ড্রেক ও ক্লেটনের উপাধি যথাক্রমে– **গভর্নর ও ক্যাপ্টেন।**
- মিরজাফরের প্রকৃত নাম– **মিরজাফর আলি খান।**
- 'আপনিই এখন কমান্ডার-ইন-চিফ।' উমিচাঁদ যার উদ্দেশে এ সংলাপটি করেছেন– **হলওয়েল।**
- 'কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার রাতারাতি সেনাধ্যক্ষ হয়ে বসেছ।' হলওয়েলের উদ্দেশ্যে উক্ত সংলাপটি করেছেন– **নবাব সিরাজউদ্দৌলা।**
- ইংরেজরা আত্মরক্ষার নামে গোপনে অস্ত্র আমদানি করছিল– **কাশিমবাজারে।**
- 'নবাবসৈন্য কলকাতা আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে রোজার ড্রেক প্রাণভয়ে কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে।' সংলাপটি– **সিরাজউদ্দৌলার।**
- নিজেকে দওলতের পূজারি বলে পরিচয় দেন– **উমিচাঁদ।**
- 'নবাব আলিবর্দি আমাদের বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছেন।' সিরাজের উদ্দেশ্যে এ সংলাপটি করেন– **হলওয়েল।**
- 'ফরাসিরা ডাকাত! আর ইংরেজরা অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি, কেমন?' হলওয়েলের উদ্দেশ্যে এ সংলাপটি করেন– **নবাব সিরাজ।**
- সিরাজ যাকে শ্রেষ্ঠ বাঙালি বীর বলে অভিহিত করেন– **মিরমর্দানকে।**
- ক্লেটন, জর্জ, হলওয়েল এরা সম্মিলিতভাবে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়– **ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে।**
- মিরজাফর ভারতবর্ষে আসেন– **পারস্য থেকে।**
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরুতে যে সময়ের উল্লেখ আছে– **১৭৫৬ সাল ৩ জুলাই।**
- 'কলকাতা থেকে নবাবের তাড়া খেয়ে ইংরেজরা আস্তানা গেড়েছে– **ভাগীরথী নদীতে ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজে।**
- 'এত অল্পে অধৈর্য হলে চলবে কেন?' সংলাপটি কিলপ্যাট্রিক যার উদ্দেশে বলেন– **হ্যারি।**
- জগৎশেঠ ছিলেন– **নবাবের সেনাপতি মানিকচাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র।**
- ফতেহ চাঁদকে 'জগৎশেঠ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়– **১৭২৩ সালে।**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- ভাগীরথী নদীতে ইংরেজদের ভাসমান জাহাজে যে যে রোগের প্রার্দুভাব দেখা দেয়- ম্যালেরিয়া ও আমাশয়।
- ভাগীরথী নদীতে অবস্থানরত ইংরেজদের জাহাজ থেকে কলকাতার দূরত্ব ছিল- **চল্লিশ মাইলের ভেতরে।**
- নারান সিং যে ছদ্মনামে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের খবর নবাবকে জানাতেন- **রাইসুল জুহালা।**
- বিশ্বাসঘাতক ও অর্থলোলুপ মন্ত্রী রাজবল্লভ- **ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন।**
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে মিরজাফরের পদবি ছিল- **সিপাহসালার বা প্রধান সেনাপতি।**
- যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবাব সিরাজউদ্দৌলা মোহনলালের অধীনে সেনাবাহিনী পাঠানোর ব্যবস্থা করেন- **শওকতজঙ্গকে।**
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সময়কাল ও স্থান- **১৭৫৭ সালের ১০ মার্চ, নবাবের দরবার।**
- স্থানীয় লোকজনের তৈরি লবণ ইংরেজরা তিন-চার আনা মণ দরে কিনে- **দুই-আড়াই টাকা মণ দরে বিক্রি করে।**
- 'ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, সর্বশক্তি নিয়ে চিরকালের জন্য আমি নবাবের অনুগামী।' একথা বলেন- রায়দুর্লভ।
- ইংরেজরা চন্দননগর ধ্বংস করে- **বেইমান নন্দকুমারকে ঘুষ দিয়ে।**
- 'আমাদের কারও অদৃষ্ট মেঘমুক্ত থাকবে না শেঠজি।' সংলাপটি- মিরজাফরের।
- 'একটু নুন জোগাড় হলেই কাঁচা খাব বলে মুলোটা হাতে নিয়ে ঘুরছিলাম।' এ উক্তিটি করেন- **রাইসুল জুহালা।**
- মিরন যার পুত্র- **মিরজাফরের।**
- রবার্ট ক্লাইভ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন- **১৭ বছর বয়সে।**
- 'খাজাঞ্চি' বলতে যে ব্যক্তিকে বোঝায়- **কোষাধ্যক্ষকে।**
- 'চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র' সংলাপটি রায়দুর্লভ যার উদ্দেশে বলেন- **মিরনকে।**
- রমণীর ছদ্মবেশে মিরনের বাসগৃহে প্রবেশ করেন- **ওয়াটস ও ক্লাইভ।**
- 'আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কি বিশ্বাস করা যায়?' সংলাপটি রাজবল্লভের উদ্দেশ্যে যে করেছেন- **ক্যাপ্টেন ক্লেটন।**
- ওয়াটসনের পদমর্যাদা ছিল- **ইংরেজ নৌবাহিনী প্রধান।**
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য সংঘটিত হয়েছে- **লুৎফুন্নিসার কক্ষে।**
- আলিবর্দি খাঁর কনিষ্ঠ কন্যা আমিনার স্বামীর নাম- **জয়েনউদ্দিন।**
- 'তুমি কম সাপিনী নও' ঘসেটি বেগমের এ সংলাপ যাকে উদ্দেশ্য করে- **আমিনা বেগমকে।**
- 'রৌশনি' শব্দের অর্থ- **আলোকসজ্জা।**
- সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে অংশগ্রহণকারী অন্যতম বিশ্বস্ত ফরাসি সেনাপতি ছিলেন- **সাঁফ্রে।**
- মিরজাফরের বিশ্বস্ত গুপ্তচর উমর বেগ জমাদারকে খুন করা হয়েছিল- **মোহনলালের হুকুমে।**
- নবাবের পক্ষে পশ্চিম দিকে গঙ্গার ধারে উঁচু স্থানে অবস্থান ছিল- **বদ্রিআলি খাঁর।**
- পলাশি যুদ্ধের পূর্ব রাত্রে শলাপরামর্শের জন্য সিরাজের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন- **মোহনলাল, মিরমর্দান।**
- টুলের উপর দাঁড়িয়ে দূরবিন দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখার চেষ্টা করেন- **নবাব নিজেই।**
- যার গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে নারান সিংয়ের মৃত্যু হয়- **ক্লাইভ।**
- নাটোরের মহারানি ভবানীর স্বামীর নাম- **রাজা রামকান্ত রায়।**
- নাটোরের মহারানি ভবানী যে কারণে স্বনামধন্য হয়ে আছেন- **দীন-দুঃখীর দুর্দশা মোচন ও সমাজকল্যাণের জন্য।**
- 'আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন বিহার থেকে রামনারায়ণ, পাটনা থেকে ফরাসি বীর মসিয়ে ল।' এ সংলাপটি- **নবাবের।**
- শিখ ধর্মের অনুসারী ছিলেন- **উমিচাঁদ।**
- 'long live Nabab jafar Ali khan' সংলাপটি- **ক্লাইভের।**
- যুদ্ধে নবাব হেরে গেলে উমিচাঁদকে ক্লাইভ যত টাকা দেওয়ার কথা ছিল- **৩০ লক্ষ টাকা, (দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য), ২০ লক্ষ টাকা (চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্য)।**
- মিরজাফরকে সহায়তার বিনিময়ে ক্লাইভ- **বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারি লাভ করে।**
- মিরন নবাবকে হত্যা করার জন্য নিয়োগ করে- মোহাম্মদি বেগকে।
- মিরজাফর আলি খান সিরাজের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন বলে নবাবকে জানায়- **মিরন।**
- সিরাজের পিতা-মাতা শৈশবে পুত্রস্নেহে লালন-পালন করেছিলেন- **মোহাম্মদি বেগকে।**
- মোহাম্মদি বেগ লাঠি ফেলে খাপ থেকে ছোরা খুলে সিরাজের- **পিঠে আঘাত করল।**
- ঘসেটি বেগম নবাব সিরাজউদ্দৌলার- **খালা হয়।**
- মোহাম্মদি বেগ সিরাজকে হত্যা করতে রাজি হয়েছিল- **দশ হাজার টাকার বিনিময়ে।**
- মিরজাফর যে রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়- **কুষ্ঠরোগ।**
- প্রথম সার্থক বাংলা নাটক- **শর্মিষ্ঠা।**
- 'সাদা নিশান' যার প্রতীক- **সন্ধির।**

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ইংরেজদের বাণিজ্য অধিকার প্রত্যাহারের কারণ কী ছিল?
Ⓐ রাজস্ব প্রদানে অনীহা Ⓑ কূটকৌশল Ⓒ বিদ্রোহী মনোভাব Ⓓ ধৃষ্টতা **Ans D**

02. দুর্বলতা, অকর্মণ্যতা ও নারীমগ্ন থাকার কারণে কাকে প্রাণ দিতে হয়েছে?
Ⓐ মুর্শিদকুলি খাঁকে Ⓑ সরফরাজ খাঁকে Ⓒ আলিবর্দি খাঁকে Ⓓ হোসেন কুলি খাঁকে **Ans D**

03. 'আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কী বিশ্বাস করা যায়?' সংলাপটি কার?
Ⓐ উমিচাঁদের Ⓑ ক্লাইভের Ⓒ রায়দুর্লভের Ⓓ ওয়াটসের **Ans B**

04. সন্ধি অনুসারে সিপাহসালার শুধু মসনদে বসবে। কিন্তু রাজ্য চালাবে কে?
Ⓐ পর্তুগিজ Ⓑ ইংরেজরা Ⓒ কোম্পানি Ⓓ মিরজাফর **Ans C**

05. গোলার আঘাতে কোম্পানির ফৌজ পিছু হটতে শুরু করলে কে যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা দেন?
Ⓐ মোহনলাল Ⓑ সিরাজউদ্দৌলা Ⓒ উমিচাঁদ Ⓓ মিরজাফর **Ans D**

06. দলিলে সই করার সময় সংগীতের সুর কিরূপ ছিল?
Ⓐ প্রাণোচ্ছল Ⓑ করুণ Ⓒ মধুর Ⓓ বেদনার **Ans B**

07. বারুদ অকেজো হয়ে পড়েছিল কেন?
Ⓐ বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল Ⓑ নকল ছিল Ⓒ জোয়ারে ডুবে গিয়েছিল Ⓓ শত্রুপক্ষ নষ্ট করে দিয়েছিল **Ans A**

08. কে যুদ্ধ বন্ধ করতে চাননি?
Ⓐ মিরমর্দান Ⓑ মোহনলাল Ⓒ মিরজাফর Ⓓ সাঁফ্রে **Ans B**

09. উপযুক্ত মর্যাদায় কার লাশ দাফন করতে হবে?
Ⓐ মিরজাফরের Ⓑ মিরমর্দানের Ⓒ মোহনলালের Ⓓ মিরনের **Ans B**

10. সিরাজউদ্দৌলা নাটকে কোন মহারানির উল্লেখ রয়েছে?
Ⓐ রাজশাহীর Ⓑ খুলনার Ⓒ ঢাকার Ⓓ নাটোরের **Ans D**

11. 'ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়' উক্তিটি কার?
Ⓐ সিরাজউদ্দৌলার Ⓑ মিরমর্দানের Ⓒ মোহনলালের Ⓓ লর্ড ক্লাইভের **Ans A**

12. 'অন্ধকার ফাঁকা ঘরে বসে থেকে লাভ নেই নবাব!' সংলাপটি কার?
Ⓐ ঘসেটি বেগমের Ⓑ জনৈক প্রহরীর Ⓒ লুৎফুন্নিসার Ⓓ মোহনলালের **Ans C**

13. 'ইনি কি নবাব না ফকির?' কে, কাকে উদ্দেশ করে বলেছে?
Ⓐ ক্লাইভ, মিরনকে Ⓑ ক্লাইভ, মিরজাফরকে Ⓒ ওয়াটস, মিরনকে Ⓓ ওয়াটস, মিরজাফরকে **Ans B**

14. 'সিরাজউদ্দৌলা এখন কয়েদি ওয়ার ক্রিমিন্যাল।' উক্তিটি কার?
Ⓐ মিরনের Ⓑ ওয়াটসের Ⓒ মিরজাফরের Ⓓ লর্ড ক্লাইভের **Ans D**

15. কার সংলাপের মাধ্যমে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে?
Ⓐ ক্লাইভের Ⓑ সিরাজের Ⓒ মোহাম্মদি বেগের Ⓓ মিরনের **Ans C**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

16. 'কাপুরুষ বাঙালির কাছে যুদ্ধ বন্ধ হবে না।' কার উক্তি?
Ⓐ হলওয়েল Ⓑ ক্রেটন Ⓒ ওয়াটস Ⓓ ড্রেক Ans Ⓑ

17. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান–
Ⓐ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ Ⓑ ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ
Ⓒ সংস্কৃত কলেজ Ⓓ হিন্দু কলেজ Ans Ⓑ

18. 'সব ব্যাপারে সবার মাথা গলানো সাজে না।' কাকে লক্ষ্য করে উক্তিটি করেছেন?
Ⓐ ক্রেটন Ⓑ মার্টিন Ⓒ ওয়াটস Ⓓ কিলপ্যাট্রিক Ans Ⓑ

19. রজার ড্রেক কে?
Ⓐ গভর্নর Ⓑ ক্যাপ্টেন Ⓒ সেনাপতি Ⓓ কলকাতায় Ans Ⓐ

20. মিরকাশেমের পত্রানুযায়ী সিরাজ তাঁর সৈন্যদের হাতে কোথায় বন্দি হন?
Ⓐ পাটনায় Ⓑ পলাশিতে Ⓒ ভগবানগোলায় Ⓓ কলকাতায় Ans Ⓒ

21. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে কয়টি দৃশ্য আছে?
Ⓐ দুইটি Ⓑ তিনটি Ⓒ চারটি Ⓓ একটি Ans Ⓑ

22. 'A perfect scoundrel is this Omichand' সংলাপটি কে করেছিল?
Ⓐ ওয়াটস Ⓑ ড্রেক Ⓒ হলওয়েল Ⓓ জর্জ Ans Ⓑ

23. তামা-তুলসী-গঙ্গাজল ছুঁয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করেন কে?
Ⓐ উমিচাঁদ Ⓑ মানিকচাঁদ Ⓒ রায়দুর্লভ Ⓓ রাজবল্লভ Ans Ⓓ

24. কোথায় নবাবের বিরুদ্ধে গোপন সভা বসে?
Ⓐ জগৎশেঠের বাড়িতে Ⓑ ঘসেটি বেগমের বাড়িতে
Ⓒ মিরজাফরের বাড়িতে Ⓓ মিরনের বাড়িতে Ans Ⓓ

25. বাংলা সাহিত্যে কোন নাটক– নাট্যাঙ্গনে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটায়?
Ⓐ ভদ্রার্জুন Ⓑ কুলীনকুলসর্বস্ব Ⓒ শর্মিষ্ঠা Ⓓ রাজা Ans Ⓒ

26. সিরাজ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে কী তৈরি করার নির্দেশ দেন?
Ⓐ মন্দির Ⓑ মসজিদ Ⓒ মিনার Ⓓ দরগা Ans Ⓑ

27. 'এবার আমি আঘাত হানবই।' উক্তিটিতে মিরজাফরের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে–
Ⓐ নিষ্ঠুরতার Ⓑ সাহসিকতার Ⓒ উদ্যমতার Ⓓ বীর্যবানের Ans Ⓐ

28. 'ব্রিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা।' উক্তিটি কার?
Ⓐ রায়দুর্লভের Ⓑ জগৎশেঠের
Ⓒ মিরজাফরের Ⓓ উমিচাঁদের Ans Ⓓ

29. কাকে আলিনগরের দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়?
Ⓐ মিরমর্দানকে Ⓑ রাজা মানিকচাঁদকে
Ⓒ উমিচাঁদকে Ⓓ রাজবল্লভকে Ans Ⓑ

30. মোহাম্মদি বেগ সিরাজউদ্দৌলাকে প্রথমে কী দিয়ে আঘাত করে?
Ⓐ বল্লম Ⓑ ছোরা Ⓒ তলোয়ার Ⓓ লাঠি Ans Ⓓ

31. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে মোট কয়টি অঙ্ক ?
Ⓐ দুইটি Ⓑ তিনটি Ⓒ চারটি Ⓓ পাঁচটি Ans Ⓒ

32. 'Standing like pillars' বলা হয়েছে কাদের ?
Ⓐ মিরমর্দান, মোহনলাল, সাঁফ্রেকে
Ⓑ মিরন, শওকতজঙ্গ, নওয়াজিস খানকে
Ⓒ মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভকে
Ⓓ শওকতজঙ্গ, রাজবল্লভকে Ans Ⓒ

33. কোন নামটি কর্মদোষে ধিকৃত হয়েছে?
Ⓐ মিরমর্দান Ⓑ আলিবর্দি খাঁ Ⓒ মিরজাফর Ⓓ ক্লাইভ Ans Ⓒ

34. কলকাতার নাম আলিনগর ঘোষণা করেন কে?
Ⓐ রায়দুর্লভ Ⓑ মিরমর্দান Ⓒ মানিকচাঁদ Ⓓ সিরাজউদ্দৌলা Ans Ⓓ

35. নবাব সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করলে ইংরেজদের অবস্থা কেমন হয়েছিল ?
Ⓐ উৎসাহব্যঞ্জক Ⓑ শোচনীয় Ⓒ সাহসী Ⓓ ভয়ঙ্কর Ans Ⓑ

36. 'আমি চিরকালই ইংরেজের বন্ধু। মৃত্যু পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব আমি বজায় রাখিব।' কে বলেছেন?
Ⓐ হলওয়েল Ⓑ ওয়াটস Ⓒ ড্রেক Ⓓ উমিচাঁদ Ans Ⓓ

37. 'স্বার্থান্ধ প্রতারকের কাপুরুষতা বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি' কাকে বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ রাজবল্লভ Ⓑ জগৎশেঠ Ⓒ রায়দুর্লভ Ⓓ নৌবে সিং Ans Ⓓ

38. ক্লাইভের মতে বিশ্বাসঘাতক হলো–
Ⓐ সিরাজউদ্দৌলা Ⓑ মিরজাফর Ⓒ উমিচাঁদ Ⓓ রাজবল্লভ Ans Ⓒ

39. 'এখন তুমি কিছুদিন তীর্থ কর-ঈশ্বরকে ডাক।' উক্তিটি কার?
Ⓐ ক্রেটন Ⓑ ক্লাইভ Ⓒ হলওয়েল Ⓓ রোজার ড্রেক Ans Ⓑ

40. ঘসেটি বেগমের প্রাসাদের নাম কী ছিল?
Ⓐ হীরাঝিল Ⓑ মতিঝিল Ⓒ ঘসেটি মহল Ⓓ হাতিঝিল Ans Ⓑ

41. ডাচরা ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসেন–
Ⓐ তেরো শতকে Ⓑ চৌদ্দ শতকে
Ⓒ পনেরো শতকে Ⓓ ষোল শতকে Ans Ⓓ

42. 'যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেবে' কে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?
Ⓐ হলওয়েল Ⓑ ক্রেটন Ⓒ ওয়াটস Ⓓ জর্জ Ans Ⓑ

43. অর্থের লোভে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করে কে?
Ⓐ মোহাম্মদি বেগ Ⓑ মিরন Ⓒ মিরজাফর Ⓓ মানিক চাঁদ Ans Ⓐ

44. 'এবার আমি আঘাত হানবোই' উক্তিটি কার?
Ⓐ মিরনের Ⓑ মোহনলালের
Ⓒ মিরজাফরের Ⓓ সিরাজউদ্দৌলার Ans Ⓒ

45. 'নবাব আলিবর্দি আমাদের বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছেন।' সিরাজকে উদ্দেশ্য করে কে এ উক্তিটি করেছেন?
Ⓐ হলওয়েল Ⓑ মিনচিন Ⓒ ক্রেটন Ⓓ ক্লাইভ Ans Ⓐ

46. নবাবের রাজধানী ছিল কোথায়?
Ⓐ কলকাতায় Ⓑ ঢাকায় Ⓒ মুর্শিদাবাদে Ⓓ লাহোরে Ans Ⓒ

47. রাইসুল জুহালাকে বুটের লাথি মারে কে?
Ⓐ মিরজাফর Ⓑ ক্লাইভ Ⓒ প্রহরী Ⓓ জর্জ Ans Ⓑ

48. নবাবকে প্রথম কোথায় আঘাত করা হয়?
Ⓐ পিঠে Ⓑ বুকে Ⓒ মাথায় Ⓓ চোখে Ans Ⓒ

49. ওয়ালি খান ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধ করেছে কেন?
Ⓐ নিজে নবাব হওয়ার জন্য Ⓑ ইংরেজদের মর্যাদা রক্ষার জন্য
Ⓒ বীরত্ব প্রমাণের জন্য Ⓓ অর্থের লোভে Ans Ⓓ

50. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে নবাবের পক্ষে কয়টি কামান ছিল?
Ⓐ ৫০টি Ⓑ ৬০টি Ⓒ ৭০টি Ⓓ ৮০টি Ans Ⓐ

51. মিরজাফর মসনদের জন্য কার কাছে ঋণী?
Ⓐ মোহনলাল Ⓑ হলওয়েল Ⓒ উমিচাঁদ Ⓓ লর্ড ক্লাইভ Ans Ⓓ

52. সিরাজউদ্দৌলা কার পরামর্শে কোম্পানিকে লবণের ইজারাদারি দিয়েছে?
Ⓐ অমাত্যবর্গের Ⓑ মিরজাফর
Ⓒ ঘসেটি বেগম Ⓓ মানিকচাঁদ Ans Ⓐ

53. শওকতজঙ্গের মায়ের নাম কী?
Ⓐ ঘসেটি বেগম Ⓑ মায়মুনা বেগম
Ⓒ আমিনা বেগম Ⓓ শাহ বেগম Ans Ⓑ

54. হলওয়েল পেশায় ছিলেন?
Ⓐ উকিল Ⓑ ডাক্তার Ⓒ সেনাপতি Ⓓ ব্যবসায়ী Ans Ⓑ

55. সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর কে?
Ⓐ কমর বেগ Ⓑ উমর বেগ
Ⓒ মানিকচাঁদ Ⓓ রাইসুল জুহালা Ans Ⓓ

56. এডমিরাল ওয়াটসনের সই জাল করে দিয়েছে কে?
Ⓐ ওয়াটস Ⓑ ক্লাইভ Ⓒ লুসিংটন Ⓓ ক্রেটন Ans Ⓒ

57. ট্র্যাজেডি নাটক কোন রসে আচ্ছাদিত থাকে?
Ⓐ করুণ Ⓑ বীর Ⓒ মধুর রস Ⓓ শৃঙ্গার রস Ans Ⓐ

58. শিখ ধর্মে বিশ্বাসী উমিচাঁদ কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন?
Ⓐ লাহোর Ⓑ পাটনা Ⓒ বাংলাদেশ Ⓓ মুর্শিদাবাদ Ans Ⓐ

59. নবাবকে হত্যার বিনিময়ে অগ্রিম ৫ হাজারসহ মোট কত টাকা প্রাপ্তির শর্তে মোহাম্মদি বেগ রাজি হয়েছিল?
Ⓐ ১০ হাজার টাকা Ⓑ ১৫ হাজার টাকা
Ⓒ ৫ হাজার টাকা Ⓓ ২০ হাজার টাকা Ans Ⓐ

60. 'ক্লাইভের গাধা' ও 'চিরকালের বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে পরিচিত কে?
Ⓐ উমিচাঁদ Ⓑ মিরন Ⓒ মিরজাফর Ⓓ রায়দুর্লভ Ans Ⓒ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

61. 'প্রাণপণে যুদ্ধ করো সাহসী ব্রিটিশ সৈনিক' এ বাক্যে 'প্রাণপণে' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ জান দিয়ে Ⓑ মনে মনে Ⓒ ইচ্ছানুযায়ী Ⓓ মোটামুটি Ans Ⓐ

62. ২৪ পরগনার বার্ষিক আয় কত?
Ⓐ চার লক্ষ Ⓑ ছয় লক্ষ Ⓒ আট লক্ষ Ⓓ দশ লক্ষ Ans Ⓐ

63. 'জগৎশেঠ' উপাধি কে পান ?
Ⓐ মহতাবচাঁদ Ⓑ মানিকচাঁদ Ⓒ ফতেহ চাঁদ Ⓓ উমিচাঁদ Ans Ⓒ

64. নবাবকে কার কোনো ভয় নেই?
Ⓐ ক্লাইভের Ⓑ উমিচাঁদের
Ⓒ ওয়াটসের Ⓓ মিরজাফরের Ans Ⓐ

65. দলিল সই করতে গিয়ে কার বুকের ভিতর হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল?
Ⓐ মিরজাফর Ⓑ মিরন Ⓒ ঘসেটি বেগম Ⓓ উমিচাঁদ Ans Ⓐ

66. পঠিত নাটকে 'জানানা সওয়ারি' হলো–
Ⓐ গুপ্তচর Ⓑ নাচনেওয়ালি
Ⓒ মিরনের আত্মীয়া Ⓓ ছদ্মবেশী ইংরেজ প্রতিনিধি Ans Ⓓ

67. মিরজাফরের বাড়িতে মন্ত্রণাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল–
Ⓐ ১৭৫৬ সালের ৩ জুলাই Ⓑ ১৭৫৬ সালের ১০ অক্টোবর
Ⓒ ১৭৫৭ সালের ১৯ মে Ⓓ ১৭৫৭ সালের ২০ জুন Ans Ⓒ

68. কার চক্রান্তে সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করা হয়?
Ⓐ মিরনের Ⓑ মিরজাফরের
Ⓒ উমিচাঁদের Ⓓ মোহাম্মদি বেগের Ans Ⓐ

69. ইংরেজরা কত সালে সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রাম ক্রয় করে?
Ⓐ ১৬৯৫ Ⓑ ১৬৯৮ Ⓒ ১৭৫৭ Ⓓ ১৭৯৮ Ans Ⓑ

70. 'কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার রাতারাতি সেনাধ্যক্ষ হয়ে বসেছে।' ঘুষখোর ডাক্তার কে?
Ⓐ জর্জ Ⓑ ক্রেটন Ⓒ হলওয়েল Ⓓ ওয়াটস Ans Ⓒ

71. সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করা হয় ১৭৫৭ সালের কোন তারিখে?
Ⓐ ২৫ জুন Ⓑ ২৭ জুন Ⓒ ২ জুলাই Ⓓ ৫ জুলাই Ans Ⓒ

72. নবাবের নির্দেশে কোন কুঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে?
Ⓐ হুগলি Ⓑ মুর্শিদাবাদ
Ⓒ কাশিমবাজার Ⓓ কাশিমপুর Ans Ⓒ

73. 'আমি গভর্নর ড্রেকের ধ্বংস দেখতে চাই' কে, কাকে বলেছে?
Ⓐ উমিচাঁদ, হলওয়েলকে Ⓑ উমিচাঁদ, ক্রেটনকে
Ⓒ মানিকচাঁদ, ক্রেটনকে Ⓓ মানিকচাঁদ, হলওয়েলকে Ans Ⓐ

74. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে নবাবের উক্তিতে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো–
Ⓐ কামান Ⓑ কলম Ⓒ দেশপ্রেম Ⓓ বারুদ Ans Ⓒ

75. কে উমিচাঁদকে ঠকানোর ব্যবস্থা করেছে?
Ⓐ ক্লাইভ Ⓑ ক্রেটন Ⓒ ড্রেক Ⓓ হলওয়েল Ans Ⓐ

76. 'আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নাও শয়তান' সংলাপটি কার?
Ⓐ নবাব সিরাজের Ⓑ মিরজাফরের
Ⓒ ক্লাইভের Ⓓ মিরনের Ans Ⓓ

77. নবাবের আদেশ অমান্য করে ইংরেজরা কাকে আশ্রয় দিয়েছিল?
Ⓐ ওয়ালি খান Ⓑ কৃষ্ণবল্লভ Ⓒ রাজবল্লভ Ⓓ উমিচাঁদ Ans Ⓑ

78. উমিচাঁদ সিরাজের পতন চায় কেন?
Ⓐ শত্রুতার জন্য Ⓑ স্বার্থের জন্য
Ⓒ উপার্জনের Ⓓ উপঢৌকন লাভের জন্য Ans Ⓑ

79. কার লাঠির আঘাতে নবাব সিরাজের মৃত্যু ঘটে?
Ⓐ মিরনের Ⓑ নকিবের
Ⓒ জনতার Ⓓ মোহাম্মদি বেগের Ans Ⓓ

80. কে প্রাণ ভয়ে কুকুরের মতো পালিয়েছে?
Ⓐ ওয়াটসন Ⓑ ওয়াটস Ⓒ রজার ড্রেক Ⓓ ক্লাইভ Ans Ⓒ

81. মিরমর্দান কে?
Ⓐ নবাবের সেনাপতি Ⓑ ফরাসি সেনাপতি
Ⓒ ইংরেজ Ⓓ ইংরেজদের দ্বাররক্ষক Ans Ⓐ

82. চন্দননগর কাদের অধিকৃত ছিল?
Ⓐ ফরাসিদের Ⓑ ডাচদের
Ⓒ ইংরেজদের Ⓓ ওলন্দাজদের Ans Ⓐ

83. ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে নবাব সৈন্যের হাতে কে বন্দি হয়েছিল?
Ⓐ ক্রেটন এবং হলওয়েল Ⓑ ড্রেক এবং ক্লাইভ
Ⓒ ওয়াটস এবং হলওয়েল Ⓓ কিলপ্যাট্রিক এবং মার্টিন Ans Ⓒ

84. 'মহাকবি আলাওল' সিকানদার আবু জাফরের কোন ধরনের রচনা?
Ⓐ নাটক Ⓑ উপন্যাস Ⓒ কবিতা Ⓓ প্রবন্ধ Ans Ⓐ

85. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে 'তাম্রকূট' অর্থ কী?
Ⓐ তামাক Ⓑ বিড়ি Ⓒ জর্দা Ⓓ সিগারেট Ans Ⓐ

86. রাইসুল জুহালা কোথায় ছদ্মবেশে এসে নৃত্য পরিবেশন করেন?
Ⓐ নবাবের প্রসাদে Ⓑ ঘসেটি বেগমের বাড়িতে
Ⓒ মিরজাফরের বাড়িতে Ⓓ ইংরেজদের ডেরায় Ans Ⓑ

87. 'আমার নালিশ আজ আমার বিরুদ্ধে' এটি কার সংলাপ?
Ⓐ ঘসেটি বেগমের Ⓑ রাজবল্লভের
Ⓒ সিরাজউদ্দৌলার Ⓓ মিরজাফরের Ans Ⓒ

88. 'সিরাজ বাংলার নবাব- আমি তার প্রজা' উক্তিকারী ?
Ⓐ মিরজাফর Ⓑ ঘসেটি বেগম
Ⓒ রায়দুর্লভ Ⓓ রাজবল্লভ Ans Ⓑ

89. কোন অঙ্কের কোন দৃশ্যে সিরাজউদ্দৌলা নিহত হন?
Ⓐ তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে Ⓑ তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে
Ⓒ চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে Ⓓ চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে Ans Ⓓ

90. 'Victory or death' সংলাপটি কে বলেন?
Ⓐ হলওয়েল Ⓑ ক্রেটন Ⓒ ওয়ালী খান Ⓓ জর্জ Ans Ⓑ

91. ইংরেজরা নবাবের ধমকানি সত্ত্বেও রাজা কৃষ্ণবল্লভকে ত্যাগ করেনি কেন?
Ⓐ ঘুষের টাকার অঙ্ক বৃদ্ধির কারণে
Ⓑ রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করার ইচ্ছা থেকে
Ⓒ নবাবের আদেশ অমান্য করবে বলে
Ⓓ কৃষ্ণবল্লভ ইংরেজদের আত্মীয় বলে Ans Ⓐ

92. আলিবর্দি খাঁর প্রকৃত নাম কী?
Ⓐ মির্জা আলি আকবর খান Ⓑ মুহাম্মদ আলি আকবর
Ⓒ মির্জা মুহম্মদ আলিবর্দি খাঁ Ⓓ আলিবর্দি Ans Ⓒ

93. 'নবাবের মির মুন্সি আসল চিঠি গায়েব করে নকল চিঠি পাঠাচ্ছে কোম্পানির কাছে।' এ নকল চিঠি পাঠানোর বুদ্ধিটা কার?
Ⓐ জগৎশেঠ Ⓑ মিরন
Ⓒ রায়দুর্লভ Ⓓ রাজবল্লভ Ans Ⓓ

94. 'মতিঝিলের জলসা আমি চিরকালের মতো ভেঙে দিলাম' কার সংলাপ?
Ⓐ সিরাজউদ্দৌলার Ⓑ ঘসেটি বেগমের
Ⓒ শওকতজঙ্গের Ⓓ মিরজাফরের Ans Ⓐ

95. ১৭৫৬ সালের কত তারিখে কলকাতার পরিবর্তিত নামকরণ করা হয় আলিনগর?
Ⓐ ২৯ জুন Ⓑ ১৯ জুন Ⓒ ২৯ জুলাই Ⓓ ১৯ জুলাই Ans Ⓑ

96. ইউরোপীয়রা ভারতে এসেছিল কেন?
Ⓐ শাসন করতে Ⓑ বাণিজ্য করতে
Ⓒ রাজনীতি করতে Ⓓ বসবাস করতে Ans Ⓑ

97. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে লোভের অন্ত নেই কার?
Ⓐ মানিক চাঁদের Ⓑ রাজবল্লভের
Ⓒ রায়দুর্লভের Ⓓ উমিচাঁদের Ans Ⓓ

98. পলাশির যুদ্ধে নবাব পক্ষের সৈন্যসংখ্যা কত ছিল?
Ⓐ দশ হাজার Ⓑ চল্লিশ হাজার
Ⓒ পঞ্চাশ হাজার Ⓓ ত্রিশ হাজার Ans Ⓒ

99. 'আমার শেষ যুদ্ধ পলাশিতেই' উক্তিটি কার?
Ⓐ মোহনলালের Ⓑ সিরাজের
Ⓒ মিরমর্দানের Ⓓ সাঁফ্রের Ans Ⓐ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner